প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড্,
২৭৭/বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রথম প্রকাশন ১৯৫৭
ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীমোহন চাঁদ শীল
প্রিণ্ট ও প্রিণ্ট
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব ও জননী

শ্রীচরণেষু

সূচীপত্র

॥ ১ ॥

সম্পাদকের নিবেদন

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিহ্নিত গ্রন্থ; কিন্তু দীর্ঘদিন এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে রয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর গ্রন্থটি আর সম্পাদিত বা পুনর্মুদ্রিত হয় নি। প্রথম প্রকাশের পর থেকেই শূন্যপুরাণের পাঠ সন্দেহজনক হয়ে উঠেছিল এবং প্রমাণিত হয়েছে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু শূন্যপুরাণের পাঠে অনৃতাচার করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ প্রথম সংস্করণের ভিত্তিতে রচিত, সে পাঠও গ্রহণযোগ্য হয় নি। বিকৃত পাঠের একটি সম্পাদিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বা পুনঃসম্পাদনা অর্থহীন। এইজন্য দুষ্প্রাপ্য হলেও এবং গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা মাঝে মাঝে তীব্রভাবে অনুভূত হলেও শূন্যপুরাণের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। আদর্শ পুথি, বিশ্বস্ত পাঠের অভাব, সাধারণের অনৌৎসুক্য ও সঙ্গত কারণেই প্রকাশকের অনীহা গ্রন্থটির নব-প্রকাশনের অন্যতম বাধা। এই বাধাগুলি সাধ্যমত অতিক্রম করেই আমরা গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করলাম। এটিকে পরিবর্দ্ধিত নবসংস্করণও বলতে পারি, কারণ নগেন্দ্রনাথ বসুর শূন্যপুরাণ ছাড়াও এতে আমরা অতিরিক্ত একটি শূন্যপুরাণ যোগ করেছি।

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথিটিতে একটি শূন্যপুরাণ আছে। পুথিটির লিপিকার অর্জুন পণ্ডিত কর্মকার, লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ। বক্ষ্যমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুখবন্ধসহ এই শূন্যপুরাণটি প্রদত্ত হ'ল। উদ্দেশ্য, পাঠবিকৃতিহেতু শূন্যপুরাণের অখ্যাতি অপনোদন, বিশ্বস্তপাঠ প্রদান, গ্রন্থটির রচনাকাল বিশেষতঃ লিপিকালবিষয়ক সমস্যা ও সন্দেহের নিরসন। পুথিটি অদ্যাবধি প্রাপ্তব্য, প্রয়োজনবোধে প্রদত্ত পাঠের যাথার্থ্য বিচারের পথও উন্মুক্ত।

শূন্যপুরাণের প্রথম (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) ও দ্বিতীয় (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) সংস্করণের মাঝে দীর্ঘদিনের ব্যবধান। দ্বিতীয় ও বক্ষ্যমান সংস্করণের মধ্যে প্রায় চারিটি দশক অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে ধর্মঠাকুর ও ধর্ম-জন সম্বন্ধে নানা গবেষণা, আলোচনা ও প্রতি-আলোচনা হয়েছে। এইসব আলোচ্য বিষয়ের সমুদয় কথাই আমরা গ্রন্থারম্ভে পরিচিতি অংশে সন্নিবিষ্ট করেছি। পরিশিষ্টে আকর

গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকাও দিয়েছি। গ্রন্থতালিকাটি আমাদের বক্তব্য-বিষয়ের সূত্র নির্দেশক। শূন্যপুরাণের শব্দভাণ্ডার বিচিত্র। সমাজ-জীবনের যে কোটিতে এই রচনার মূল প্রোথিত, যে কালের রচনা, সেই জীবন ও কালের সহিত সম্পৃক্ত শব্দাবলীর অনেকগুলিই আমাদের অপরিচিত, স্থান-বিশেষে আরবী-ফারসীর প্রাবল্যে বাংলা অভিভূত। এই জাতীয় বিদেশী ও দেশী অপরিচিত ও স্বল্প পরিচিত শব্দের অর্থ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হ'ল।

আমরা নগেন্দ্রনাথ বসুর শূন্যপুরাণটিই প্রথমে দিয়েছি এবং পরিশিষ্টে জি. ৫৪৩৮ পুথি থেকে আহরিত শূন্যপুরাণটি সন্নিবিষ্ট করেছি। অনেকে মনে করতে পারেন এরূপ সম্পাদনায় নগেন্দ্রনাথ বসুর শূন্যপুরাণটি বাদ দিলে বা পরিশিষ্টে সংযুক্ত করলে ক্ষতি হ'ত না। অর্জ্জুন পণ্ডিত কর্মকার লিপিকৃত রামাই-এর যে রচনা আমরা পরিশিষ্টে দিয়েছি সেটিই প্রথমে দেওয়া উচিৎ ছিল। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য: নগেন্দ্রনাথ বসুর শূন্যপুরাণ বহুপঠিত ও সমালোচিত গ্রন্থ। তার পাঠবিকৃতি সম্পাদকের অখ্যাতির কারণ, গ্রন্থটির পক্ষেও অগৌরবের। তথাপি এই শূন্যপুরাণ দিয়েই বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে রামাই পণ্ডিতের স্থান চিহ্নিত হয়েছে। এই শূন্যপুরাণটিই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বারম্বার আলোচিত ও সমালোচিত হয়ে আসছে। একটি প্রামাণ্য শূন্যপুরাণ উপস্থাপিত করলেও প্রথম সংস্করণের গুরুত্ব এক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হবে না। নগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে সম্ভাব্যস্থলে অনেকে এর পাঠ মিলাতে ঔৎসুক্য বোধ করবেন, খ্যাতি-অখ্যাতিতে নিমজ্জিত প্রথম সংস্করণটি অনেকে দেখতে চাইবেন, এই ধ্রুব বিশ্বাসে স্থিত হয়ে আমরা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথবসুর শূন্যপুরাণটি প্রথমে নিবেদন করেছি। প্রদত্ত পাঠ যথাযথ রেখেই প্রথম সংস্করণের পরিচ্ছেদক্রম সামান্য পরিবর্তিত করেছি।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হ'বার পর থেকেই বিদ্বৎকুলের সমালোচন দৃষ্টি শূন্যপুরাণটিকে খুঁটিয়ে দেখেছে এবং যাবতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এর বিচার হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলি পরপর লিখতে গিয়ে আমরা আবিষ্কার করলাম গ্রন্থটি মূলে দু'টি পুথির সমাহার। একটি বারমতি পূজাপদ্ধতি, অন্যটি বাকী ছড়া নিয়ে রচিত সংজাতখণ্ড বা হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপূজা। এই দু'টি পুথিতে ছড়িয়ে রয়েছে ধান্যচাষ প্রভৃতি ধর্ম্মপূজার সহিত অতি ক্ষীণসূত্রে জড়িত ভিন্ন কাহিনী, যেগুলিকে 'পুরাণ' বলা হয়েছে। আদিতে রয়েছে সৃষ্টিপত্তন। অংশটিকে যথাযথ প্রথমে রেখে পুথি দু'টিকে আমরা পৃথক করে দেখিয়েছি,

পুথিদু'টির অভ্যন্তর থেকে 'পুরাণ' কাহিনীগুলি তুলে নিয়ে সর্বশেষে একটি পৃথক শ্রেণীতে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু-সংস্করণের পরিচ্ছেদক্রম কখনো কারো প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবে পরিশিষ্টে সেটিও প্রদত্ত হয়েছে।

প্রাচীন পুথি মুদ্রণে পাঠ-সংস্থাপন সংক্রান্ত দু'টি পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত। পুথিতে যেমন আছে ঠিক তেমনটিই মূলে মুদ্রিত করে প্রয়োজনস্থলে টীকা-টিপ্পনি-ব্যাখ্যা বিশ্লেষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বিশ্বভারতীর মত পুথি সম্পাদনে রত আদর্শ প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাপক-ভাবে এই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। এটি আমাদেরও অনুসৃত পদ্ধতি। আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে মুদ্রিত গ্রন্থে প্রতিপৃষ্ঠায় পুথির মূল পাঠ ও তার আধুনিক পাঠ মুদ্রণ। এরূপক্ষেত্রে রচনায় বাক্য সংস্থান এবং বাক্যে শব্দসংস্থান অপরিবর্তিত থাকে, বানানে আধুনিকীকরণ ও শুদ্ধি ঘটে। টীকা-টিপ্পনী-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথারীতি সন্নিবিষ্ট হয়, মূল পাঠের সন্দেহ বা সঙ্কটস্থলে সম্ভাব্য পাঠ প্রদত্ত হয়, টীকায় তার ব্যাখ্যা থাকে। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি পুথি সম্পাদিত হয়েছে, পাশ্চাত্ত্য ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রণে এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। এতে গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সাধারণের সহজবোধ্য হয় এবং মূলটিও পাওয়া যায়। জন-সংযোগ ও নিবিষ্ট গভীর অধ্যয়ন—উভয়বিধ লক্ষ্যই এতে চরিতার্থ হতে পারে।

গ্রন্থ সম্পাদনে যে সকল মনীষীর রচনা থেকে বিষয়বস্তু ও বিবিধ সমস্যার সমাধান সূত্র গ্রহণ করেছি, যে আকরগ্রন্থসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে সর্বত্রই তার উল্লেখ করেছি। অনবধান হেতু যদি কোথাও অনুল্লিখিত থাকে তবে সে ত্রুটির মার্জনা ভিক্ষা করে সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শূন্যপুরাণ ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায় বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গীতে তথ্য ও তত্ত্বের বিন্যাস ও বিবৃতিতে আমি অনুসরণ করেছি মদীয় শিক্ষাগুরু পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত সাহিত্যেতিহাস আলোচনার রীতি। আমি তাঁর গ্রন্থসান্নিধ্য নিয়ত কামনা করেছি এবং সেখান থেকে প্রয়োজন মত উপকরণ চয়ন করেছি। গুরুঋণ ছাত্রের গৌরব। তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি।

গ্রন্থপ্রকাশে অন্য আর একটি দিক আছে, একজন প্রকাশক প্রয়োজন, এবং অপরিচিত লেখকের জন্য অবশ্যই সহৃদয় প্রকাশক। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কানাই

লাল মুখোপাধ্যায়ের অপরিমেয় স্নেহ এ বিষয়ে আমার একান্ত সহায়। তাঁর নির্দেশ ও উৎসাহেই গ্রন্থটি সম্পাদিত হ'ল। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ফার্মা কেএলএম (প্রা:) লিমিটেডের কর্মীবৃন্দ, বিশেষ করে শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

নব-ব্যারাকপুরের অধিবাসী শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী প্রুফ সংশোধনের কাজটি করায় তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

গুণীজনের হাতে সসঙ্কোচে এই সম্পাদিত গ্রন্থটি অর্পণ করলাম। তাঁদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হ'লেই সকল শ্রম সার্থক হবে।

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়

শূন্যপুরাণ—পুথি ও পাঠ

ধর্মঠাকুর বিষয়ক যে সকল রচনা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত হয়ে আসছে সেগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়—(১) সৃষ্টিপত্তন, (২) সংজাত-পদ্ধতি, (৩) ধর্মপুরাণ, (৪) ধর্মমঙ্গল, (৫) ধর্মপূজাবিধান।

সৃষ্টিপত্তন অংশে শূন্য নিরাকার ধর্ম কর্তৃক পবন—উলূক—জল—কূর্ম—হংস—বাসুকী—বসুমতী—ভেক—আদ্যা ও আদ্যা থেকে কামদেব এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উৎপত্তি বিবৃত হয়েছে। এই অংশটুকু ধর্ম সাহিত্যের ভূমিকা-পীঠ। মূল রচয়িতা রামাই পণ্ডিত, রচনাটি অন্যান্য কবির হস্তাবলেপ বিবর্জিত নয়।

সংজাত-পদ্ধতিতে ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি পয়ার-ত্রিপদীতে বিবরিত। জল-পাবন, টীকা-পাবন, চনা-পাবন, দ্বারমোচন, বারমতি প্রভৃতি এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। রচয়িতা রামাই পণ্ডিত এবং রামাই পণ্ডিতের নামের অন্তরালে আত্মগোপনকারী কবিগণ।

ধর্মপুরাণ ধর্মপূজাকালে অবশ্য পাঠ্য আনুষ্ঠানিক কাহিনী। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, যমপুরাণ, মার্কণ্ডপুরাণ, শিবপুরাণ (অথ চাষ) ও অজপুরাণ (অথ ছাগজন্ম) এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে প্রাচীন স্মৃতিবহ হরিশ্চন্দ্র কাহিনী এবং অতি অর্বাচীন রচনা 'অথ ছাগ জন্ম'। সর্বত্রই ভণিতা রামাই পণ্ডিতের, তবে এর হরিশ্চন্দ্র কাহিনী ছাড়া আর কোন কাহিনীই রামাই বিরচিত নয়। হরিশ্চন্দ্র কাহিনীটিও পরবর্তীদের হস্তাবলেপ থেকে মুক্ত নয়।

এরপর ধর্মমঙ্গল,—একটি মহাকাব্যের বিস্তার-সম্ভব কাব্য; কর্ণসেন—রঞ্জাবতী—লাউসেন—মহামদ—ইছাই ঘোষ প্রভৃতির কাহিনী দিয়ে রচিত ধর্মমাহাত্ম্য বর্ণনা। ময়ূরভট্ট, খেলারাম, ধর্মদাস, শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, রামদাস, সীতারাম প্রভৃতি কবিগণ এই মঙ্গলকাব্যপদবীতে স্মরণীয় কবি।

সবশেষে আসে মন্ত্রাদি সম্বলিত 'ধর্মপূজা-বিধান'। গ্রন্থটির আরম্ভই 'রঘুনন্দন কৃত' বলে। হিন্দুশাস্ত্রমতে দেবদেবীর আবাহন, অভিষেক, ধ্যান, বন্দনা, স্তব সংস্কৃতে যেমনটি এখন প্রচলিত, ঠিক তেমনি। অর্বাচীন রচনা, রঘুনন্দনের নাম দিয়ে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বা ডোমপণ্ডিতের মন্ত্র-সঙ্কলিত

পূজার বই ; ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

শেষোক্ত গ্রন্থটি সংস্কৃতে, মাঝে মাঝে বাংলা ছড়া, বাকী সবই বাংলায় রচিত।

বর্তমান গ্রন্থটিতে রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত প্রথম তিনটি অংশ গৃহীত হয়েছে। প্রথমে সৃষ্টিপত্তন ও পরে সংজাত-পদ্ধতি ও ধর্মপুরাণ। এত খানি অংশই গ্রন্থটির প্রথম সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু শূন্যপুরাণ নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। তদবধি এই নামই চলে আসছে, আমরাও এই নাম গ্রহণ করেছি। তবে আমাদের মতে সৃষ্টিপত্তন অংশই শূন্যপুবাণ। বাকী দুটি সংজ্ঞাত-পদ্ধতি বা রামাই পণ্ডিতের বিধান এবং ধর্মপুরাণ নামে অভিহিত হতে পারে। পুরাণ অংশে পৌরাণিকতা বিন্দুমাত্র নেই, কাহিনীগুলি একান্তই লৌকিক এবং অর্বাচীন,—এক হরিশ্চন্দ্র কাহিনী ছাড়া। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

শূন্যপুরাণ সম্পাদক প্রদত্ত গ্রন্থ-নাম। রামাই'এর ধর্মকথা ধর্মসাহিত্যে হাকন্ত-পুরাণ বা হাকন্দ-পুবাণ, আগমপুরাণ, অনাদ্যের পুথি, পণ্ডিতের বিধান প্রভৃতি নামে চলে আসছিল। শূন্যপুরাণ প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্যে এই নামেই রামাই'এর রচনা পরিচিতি লাভ করেছে।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শূন্যপুরাণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। তারপর ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় বসুমতী থেকে, সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ শহীদুল্লাহ ও বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত দুটি পরিচিতি এই সংস্করণের ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

নগেন্দ্রনাথ বসু তিনটি পুথির সাহায্যে গ্রন্থটি সম্পাদন করেন। মূলটি তাঁর নিজের সংগ্রহ। অন্য দুটির একটিকে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের পুথি, অপরটিকে হরপ্রসাদ সংগ্রহ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পুথি দুটিই বর্তমানে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি। এশিয়াটিক সোসাইটির হরপ্রসাদ সংগ্রহের একটি শূন্যপুরাণ আছে, সংখ্যা ৫৪২৪, এই পুথিটিরই 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশ নগেন্দ্রনাথ শূন্যপুরাণের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আবার বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের পুথি থেকে উদ্ধৃত পাদটীকায় পাঠান্তরের অনেক অংশই এই পুথিতে নেই, অনেকগুলি পরিবর্তিত আকারে এশিয়াটিক

সোসাইটিরই অন্য একটি পুথি থেকে গৃহীত, পুথি সংখ্যা জি. ৫৪৩৮।

শূন্যপুরাণে একটি স্থানে (অথ টীকা পাবন) নগেন্দ্রনাথ প্রদত্ত পাঠ—

আইদ গাঁঠি উরধ গাঁঠি বন্ত গাঁঠি মূলে।
আইট থানে লইবু ফোটা ধর্ম্মপূজার কালে॥

পাদটীকায় বেঙ্গল গভর্নমেন্টের পুথির পাঠান্তর—

আদ্য গ্রন্থি ব্রহ্মগ্রন্থি শিবগ্রন্থি মূলে
বত্রিশ সংখ্য কুকুরে ধর্ম্ম ভবনদীর কুলে॥

এই চরণগুলি ৫৪২৪ সংখ্যক পুথিতে নেই, পবিবর্তিত আকারে রয়েছে জি ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথিতে। সেখানে আছে—

আদি গ্রাম্থি ব্রহ্মগ্রাম্থি শিবগ্রাম্থি মূলে
বোত্তিষ শঙ্খ ফুকরন্তি বল্লুকা নদীর কুলে॥

নগেন্দ্রনাথ স্থষ্টিপত্তনের একটি চরণেব পাঠ দিয়েছেন "আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ" এবং এব বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট পুথির পাঠান্তর দিচ্ছেন "কায়া রূপ দেখিয়া তার দয়া উপজিল"। চরণটি হরপ্রসাদ সংগ্রহের পুথিটিতে নেই, রয়েছে জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথিতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে— "আপনে খ্রিজন কৈল্য আপণার কায়া॥" নগেন্দ্রনাথ তাব পরেই দিয়েছেন "আপনাব কলেবব আপুনি সে দেখি", কিন্তু জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথিতে সত্যোদ্ধৃত চরণের পরেই পাই "আপনার কলেবরে ধর্ম্ম আপণি সে দেখি।" নগেন্দ্রনাথ এই চবণটির কোন পাঠান্তব দেন নি। এ-থেকে বোঝা যায় নগেন্দ্রনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির ৫৪২৪ এবং জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথি দুটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু মোটেই বিশ্বস্ত ভাবে নয়। আবার তিনি যে মূলের পাঠ গ্রহণ করেছেন, সে পুথিটি শূন্যপুবাণ সম্পাদন কালে তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়েই পরে কোথায় মিলিয়ে গেছে। তার সন্ধান আর কেউ পান নি।

সুতরাং নগেন্দ্রনাথের শূন্যপুরাণের পাঠ যথার্থ বলে গৃহীত হতে পারে না। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠ নগেন্দ্রনাথের শূন্যপুরাণের ভিত্তিতেই তৈরী এবং তিনি শূন্যপুরাণকে অধিকতর প্রাচীন রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে পড়লেই বিষয়টি ধরা পড়ে। শূন্যপুরাণের এই পাঠও তাই নির্ভরযোগ্য নয়।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শূন্যপুরাণের পাঠে অনুতাচারের অক্ত

প্রকাশেই বহুপূর্ব হতে তীব্রভাবে সমালোচিত হচ্ছেন। শূন্যপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-বিষয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছেন। ডঃ স্বকুমার সেন নগেন্দ্রনাথ প্রদত্ত পাঠ নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, যিনি 'অনাদ্যের পুঁথি' সম্পাদনা করেছেন, নগেন্দ্র নাথের মূল পুথি নগেন্দ্রনাথের সমসাময়িকই মনে করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের (৩য় খণ্ড) একাধিক স্থলে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল পাঠে হস্তক্ষেপের জন্য নগেন্দ্রনাথকে সরাসরি দায়ী করেছেন। এমতাবস্থায় নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রদত্ত পাঠ রেখে শূন্যপুরাণের পুনর্মুদ্রণ নিরর্থক বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু সম্পাদিত প্রাচীন পুথির পুনর্মুদ্রণে প্রথম প্রকাশের পাঠ রক্ষা একটি প্রচলিত রীতি। এইজন্য আমরা প্রথম সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি। সেই সংগে একটি বিতর্কিত পাঠ গ্রহণের ত্রুটি স্খালনের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লিপিকৃত শূন্যপুরাণের একটি পুথির সম্পূর্ণ পাঠ হুবহু পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করেছি। এটি নগেন্দ্র বস্থর সহায়ক পুথি দুটির একটি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথির শেষাংশ। নগেন্দ্রনাথ বস্থর মুদ্রিত পাঠের সংগে এরূপ একটি অবিকৃত মূল সংযোজিত হওয়ায় বিষয়টি শূন্যপুরাণের বিভিন্ন পুথির অজস্র পাঠান্তরের তুলনামূলক আলোচনার পথ স্থগম করবে। এছাড়া, যদি ভবিষ্যতে কখনো নগেন্দ্রনাথের মূল পুথিটি আবিষ্কৃত হয় তবে মিলিয়ে সঠিক পাঠ নির্ণয়ের জন্যও নগেন্দ্রনাথের মুদ্রিত পাঠের প্রয়োজন হবে।

শূন্যপুরাণের বক্ষ্যমান তৃতীয় সংস্করণের পাঠের উৎস (১) নগেন্দ্রনাথ বস্থর প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত পাঠ এবং (২) কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জি ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথি। দ্বিতীয়টি পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট।

শূন্যপুরাণের কবি রামাই পণ্ডিত

শূন্যপুরাণের কবি রামাই পণ্ডিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "ধর্মঠাকুরের পুথি পড়িতে গেলেই একজনের নাম সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম রামাই পণ্ডিত। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী ইহারই আশ্রমে শালে ভর দিয়াছিলেন। ইনি ধর্মপূজার আদিপুরুষ।"[১] ধর্মমঙ্গল কাব্যেও রামাই-এর পূজাপদ্ধতির উল্লেখ আছে।

১। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪, পৃঃ ৬২।

"পুথি হাতে পূজাবিধি পণ্ডিত প্রকাশে ॥
তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন ॥"[২]

উপরোক্ত গ্রন্থে কবির কোন পরিচয় নেই। কতিপয় ভণিতা থেকে শুধু জানা যায় তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পণ্ডিত দ্বিজ রাম সকলি গুনধাম
জনন পত্তন সাধনে
অনাদি পদতল মধুকর-কমল
শ্রীরাম পণ্ডিত ভনে।[৩]
... ...
সাঙ্গপূজা রবত কৈল দণ্ডবত
গাইল দ্বিজ রামাই।[৪]

দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন শূন্যপুরাণের কবি ছিলেন বাইতি জাতীয়।[৫] বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের সন্নিকটবর্ত্তী ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধি নামে ধর্মঠাকুর রয়েছেন। তার সেবাইতের নিকট থেকে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ রামাই পণ্ডিতের জীবনী এনে শূন্যপুরাণের প্রথম সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসুকে দেন। বিবরণটি যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পূজাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত অংশ। এখানে রামাই পণ্ডিতের জীবনী সুললিত পয়ারে ২৪০টি চরণে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ। রামাই'এর পিতা বিশ্বনাথ ধর্মের পূজক। মাতার নাম নেই। বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথি ভরণী নক্ষত্র রবিবারে রামাই জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম-বর্ষে পিতৃমাতৃহীন হন। অনাথ বালককে 'ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম' প্রতিপালন করেন। পঞ্চদশবর্ষে তাম্রদীক্ষা দান করেন এবং বেদাদি শাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুলেন। ধর্মপূজায় রামাই অন্তরে অন্তরে গর্ব অনুভব করলে ধর্ম তাকে অভিশাপ দেন। পুনরায় তুষ্ট হয়ে পূজা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে আদেশ দেন।

২। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, পৃঃ ৩১।
৩। শূন্যপুরাণ—অথ ধর্মস্নান।
৪। ঐ—মুখশুদ্ধিকপূরপাণি।
৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৬।

"পঞ্চম বেদ কর তুমি বেদের প্রমাণ।
তব কীর্তি রহে যেন কলিতে সমান॥
কলিকালে হবে যবে পূজার পদ্ধতি।
রামায়ের মতে পূজা করে নিরবধি॥"

রামাই ধর্মের আদেশ পালন করলেন। বহুদিন গত হল। রামাইও বৃদ্ধ হলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, রামাই প্রণীত ধর্মপূজা পদ্ধতি বংশানুক্রমে কিরূপে প্রচারিত হবে, তিনি এখনো অকৃতদার। 'কেবা সেবা করে ধর্ম আমি তো সন্ন্যাসী'। তখন ধর্ম দক্ষিণ চরণে সৃষ্টি করলেন কেশবতী কন্যা। বৃদ্ধ রামাই তাকে বিবাহ করলেন। রামাই'এর বয়স যখন 'একশত পঁচিশ' তখন কন্যার অনুরোধে "শ্রীধর্ম্ম বলিয়া রামাই কন্যার গর্ভে হস্তদিল/সেই গর্ভে তবে এক বালক জন্মিল।" বালকের নাম ধর্ম্মদাস। রামাই তাকে ধর্মের পূজা পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। পুত্র পিতাকে বংশ রক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করলে রামাই অভিশাপ দিলেন 'কলিকালে হবে তুমি ডোমের পুরোহিত'। এবং ডোমজাতির উদ্ভবের ইতিহাস বিবৃত করলেন। ধর্মের ঘর্মজাত সদাডোম কালিন্দীর কূলে কলাবতী কন্যাকে সন্ধ্যাকালে বিবাহ করেন। তাদের 'চারিটি নন্দন', নাম—মাধব, সনাতন, শ্রীধর, সুলোচন। এদের বংশবৃদ্ধি হল এবং একদিন ধর্মদাস সদাডোমের বাড়ীতে এলে ধর্মপূজক সদা তাকে মন্ত্র পড়াতে বললেন।

সদাকে মন্ত্র বলান ধর্মদাস তখন।
মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হইল।
এ কীর্তি কলিকাল পর্যন্ত রহিল॥
ধর্ম্মদাস হইতে ধর্মপণ্ডিত জন্মিল।
এইরূপে পণ্ডিত বংশ বাড়িতে লাগিল॥
সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়।
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়॥[৬]

এই কাহিনী অবিশ্বাস্য। কারণ, যাত্রাসিদ্ধিরায়ের অন্য কোন প্রামাণ্য পুথি আবিষ্কৃত হয় নি বা অন্যত্র কোনো গ্রন্থে এই কাহিনীর সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ পাওয়া যায় নি। একটিমাত্র পুথিতে প্রাপ্ত রচনা, সে রচনা আবার ভাষায় অর্বাচিন এবং বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ ও নগেন্দ্রনাথ বসু ব্যতীত

৬। শূন্যপুরাণের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ প্রদত্ত পয়ার-বন্ধ থেকে কাহিনীটি গৃহীত।

অন্য কারো পরিদৃষ্ট নয় বলে এর প্রামাণিকতায় সন্দেহ জাগে। আবার সন্দেহ দৃঢ়তর হয়, যখন দেখি পণ্ডিতপ্রবর নগেন্দ্রনাথ বসু শূন্যপুরাণের যে পুথিকে মূল বলে ধরেছেন তারও কোনো সন্ধান শূন্যপুরাণ প্রকাশের পর থেকেই পাওয়া যায় না, এবং যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পূজা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত রামাই পণ্ডিতের জীবনেতিহাসটুকুও সেই সঙ্গে হারিয়ে গেছে। অনুরূপ একটি বর্ণনা ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণে আছে। কিন্তু গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য নয়।

এই বিস্তৃত রামাই-পরিচয়ের একটি অংশে কিছু সত্য আছে মনে হয়, সেটি 'ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়'। সুতরাং রচনাটি ডোমদের কোনো পণ্ডিতের। তিনি ডোম-সংশ্রবে ও সম্পর্কে ব্রাহ্মণত্ব হারান নি, ডোমের সঙ্গে পার্থক্য রেখে চলেছেন। এই কথাটি প্রতিপাদ্য করেই কবিতাটি রচিত। ডোম জাতির উদ্ভব বিষয়ক কাহিনীর প্রতিপাদ্য ডোমেরা ব্রাত্য, অনার্য নয়।

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ৫৪২৪ এবং জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথিদ্বয়ের প্রথমটি শূণ্যপুরাণ, দ্বিতীয়টির মাঝেমধ্যে ও শেষাংশে শূন্যপুরাণ। রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় এই রচনায় 'দ্বিজ' শব্দটির ব্যবহার খুব কম, বেশী রয়েছে 'পণ্ডিত'। রামাই'এর উপবীত হয় নি, তাম্র-সংস্কার হয়েছিল। রামাই অবশ্য পুত্রকে উপবীত দিয়েছিলেন, কাহিনীতে এ-কথা রয়েছে। উপবীত দিয়েও পুত্রকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, 'কলিতে হইবে তুমি ডোমের ব্রাহ্মণ',[৭] সংগৃহীত রামাই-জীবনীতে আছে 'ডোমের পুরোহিত'। এইসব বর্ণনা থেকে রামাই'এর দ্বিজত্ব বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া যায় :—

১। রামাই'এর পিতা ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ।

২। রামাই'এর উপবীত ধারণ ঘটে নি, যা ব্রাহ্মণের পক্ষে অপরিহার্য। তিনি তাম্র ধারণ করতেন। তাম্র-সংস্কার হয়েছিল।

৩। রামাই পত্নীকর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পুত্রকে উপবীত দান করেছিলেন।

৪। রামাই পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন 'কলিতে হইবে তুমি ডোমের ব্রাহ্মণ', 'ডোমের পুরোহিত'।

৭। ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩১৯। যদুনাথের ধর্মপুরাণ ও অনাদ্যের পুঁথিতে রামাই-জীবনীর কিছু কিছু বর্ণনা আছে।

৫। রামাই-পুত্র[৮] তাম্রদীক্ষা দিতেন ও ধর্মশিক্ষা বিতরণ করতেন।

৬। সর্বশেষ উক্তি 'ডোমেতে পণ্ডিতে ভেদ আছয়ে নিশ্চয়'।

এ-থেকে অনিবার্য যে সিদ্ধান্তটিতে আমরা উপনীত হই, তা হচ্ছে—রামাই ও তার বংশধরগণের দ্বিজত্ব সম্পূর্ণই আরোপিত, স্বাভাবিক নয়। রামাই'এর তো উপবীত বাদ দিয়ে তাম্র-দীক্ষাই হয়েছিল, তার পুত্রও তাম্রদানই করতেন। পিতা ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও রামাই'এর উপবীত গ্রহণ ঘটে নি। যে-কোন কারণেই হোক তিনি পতিত হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ-সংযোগ থাকলেও তিনি ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত হন নি, ডোমদের সঙ্গে ঋত্বিক-বৃত্তিতে যুক্ত ছিলেন, এবং রামাই'এর পুত্র ও বংশধরেরা ডোমেদের পণ্ডিত বা পুরোহিত বলেই পরিচিত হয়েছিলেন। আমাদের অনুমান, রামাই ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে ব্রাত্য-নারী ডোম্বিণীর গর্ভজাত সন্তান, পিতৃ-ঐতিহ্যে ধর্মপ্রাণ, মাতৃ-ঐতিহ্যে ডোমদের পণ্ডিত। ব্রাহ্মণের ডোম্বিণী সংশ্রবের কথা চর্যাপদে আছে—কাহ্নুপাদ বলেছেন—

"নগরবাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িআ॥"

—চর্যাপদ, সংখ্যা-১০

ব্রাহ্মণ ঔরসে ভিন্ন জাতীয়া নারীগর্ভে-জাত সন্তানদের অশৌচবিধি মধ্যযুগের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে বিস্তৃত বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় বিষয়টি নিন্দিত হলেও সমাজে তা একপ্রকার স্বীকৃতি লাভ করেছিল। রামাই'এর জাতি ও কর্ম পরিচয় এরূপ পটভূমিতেই বিচার্য।

শূন্যপুরাণের একাধিক কবি

'শূন্যপুরাণ' রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের নামের অন্তরালে একাধিক কবির রচনা লুকিয়ে আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শূন্যপুরাণের প্রাচীন সংস্করণদ্বয়ের উভয় সম্পাদকই একথা স্বীকার করেছেন।[১] যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শূন্যপুরাণে তিনটি স্তর এবং পাঁচজন কবির হস্তাবলেপ

৮। নগেন্দ্রনাথ প্রকাশিত নাম—ধর্মদাস, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত অনাদ্যের পুথিতে নাম—শ্রীধর।

১। নগেন্দ্রনাথ বসু ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণের ভূমিকা।

খুঁজে পেয়েছেন।[২] ডঃ শহীদুল্লাহের মতে শূন্যপুরাণ আদিম আকারে রামাই রচিত, দ্বিতীয় স্তরে নাথ ও ইসলামী প্রভাব এবং তৃতীয় স্তরে কিছু অর্বাচীন রচনা ও সংস্কৃত শ্লোক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুরূপ মত পোষণ করতেন।[৩] ডঃ সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরাও রামাই পণ্ডিতের রচনায় একাধিক কবির হস্তাবলেপ স্বীকার করেন।[৪]

বাংলায় প্রাচীন কবিদের অনেকের রচনায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের বেলায় সমস্যাটি অধিকতর তীব্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতটুকু কৃত্তিবাসী—এ-নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। প্রাচীনকালে কবিগণ কোন বিশ্রুতকীর্তি অমর কবির নামের অন্তরালে আত্মগোপন করে স্বীয় রচনাকে অমরত্ব দানে প্রয়াসী ছিলেন। যে গ্রন্থের বা রচনার যত বেশী প্রচার ঘটেছে সেই গ্রন্থে তত বেশী প্রক্ষিপ্ত রচনা স্থান পেয়েছে। মহাকাব্যের কলেবর এমনি ভাবেই বৃদ্ধি পায়। বিস্তীর্ণ রাঢ়ের ব্রাত্য জনমণ্ডলীতে সুদীর্ঘকাল ধরে ধর্ম-সাহিত্য প্রচলিত। কালে কালে এই জন্যই আদিম রামাই'এর রচনায় অন্যান্যদের রচনাও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। রামাই'এর নামের অন্তরালে অনেকেই আত্মগোপন করেছেন। রাম, দ্বিজরাম, পণ্ডিত রাম, রামাঞি পণ্ডিত প্রভৃতি ভণিতাংশের কবি-নামগুলি অবশ্যই একজন কবির নাম নয়, হয়তো রাম নামে একাধিক কবি ছিলেন, হয়তো রামাঞি বা রাম নামের অন্তরালে অন্যেরা নিজেদের গোপন করে রেখেছেন।

শূন্যপুরাণে যে একাধিক কবির হস্তাবলেপ ঘটেছে, তার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। কোন কোন ভণিতায় রয়েছে, "শ্রীজুত রামাই কঅ শুনয়ে ভারতী"।[৫] এরূপ ভণিতার সম্ভ্রমাত্মক 'শ্রীযুক্ত' শব্দটি কবি নিজে লেখেন নি, কেউ যোগ করেছেন বলে মনে হয়। তাছাড়া ভণিতায় 'রামাই পণ্ডিত',

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৪, পৃঃ ৬০-৬৮।

৩। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণের ভূমিকা।

৪। (ক) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড অপরার্ধ ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল—সুকুমার সেন।

(খ) মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য।

(গ) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—(৩য় খণ্ড)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। শূন্যপুরাণ, সৃষ্টিপত্তন, অথ ঘার মোচন প্রভৃতি।

'পণ্ডিত রাম', 'রামাঞের বচন' প্রভৃতিও রয়েছে। রামাই, রামাঞ, রামাঞি বানানের হেরফের মাত্র কিন্তু পণ্ডিত রাম ভিন্নতর ব্যক্তি বলে মনে হয়। ধর্মমঙ্গলে সর্বত্রই রামাই রয়েছে, শূন্যপুরাণেও রামাই, রামাঞি রয়েছে, রাম নামটি নূতন সংযোজন।

রচনাশৈলী বা কাব্যদেহ নির্মাণে ভাষা-ভঙ্গীর বিচারেও শূন্যপুরাণে একাধিক রচয়িতা ও ভিন্নকালের রচনার সাক্ষাৎ মিলে। 'অথ বারমাসি' অংশ প্রাচীন রচনা, 'সৃষ্টিপত্তন'-ও প্রাচীন। কিন্তু 'অথ বেড়া মহুই' অংশ কোন ক্রমেই বারমাসি বা সৃষ্টিপত্তনের মত প্রাচীন হতে পারে না। পয়ার, ছড়া ও গদ্যবন্ধ রচনা অপেক্ষা ত্রিপদীর বহু অংশই অর্বাচীন। 'অথ ধর্মস্থান' বা 'সৃষ্টি পত্তনের' পয়ার 'অথ ঘোড়া সাজান' অংশের চেয়ে প্রাচীন। রচনাগুলিতে ব্যবহৃত মিল, শব্দ, উপমাদি থেকে এরূপ ধারণাই জন্মে। প্রাচীনতর পয়ারে এবং গদ্য-বন্ধে ছড়ার ঝোঁক আছে; চোদ্দ অক্ষর ও মাত্রার বন্ধন ভেঙ্গে কখনো দশ-বারো মাত্রায় নেমে বা আঠারো-কুড়ি পর্যন্ত এলিয়ে পড়েও ছড়ার ঝোঁকে রচনা যেখানে দৃঢ়পিনদ্ধরূপ নিচ্ছে, সেখানেও প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর রয়েছে।[৬] আরবী-ফারসী শব্দবহুল নিরঞ্জনের রুষ্মা, ঘোড়া-সাজান প্রভৃতি অংশ অন্য কোন কবির রচনা। রচনা বৈশিষ্ট্যের এবংবিধ বৈচিত্র্য, একদেবতায় কালে কালে বহু দেবতার অবলেপ, বহুল প্রচারের ফলে অজস্র পাঠান্তর প্রভৃতি কারণে আমাদেরও বিশ্বাস রামাই নামের অন্তরালে বহু কবি আত্মগোপন করে আছেন। তাঁদের সংখ্যা এক অথবা পাঁচ বা অন্যকিছু সঠিক নির্ণয় অসম্ভব।

কবি ও কাব্যের কাল

কবির কাল আলোচনায় নগেন্দ্রনাথ বসু ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে "গৌড়েশ্বর ধর্মপালের সময় রামাই পণ্ডিতের অভ্যুদয়।"[১] বিশ্বকোষে একবার রামাই পণ্ডিতকে প্রথম ধর্মপালের সমসাময়িক বলা হয়েছে, শূন্যপুরাণের ভূমিকায় এইমত খণ্ডন করে কবিকে দ্বিতীয় ধর্মপালের সমসাময়িক বলা হল।[২] ধর্মমঙ্গলে বিবৃত

৬। অথ অধিবাস এবং অথ তাম্রধারণ অংশের 'মন পবন·········আত্মকায়া' প্রভৃতি অংশ দ্রষ্টব্য।

১। ভূমিকা, শূন্যপুরাণ, ১ম ও ২য় সংস্করণ।

২। ভূমিকা, শূন্যপুরাণ, ১ম সংস্করণ।

রাণী রঞ্জাবতী, লাউসেন, ধর্মপাল, রাণী সফুলা (ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে শামুলা) প্রভৃতি নামগুলিকে বাংলার রাজন্ত ইতিবৃত্তের রাজা-রাণীদের সহিত মিলিয়ে এই কাল নির্ণিত হয়েছে। রূপরাম ও সীতারামের ধর্মমঙ্গলে লাউসেন ধর্মপালের শ্যালিকাপুত্র বলে অভিহিত। রূপরাম, ঘনরাম ও সীতারামের ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের মাসীর নাম সাফুলা বা সমুলা। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে সফুল্লা ধর্মপালের পত্নী। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে ধর্মের শালে ভর দিয়ে পুত্র লাভ বাসনায় তপস্যা করেন। এইভাবে কাহিনীর রামাই পণ্ডিতের সঙ্গে রঞ্জাবতীর এবং রঞ্জাবতী-লাউসেনের সঙ্গে ধর্মপালের যোগ দেখিয়ে রামাই পণ্ডিতকে দ্বিতীয় ধর্মপালের সমসাময়িক বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে বিবৃত রাজ-ইতিহাসের ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ আছে। কেবল এইটুকু বলা যায়, ধর্মঠাকুর ও তৎসম্বন্ধীয় কিংবদন্তীতে যে সকল বিচ্ছিন্ন কথা-কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়েছিল, কাব্য রচনাকালে কবিগণ জনমানসভূমি থেকে সেই সমস্ত স্মৃত-বিস্মৃত অতীত কাহিনীর ভগ্নাবশেষ-গুলিকে উপাদানরূপে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইতিহাসের দিক্-নির্ণয়কে আমরা সর্বৈব সত্য বলে মনে করি না। ধর্মমঙ্গল ও শূন্যপুরাণে যে দেবতার পরিকল্পনা বিদ্যমান, বৌদ্ধধর্মের যে অবশেষটুকু এতে নানা স্থলে ছড়িয়ে আছে, তা থেকে সামাজিক লোকধর্মের যে পরিচয় পেতে পারি তারই স্থিতিকাল বিচার করে অনুমানে মাত্র শূন্যপুরাণের আদি কবির কাল নির্ণিত হতে পারে। রামাই পণ্ডিতের সঠিক আবির্ভাব-কাল নির্ণয়ের অন্য কোন উপায় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সর্বশেষ পরিণতি ধর্মঠাকুরের মধ্যে। সেনবংশের অভ্যুদয়ে ও প্রতিষ্ঠাকালেই বৌদ্ধধর্মের এই পরিণতি ধরলে ধর্মঠাকুরের বীজ দ্বাদশ শতাব্দীতে উপ্ত হয়েছিল বলতে হয়। কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত মহাযানী শূন্যবাদই ধর্মঠাকুরের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মতবাদ বাংলায় পালরাজত্বে সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই সময় মহাকাল, লোকেশ্বর ও মহাদেবের বিশেষ প্রচলন ছিল। শূন্যপুরাণেও আছে উত্তর দুয়ারে 'জাগস্তি নন্দী মহাকাল'। পালবংশের আমলে নির্মিত তান্ত্রিক বৌদ্ধমূর্তি সমূহের মধ্যে মহাকালকে দ্বারপালরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।[৩]

৩। Iconographique de L'Inde, vol.—II, pp. 53—A. Foucher (Translation).

সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের কথাও রামাই পণ্ডিতে রয়েছে—'সিংহলে শ্রীধর্মরাজ বহুত সম্মান।' বৌদ্ধধর্মের এইরূপ পরিচয়ের সম্ভাব্যতা পাল-রাজত্বের শেষাংশে ও সেনরাজবংশের প্রথমদিকে বলতে হয়। রামাই ও তার রচনাকাল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরলে, নিরঞ্জনের রুষ্মায় বর্ণিত বিষয়-চিন্তা তুর্কী আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত বঙ্গজনজীবনে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই সম্ভব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে শূন্যপুরাণের সম্ভাব্য রচনাকাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী।[৪] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শূন্যপুরাণের তিনটি স্তর কল্পনা করে তাদের রচনাকাল যথাক্রমে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ, পঞ্চদশ-ষোড়শ, ও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী ধরেছেন।[৫] অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শূন্যপুরাণটির রচনা আরম্ভ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এতে সংযোজন ঘটেছে। এর প্রাচীনতম অংশ ত্রয়োদশ-চতুর্দশে এবং নবীনতম অংশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। সুকুমার সেনের মতে শূন্যপুরাণের ভাষা-বিচারে এর প্রাচীনতা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত টানা যায়, তার অধিক নয়।

নগেন্দ্রনাথ বসুর আদর্শ পুথিতে রচনাকাল বা লিপিকাল নেই।[৬] তিনি আর যে দুটি পুথির সাহায্য নিয়েছেন তাদের মধ্যেও কোথাও রচনাকালের নির্দেশক কোন অংশ তিনি পান নি। ধর্মমঙ্গলের পাঠকমাত্রই জানেন কবি-জীবনী, কাব্যের রচনাকাল, গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ যেমন সুচারু বিন্যাসে ধর্মমঙ্গলে রয়েছে তেমনটি অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় না। কিন্তু ধর্মপূজাবিধান-প্রণেতা ও ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা রামাই পণ্ডিত এ-বিষয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ। সে যাই হোক, শূন্যপুরাণের লিপিকাল নির্দেশ করতে পারে এইরূপ একটি পরোক্ষ প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে, যাতে অনুমানের পর অনুমানের ভার, যা এতদিন সকলেই চাপিয়ে আসছেন, তা অনেকটা লাঘব হতে পারে। ধর্মপূজাবিধানের মুদ্রিত গ্রন্থ ও গ্রন্থটির আদর্শ পুথিটিতে[৭] পুথি লেখক অর্জুন কর্মকার পণ্ডিতের নাম আছে। কিন্তু লিপিকাল নেই। লিপিকাল রয়েছে এই অর্জুন কর্মকার পণ্ডিতেরই লিপিকৃত এশিয়াটিক

৪। O. D. B. L. Vol. 1, pp. 182.

৫। ব. সা. প. প. ১৩০৪, পৃঃ ৬০-৬৮।

৬। শূন্যপুরাণ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩।/০।

৭। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, পুথি সংখ্যা-জি. ৫৪৩৮।

সোসাইটির (কলকাতা) ৫৪৪১ সংখ্যক পুথিটিতে। এই পুথির একটি পুষ্পিকা নিম্নরূপ—

লিখিতং শ্রীঅর্জ্জুন কর্ম্মকার পণ্ডিত। জথাদৃষ্টমিত্যাদি কর্ম্মকারকুলেজাতঃ শ্রীদআরাম পণ্ডিতঃ। তস্মাত্মজং মর্দ্ধম শ্রীমদর্জ্জুন দাস পণ্ডিত॥ শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীমল্লাবনীনাথঃ। শকাব্দা সন ১০১৭ সাল মাহ শ্রাবণ ৩২ রোজ সংক্রান্তি ইতি॥ * * *

এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ৫৪৪১ ও জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথির লিপি এক; অক্ষরের ছাঁদ, কালি, বানানের ধরণ সবই এক; লিপিকারও শ্রীঅর্জ্জুন কর্মকার পণ্ডিত। জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথির ৯১ পাতার ১ম পৃষ্ঠা থেকে পরপর ৪৫টি পৃষ্ঠা 'রামাঞ পণ্ডিতের ছড়া।' এই ছড়ার বহু অংশ বর্তমান শূন্যপুরাণের সংঙ্গে এক। এই জন্যই শূন্যপুরাণের লিপিকাল বা রচনাকাল কোথাও না পেলেও ধর্মপূজাবিধানের লিপিকারের কাল জানা আছে বলে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আলোচ্য শূন্যপুরাণের লিপিকাল ১১১৭ সাল[৮] অর্থাৎ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ এবং রচনাকাল এর পূর্বে কোন এক সময়। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ তিথি শুক্লা তৃতীয়া শুক্রবারে তাঁর গ্রন্থ শেষ করেন। এর পূর্বেই রূপরাম, সীতারাম, রামদাস আদক, প্রভুরাম ও রামচন্দ্র ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করেছেন এবং গ্রন্থগুলি বহুল প্রচলিত হয়েছে। রামাই পণ্ডিতের ছড়াগুলি ও ছড়াজাতীয় গদ্যাংশ ধর্মমঙ্গল রচনার পূর্বেই রচিত হয়েছিল, কারণ ধর্মমঙ্গল রচয়িতাগণ সকলেই ধর্মপূজাবিধানকে রামাই পণ্ডিতের বিধান বলে স্বীকার করছেন, এবং গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের আশ্রমেই ধর্মদেবতার তপস্যা করেছিলেন। রামাইকে এই সকল কবিগণের পূর্ববর্তী ধরলে তার আবির্ভাব কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে চলে যায়।

শূন্যপুরাণের আভ্যন্তর সামাজিক অবস্থা বিচারে একে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা বলতে হয়, কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার

৮। রামাই পণ্ডিতের রচনাগুলির 'অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দে গ্রন্থবদ্ধ' 'এবং সবচেয়ে পুরানো পুথিগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে লেখা নয়' বলে ডঃ সুকুমার সেন অভিমত প্রকাশ করেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, অপরার্ধ। পৃঃ ১৩২। ডঃ সেনের এই অভিমত উল্লিখিত প্রমাণে খণ্ডিত হতে পারে।

করলে, এবং সর্বোপরি ভাষাতত্ত্বের বিচারে এর রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর ওদিকে যেতেই পারে না। আমাদের অনুমান, মূল রচনা ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী ধরে নিলেও বর্তমান শূন্যপুরাণের কাঠামো ষোড়শ শতাব্দীর এবং যে পুথি বা পুথিগুলি থেকে শূন্যপুরাণ সম্পাদিত তাদের লিপিকাল ও স্থানবিশেষে নবীন অংশগুলির রচনাকাল ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের অন্ততঃ কয়েক বৎসর পূর্বে, এর অধিক প্রাচীন নয়।

শূন্যপুরাণের সাহিত্য ও কাব্যগুণ

শূন্যপুরাণের বর্ণিত কাহিনীর বিষয়-বৈচিত্র্য, রামাই ও অন্যান্য কবির রচনা নির্দেশ

অনেকে মনে করেন শূন্যপুরাণ সাহিত্যরসবিবর্জিত, কাব্যরসবিরহিত। এ-অভিযোগ বহুলাংশে সত্য। কারণ, কবিতা পাঠের অবিমিশ্র আনন্দাস্বাদ পুরাণ-নামাঙ্কিত এই রচনায় অসম্ভব। সৃষ্টি পত্তন, চনা পাবন, দ্বারমোচন, অথ চাস বা ছাগজন্মবৃত্তান্তে সাহিত্যরস-সন্ধানী কেহ বিন্দুমাত্রও আনন্দ পাবেন, এ-আশা দুরাশা। কিন্তু ধর্মঠাকুর যে সম্প্রদায়ের দেবতা, যাঁরা বৎসরের সমস্ত দিনগুলি ধর্মের গাজনের উৎসবমুখর প্রহরগুলির জন্য অপেক্ষা করেন, আশা-আকাঙ্খায় ধর্মকে স্মরণ করেন, হতাশায় ধর্মকে মানসিক দানের প্রয়াস পান, জন্ম ও মৃত্যু বেষ্টিত জীবনের সম্পূর্ণ বলয়ে শ্রীশ্রীধর্মরাজকেই প্রাণের অধিদেবতা বলে বন্দনা করেন। তাঁদের মানস-গঠন এমনিই যে আবালবৃদ্ধবণিতা নর-নারী নির্বিশেষে ধর্মঠাকুরের শূন্যপুরাণোক্ত কাহিনী, ছড়া ও গানগুলিতে, সে রচনা যেমনই হোক, পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ধর্মীয় সাহিত্যের এটিই বৈশিষ্ট। শূন্যপুরাণে কাহিনী-অংশ যৎসামান্য, সৃষ্টিতত্ত্বই গ্রন্থের বীজ, তাকে আশ্রয় করেই যতকিছু পল্লবিত শাখা প্রসার। পঞ্চাশটি অনুচ্ছেদে শূন্যপুরাণে ধর্ম-কাহিনী বিবৃত। সৃষ্টিতত্ত্ব, জলপাবন, টাকাপাবন পুষ্পতোলন, দ্বারমোচন, চনাপাবন, মন্দির নির্মাণ, ধর্মস্থান, অধিবাস, বেড়ামুই, হোম, যজ্ঞ, তাম্রধারণ প্রভৃতি পরস্পর সংযুক্ত ও ধর্মীয় ভাবাবেগে সংহত পর্বগুলিতে ধর্মঠাকুরের বিবিধ ধর্মীয়-কৃত্য, বলিদান প্রভৃতি পূজার 'জটিল অঙ্গ-উপাঙ্গ' ছড়ায়, পদ্যে, কখনো-বা ভঙ্গ-গদ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব অংশটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিজস্ব না হতে পারে কিন্তু কাব্যের প্রারম্ভিক চরণগুলির চমৎকারিত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥ ১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥ ২
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥ ৩

চরণগুলিতে মহাকাব্যিক আভাস বিদ্যমান।

মানবচিত্ত মথিত ধর্মীয় আর্তি যদি কোন রচনায় হৃদ্‌বেদনায় রক্তিম হয়ে উঠে, তখন বিশেষ ধর্মের কক্ষপথে থেকেও সেই রচনা বিশ্বজনার চিত্ত-মোহিনী সাহিত্যরসের আধার হতে পারে। বৈষ্ণবপদাবলীর এইরূপ অসামান্য রসসিদ্ধি শূন্যপুরাণে অনুপস্থিত সত্যই, কিন্তু দু-চারিটি স্থলে অভিব্যক্ত ভাবানুবেগ ও প্রকাশের শিল্প-সংযম রচনাকে রসদীপ্তি দান করেছে সন্দেহ নেই। এইরূপ একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল—

কে জাব জাব ভাই ভবসিন্ধু পার।
আপুনিত নিরঞ্জন করিব উদ্ধার॥১
মন কর নৌকা পবন কেরুআল।
আপুনিত নিরঞ্জন হোইলা কাণ্ডার॥২ —অথ বৈতরণী।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ঢেঁকিবাহন নারদের চিত্র পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।[১] তিনি সংবাদবাহী দেবর্ষি, বেশভূষা চাল-চলনে ও বাগ্‌ভঙ্গীতে হাস্যরসের উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে নারদ চিত্রের এই ঐতিহ্য শূন্যপুরাণে বহুলাংশে রক্ষিত, রচনাংশটি চিত্র হিসেবে উপভোগ্য।

স্থনিআ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ
ঢেঁকী পিঠে করি আরোহন।
ভাবি জুগেসর চলিল মুনিবর
স্থনিআ বারমতি ভরন॥
তেঠঙ্গা হইআ জাঅ ভেকর সঙ্গীত গাঅ
উড়িল্ল দেব বিদ্দমানে। —অথ ঢেঁকী মঙ্গলা।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। অথ জন্মখণ্ড। সংগীত সংখ্যা—৩।

শূন্যপুরাণ একটি সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি একথা বলাই চলে না ; কিন্তু এর স্থান বিশেষ যে সাহিত্যরসবিবর্জিত নয়, পূর্বে আমরা দেখিয়েছি।

এ-ছাড়া অন্য আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়,—শূন্যপুরাণের গঠন ও বিষয়-বৈচিত্র্য এবং অতি ক্ষীণসূত্রে পরস্পর গ্রথিত ছ-টি পুরাণ-কাহিনী।

ধর্মঠাকুরের বীজ সৃষ্টিপত্তনে। পরিপূর্ণ শূন্যে, শূন্যে ভ্রমণশীল দেবতা পবন সৃষ্টি করলেন, বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টি করলেন, নিজের মায়াদেহানুরূপ দেহ সৃষ্টি করলেন, এই দেহী নিরঞ্জন, তিনিই মূর্তিমান ধর্ম। ধর্মের ঊর্ধ্ব নিঃশ্বাসে উল্লুকের সৃষ্টি। ধর্মের মুখামৃত বিন্দুতে জল, উল্লুকের পক্ষে পরমহংস (রাজ-হাঁস), ধর্মের হস্তে কূর্ম, কনক পৈতায় সহস্রশীর্ষ বাসুকী নাগ, কর্ণকুণ্ডলে ভেক, 'গলার-মলা'য় বসুমতী ও ঘর্মে আদ্যাশক্তি দুর্গার সৃষ্টি। ধর্ম গণ্ডী রেখা দিয়ে বল্লুকা নদী সৃষ্টি করলেন—এর তীরে তপস্যা করবেন। একাকী দুর্গা দীর্ঘদিন অতিবাহন করলেন। যৌবন এল। যৌবনভারে সৃষ্টি হল কামদেব। কামদেব দুর্গার আজ্ঞায় তপস্যামগ্ন ধর্মের তপস্যা ভাঙালেন। ধর্ম মৃত্তিকাভাণ্ডে কামদেবকে বন্দী করে রাখলেন এবং আদ্যার কাছে উপনীত হলেন। তাকে পূর্ণযৌবনা দেখে—'মৃত্তিকাভাণ্ডে বিষ-মধু আছে, সাবধান পান করো না'—বলে ভাণ্ডটি তার কাছে রেখে দুর্গার পাত্র খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে যৌবনরসপ্রমত্তা দুর্গা ভাণ্ডের বিষমধু পান করে গর্ভবতী হলেন, সৃষ্টি হল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের। তিনজনই গেলেন বল্লুকাতে তপস্যা করতে। শবরূপে ধর্ম তাদের তপস্যায় তন্ময়তা পরীক্ষা করলেন। শিবের প্রতি তুষ্ট হয়ে শিবকে আদ্যা দান করলেন। যোনিরূপা আদ্যাকে সৃষ্টির হেতু করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের ভাব দিয়ে ধর্ম উল্লুক আসনে শূন্যে অবস্থিতি করতে লাগলেন। সৃষ্টিতত্ত্ব শেষ হল।

ধর্মঠাকুরের পূজা করতেন রামাই কিন্তু ধর্মপূজা প্রচারের হেতু হলেন মার্কণ্ডেয়। কাহিনীটি এশিয়াটিক সোসাইটির জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথিতে বিস্তৃত আছে, শূন্যপুরাণে বর্ণিত হয়েছে মাত্র চারিটি ছত্রে 'অথ মুক্তা-মঙ্গলা' পর্বাধ্যায়ে এবং দুই ছত্রে 'অথ ধুমাজ্বালা' পর্বে। আমরা সম্পূর্ণ মূলটি পরিশিষ্টে দিয়েছি। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

রামাই ষোলশত শিষ্য নিয়ে পথে চলেছেন, ধর্মের নামে ধূপের ধোঁয়ায় পথ অন্ধকার। সেই পথে মার্কণ্ডমুনিও চলেছেন। মার্কণ্ড ধর্ম মানেন না,

সহযাত্রী কপিল মুনির প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ড বললেন, এই জয়ধ্বনি, বাদ্য, ধূপের ধোঁয়া এক অলীক দেবতার পূজার্চনা। ধর্ম ক্রুদ্ধ হলেন এবং রামাই অভিশাপ দিলেন,—'মার্কণ্ডের কুষ্ঠ হোক'। মার্কণ্ডঋষির পত্নী শুক্রবারে ধর্মের পুজো দিলেন। ধর্ম সন্তুষ্ট হলেন, মার্কণ্ডঋষিকে শক্ত তৃণের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হল, ধর্ম তাঁর গায়ে হাত বুলোলেন, ঋষির কুষ্ঠরোগ নিরাময় হল। যে-মুখে ধর্ম-নিন্দা করেছিলেন তার চিহ্নস্বরূপ মুখে এক বিন্দু কুষ্ঠ রইল। ধর্মের বিক্রম ঋষিকুল দেখলেন এবং অবনমিত হলেন ধর্মচরণে।

অন্য আর একটি কাহিনী রাজা হরিশ্চন্দ্রের। শত রাণীসহ প্রধানা মহিষী মদনা ও রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মের পুজো করেছিলেন। পূজা বর্ণনাসূত্রে ধর্মপূজার অঙ্গ-উপাঙ্গ, বিবিধ উপচার ও কৃত্য বর্ণিত হয়েছে।

এ-ছাড়া রয়েছে যম-পুরাণ। যমদূত রামাইকে ধরে নিয়ে গেছে, বিচার হল, এটি হিন্দুর ভূত। এর দেহ মাথা থেকে তীক্ষ্ণ করাতে চিরে ফেলা হোক। রামাই ধর্মের নাম নিলেন, করাতের ধার পড়ে গেল, মাথা চেরা হল না। যমের বিধান ব্যর্থ হল। অতঃপর প্রজ্বলিত অগ্নিতেও রামাইকে দগ্ধ করা গেল না, বুকে জগদ্দল পাথর বেঁধে রামাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল, রামাই ডুবলেন না। যম বিপদে পড়লেন। ধর্মের ব্রতদাসী আমিনী দলবল নিয়ে ধর্মের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে যমপুরীতে এসে উপস্থিত হলেন। যমপুরীর পাঁচটি দ্বার ধর্মের পাঁচজন পণ্ডিত ও কোটালে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। যমের মা ভীত হয়ে পুত্রকে তিরস্কার করলেন। রামাই ছাড়া পেলেন, স্বয়ং ধর্ম রামাইসহ ধর্মের দাসী ও অন্যান্যকে বৈতরণী পার করিয়ে যমপুরী থেকে ফিরিয়ে আনলেন। মৃত্যুদেবতার উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলেন, ধর্মসেবকে যমদূত অনধিকারী প্রমাণিত হল।

'অথ চাস' অংশ যম-পুরাণের মতই শিব-পুরাণ। এই অংশে শিবের ধান, কার্পাস, তিল, সরিসা, মুগ প্রভৃতি চাষের বর্ণনা রয়েছে। পার্ব্বতীকে স্পর্শ করলে শিবের কাম উপজিত হল, কাম থেকে 'কামদ' নামে ধান জন্মিল। বনের মৃগীর চর্মে হাপর হল, বাতাসে হল জাঁতা, বিশ্বকর্মা তৈরী করলেন কাস্তে। মৃত মৃগী পুনরায় প্রাণ পেল। শিবের আদেশে ভীম খেত করলেন, হনুমান প্রহরী হল। রাজদল, দুধরাজ, মাধবলতা, লাল-কামিনী, কুমারভোগ প্রভৃতি নানাজাতির ধান উৎপন্ন হল।

এশিয়াটিক সোসাইটির জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুঁথির শেষাংশে গ্রথিত শূন্য-

পুরাণে শিবের চাষ অংশে অতিরিক্ত সামান্য অংশ আছে, অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

পার্ব্বতী শিবকে ধান চাষ করতে বললেন, শিব বললেন—

…… …দুর্গা না কর জঞ্জাল ॥
কোথা পাব হল্যা গরু কোথা পাব ফাল।
কোথা পাব লাঙ্গল কোথা পায়িব জুয়ালি ॥
নির্ব্বুদ্ধি গোসাঞি বিবুদ্ধে গেল কাল।
দিনে দিনে হয় তুমি দুঃখের ছায়াল ॥
তোমার হাথের ত্রিষক ভাঙ্গি গডায় কদালি ফাল।
আমার বাঘে তোমার বৃষে হুত নিয়া হাল ॥"

অতঃপর বিশ্বকর্মার আগমন এবং কোদাল, ফাল প্রভৃতি নির্মাণ। সব আয়োজন শেষ হলে শিব চাষে নামলেন—

"বাঘে বৃষে মহাপ্রভু জুড়িলেন হাল ॥"

শিবের ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফলা তৈরীর ইমেজটি একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত এসেছে।[২]

আর একটি অতি অর্বাচীন কাহিনী শূন্যপুরাণে আছে, কাহিনীটি—'অথ ছাগজন্ম'।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একদা ব্রহ্মলোকে বিরাজ করছিলেন। এমন সময় নারদ এসে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাগবলি কেমন যজ্ঞ' এবং 'ছাগজন্মই হল বা কিরূপে'। ব্রহ্মা বললেন, যতি ও সতি দুজনা শুয়েছিলেন। সতি কামাহত হয়ে যতিকে সঙ্গমে আহ্বান করিলেন, যতি বললেন 'তুমি মাতা আমি পুত্র'—মাতাপুত্রে শৃঙ্গার অনুচিত। বিতর্কে ফল হল না, মীমাংসার জন্য উভয়ে যমলোকে উপনীত হলেন। প্রস্তাব শুনে যম-সভা লজ্জিত ও নতমস্তক। যতি ও সতি উভয়েই এখানে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে ভুবনে ছাগরূপে

২। বর্ণনাটি ভিন্নতর অনুসঙ্গে আধুনিক কবির কাব্যে স্থান পেয়েছে—

হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয় শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গ'ড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।

—ভাঙা-গড়া, ত্রিযামা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

জন্ম নিল। দেব সন্নিধানে বলি প্রদত্ত হয়ে ছাগ স্বর্গপুরে গমন করবে।

"অনুহিত পাপ ছাগি যাবি অপমানে।
গলে ছুরি দিয়া তোরে কাটিবে যবনে॥"

শূন্যপুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব পৃথক একটি খণ্ড। বাকী কাহিনী-পঞ্চকের মধ্যে ছাগ-বৃত্তান্তটি একেবারে অর্বাচীন। রামাই'এর নামে কোন গ্রাম্য রচকের সংযোজন। যমপুরাণ ধর্মভক্তি প্রচার ও মৃত্যুরাজ যমের উপরে ধর্মের প্রতিষ্ঠা কল্পেই রচিত। কাহিনীর নায়ক রামাই, রামাই'এর ধর্মভক্তির কথাই কাহিনীর সারাৎসার। এটিও রামাই'এর রচিত হতে পারে না, কোন ধর্মভক্ত কবি রচিত রামাই-চরিত-মাহাত্ম্য বলে একে অভিহিত করতে পারি। মার্কণ্ড-মুনির কাহিনীতে রামাই-মার্কণ্ড বিরোধ, রামাই'-এর অভিশাপ, তৎপরিণতিতে মার্কণ্ডমুনির কুষ্ঠরোগ ও অবশেষে ধর্মপূজা রয়েছে। এখানেও কাহিনীর উপজীব্য চরিত্র রামাই নিজে। সুতরাং এটিও তাঁর রচনা নয়। হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপূজা উপলক্ষ্যে ধর্মপূজাবিধি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। আমাদের অভিমত, এই কাহিনীর মূল রচয়িতা রামাই, পরে এতে নানা কবির রচনা সংযুক্ত হয়েছে। ধান্যচাষ অংশে ধর্ম অতি ক্ষীণ যোগসূত্রে শিবের সহিত এক হয়েছেন। এতে ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা নেই, পূজাপদ্ধতি বা কৃত্যাদিও বর্ণিত হয় নি। চাষী শিব সম্বন্ধে লোকবিশ্বাস ও শিবায়ণ কাব্যের ছায়ায় এই অংশটি রচিত। ধর্মঠাকুরের পূজার আদি প্রবর্তক ভিন্ননামে উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য গাইবেন, বিশ্বাস হয় না। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন যখন এক হল, এবং এক হতে অবশ্যই সময় লেগেছে, তখনই শিবের ধানচাষ ধর্মের গীতে এসে মিশেছে। সুতরাং এটি পরবর্তী কালের রচনা এবং রামাই ভণিতা দিয়ে শূন্যপুরাণে যুক্ত।

এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি—

(ক) শূন্যপুরাণ নামে পরিচিত রচনার সৃষ্টি পত্তন রামাই বিরচিত, পরবর্তীকালে এতে অন্যের হস্তাবলেপ অবশ্যই ঘটেছে।

(খ) হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর মূলটি রামাই বিরচিত, পরে অন্যান্যদের দ্বারা পরিমার্জিত ও বর্দ্ধিত।

(গ) যমপুরাণ, অথ চাস, মার্কণ্ডমুনির কাহিনী ও অথ ছাগজন্ম—রামাই করেন নি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবি রামাই'এর ভণিতায় এই কাহিনীগুলি রচনা করেছেন। একেবারে শেষের সংযোজন 'অথ ছাগজন্ম'।

হরিশ্চন্দ্র কাহিনীকে অবলম্বন করেই রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজাবিধি প্রণয়ণ করেছিলেন। রাজা ও রাণীর পুত্রেষ্টি ধর্মারাধনার সূত্রে ধর্মপূজার বিচিত্র জটিল অঙ্গ-উপাঙ্গের রামাই রচিত ছড়া-ই সংজাত পদ্ধতি, বা পণ্ডিতের বিধান বলে পরিচিত। এই কাহিনীটি 'অথ চাষ', 'যমপুরাণ' বা 'ছাগজন্ম'-এর মত পৃথক কাহিনীরূপে শূন্যপুরাণে বিবৃত হয় নি। লৌকিক দেবার্চনার বৈশিষ্ট্য এই যে, স্থানে স্থানে এর আচার-আচরণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিধিতে অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকে। স্থানীয় কবিগণ এইরূপ পার্থক্য-স্থলগুলি উপজীব্য করে রামাই ভণিতার ছড়া রচনা করেছেন এবং মূলের সঙ্গে তা যুক্ত করেছেন। রামাই ভণিতাযুক্ত সমস্ত রচনাই বহুলোকব্যবহারে কালে পাঠান্তরে ভরে গেছে, সংযোজন-বিয়োজনে প্রতিটি পুথিতে কিছু না কিছু নূতন রূপ নিয়েছে। এখন হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী থেকে রামাই'এর মূল রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব। রামাই রচিত সৃষ্টি পত্তনে এত ব্যাপক রূপান্তর ঘটেনি।

রূপকাশ্রয়ী প্রহেলিকা রচনার ধারা ও শূন্যপুরাণ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ থেকেই রূপকাশ্রয়ী প্রহেলিকা রচনার ধারা একেবারে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত বয়ে চলেছে। এখনও বাউল, ঝুমুর প্রভৃতি লোকগীতে ক্ষীণভাবে হলেও এই ধারা প্রবাহিত। শূন্যপুরাণের কোন কোন অংশ এই ধারায় সিক্ত।

বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ভাবধারায় পরিপুষ্ট চর্যাপদে সন্ধ্যাভাষায় যে সাধনতত্ত্ব বিবরিত, ব্যাখ্যা ও টীকা ছাড়া সে তত্ত্বের মর্মোদ্ধার অসম্ভব। উদাহরণরূপে তেত্রিশ-সংখ্যক পদটি গৃহীত হতে পারে—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ (গ) সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায় ॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিত্র এ তিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী সোধ নিবুধী।
জো সো চৌর সোই সাধী ॥

নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণপাত্রর গীত বিচরিলে বুঝঅ॥

বাহিরে এর অর্থ,—টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য নিত্য উপবাসী॥ বেঙের সংসার বেড়ে যাচ্ছে। দোহা দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে॥ বলদ বিয়াল, গাভী বন্ধ্যা। তিনসন্ধ্যা পিঠ দোহন করছি। ॥ যে বুদ্ধিমান সে-ই নির্বুদ্ধি। যে চোর সে-ই সাধু॥ নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুঝে। ঢেণ্ঢণপাদের গান বিরলে বসে বুঝ ॥

প্রহেলিকার অবগুণ্ঠন সরালে পদটির অর্থ দাঁড়ায়—কায়-বাক-চিত্তের সর্ববিধ প্রকৃতি দোষরহিত উচ্চ অবস্থায় আমার স্থিতি। সেখানে আমি একা, প্রতিবেশী-রহিত। আমার দেহে দেহ-বোধ বা সংসার-বোধ নেই; আমি আবেশিত রয়েছি নৈরাত্মায়। আমার অঙ্গহীন সংসার বৃদ্ধি পাচ্ছে আর যেখান থেকে এসেছি সেখানে গিয়েই আমি মিশে যাচ্ছি। বোধিচিত্ত থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি, নৈরাত্মারূপিনীব স্বরূপ জানলেই শূন্যতা। আমি বোধিচিত্তরূপ থেকে ত্রিসন্ধ্যা মহাসুখ দোহন করছি। বালযোগীদের সবিকল্প জ্ঞানরূপ বুদ্ধি শুদ্ধচিত্ত যোগীর নিকট নির্বুদ্ধি বলেই প্রতিভাত। বিষয়রূপ প্রপঞ্চে লুব্ধ যে যোগী তাব দুঃখের মধ্যেই সাধনা। সংসরণশীল চিত্ত যুগনদ্ধ-রূপের সঙ্গে যুদ্ধরত। সাধনায় বিচরণশীল যারা ঢেণ্ঢণপাদের এই পদের অর্থ তারাই বুঝবে।

পদটিতে টিলা, প্রতিবেশী, হাঁড়ি, ভাত, সিংহ, শৃগাল প্রভৃতি সমুদয় শব্দই আভিধানিক অর্থ ছেড়ে সাধন-রূপক আশ্রয় করেছে। চর্যাপদের সমস্ত পদেই এই ধারা প্রবাহমান। বাংলা সাহিত্যে লোকধর্মাশ্রয়ী যে বিপুল পদ ও সঙ্গীতসম্ভার পরবর্তীকালে বিচিত্র সাধনমার্গী সন্ন্যাসী, যুগী, বাউল, সুফী, সিদ্ধাই প্রভৃতি দ্বারা রচিত, তাদের অজস্রের মধ্যেই চর্যাপদের এই পদ্ধতি অনুসৃত। শব্দ ও চিত্রকল্পগুলি এখানে সাধনার তত্ত্বাশ্রয়ে রূপক-লাবণ্যে উদ্ভাসিত। শূন্যপুরাণেও এই ধারার পদপাতধ্বনি শ্রুত হয়। মীনচেতনে এরই প্রতিকল্প—

বাসাতে নাহিক ডিম্ব ছাও কেন উড়ে
পথড়িতে পানি নাহি পাড় কেন বুড়ে
নগরে মনির্ষ নাই ঘর চালে চালে
অন্দনে দোকান দেএ খরিদ করে কালে[১]

১। শ্যামদাসের মীনচেতন, পৃঃ ২৫।

ঠিক এই কথাগুলিই গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে রয়েছে—

বাসাতে ছাও নাই সদাই উড়ে পড়ে।
নগরেতে মনুষ্য নাহি বসতি চালে চালে ॥
পৈথরেতে পানি নাহি পাহাড কেন চোবে।
অন্ধালে দোকান দেত্র খরিদ করে কালে ॥
... ...
এহি বড অপূর্ব চন্দ্রেক রাহু গিলে ॥
ভরিল এন্দুরে নাও বিড়াল কাণ্ডারী
শুতিয়া আছেন ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী ॥
বলদ প্রসব হৈল গাই হইল বাঞ্ঝা।
বাছুরেক দোহাএ তাহার দিল তিন সাঞ্ঝা ॥
... ...
শৃগাল হইয়া সিংহের সংগে যুঝে।
কুটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে।[২]

ডঃ সুকুমার সেন কবীরের দোহায় এরূপ একটি পদ পেয়েছেন—

মুষ কী নাও বিলাই কাঁড়ারী
শোএ মেড়ুক নাগ পহারী।
বলদ বিয়াওএ গাভী ভই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুহাওএ দিন তিন সাঞ্ঝা।[৩]

'শুতিয়া আছেন ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী' বা 'শোএ মেড়ুক নাগ পহারী' ছত্রের প্রহেলিকা প্রকারান্তরে বৈষ্ণব মিষ্টিক কবিতায় স্থান পেয়েছে—'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি তবে সে রসিক রাজ'। এরূপ আধ্যাত্মিক প্রহেলিকা দেহতত্ত্ব-বিষয়ক বাউল গানে অজস্র,[৪] বৈষ্ণব গীতিকায় ও সুফী প্রভৃতি ধর্মীয় অন্যান্য বহুবিধ সঙ্গীতেও বিদ্যমান। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণের

২। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পৃঃ ১১৭-১৮১, দ্রষ্টব্য।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ—পৃঃ ৭৪।

৪। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়
জানতে পারলে মনবেড়ী
দিতাম পাখির পায়।—হারামণি।

রচনায়ও[৫] অনুপস্থিত নয়। এ-বিষয়ে 'বাঙ্গালার বাউল', 'অব্‌স্কিওর রিলিজিয়াস্‌ কাল্ট্‌স্‌'…প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষজ্ঞগণ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৬] এখনও বাঙ্গালায় বাউল-ঝুমুর-গম্ভীরা প্রভৃতির দেহতত্ত্বাশ্রয়ী গানে এইরূপ প্রহেলিকা ও রূপক ব্যবহৃত হয়। মৃত্তিকালগ্ন গ্রাম-বাঙ্গালার অগণিত নরনারীর লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের উৎসমুখে রচিত এই গানগুলির ধারা চর্যাপদের যুগ থেকে এখনও অব্যাহত।

দেখা যায়, কোনও কোনও ধর্মের ভাবধারা তার ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা সাম্প্রদায়িক ধর্মের রূপ পরিত্যাগ করে সমগ্র জাতির চিত্তপ্রাণতারূপে একটি সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে। কোনও একটি বিশেষ জাতীয় সাহিত্যও যখন এইরূপ ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা জাতীয় চিত্তপ্রবণতারই নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায় তখনই সাহিত্য সংস্কৃতির গভীর রূপ ধারণ করে। সাংস্কৃতিক রূপে পরিণত এই জাতীয় ধর্ম ও সাহিত্যকে জাতি অনেক সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি সামাজিক উত্তরাধিকার-রূপে গ্রহণ করতে থাকে। বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্মমত ও তদাশ্রিত সাহিত্য এইরূপ একটা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকাররূপে বৃহৎ বাঙালী সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। শূন্যপুরাণের বহুস্থানে রূপকাশ্রয়ী প্রহেলিকা জাতীয় রচনায়, যার সূত্রপাত চর্যাপদে, এই বঙ্গীয় উত্তরাধিকার প্রকটিত। তারই দু-চারিটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হল।

১। জনমিল পুরুষ তার নহিক হাত পাও।
রক্তবীজে জনম তার নহিক বাপ মাও॥

৫। এরূপ একটি উদাহরণ—আবের পতন ঘব খাকের বন্ধন।
তার মাঝে করে খেলা সাম নিরঞ্জন॥
পবনে চালাইয়া দাগ আতপের পানি।
রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাহনি॥
তার মধ্যে যুড়ি আছে সুবইনের ফুল।
পাতালের সেওত পতি সরগে তার মূল॥—গোলাম হুছন।

৬। বাঙ্গালার বাউল—ক্ষিতিমোহন সেন।
Obscure Religious Cults as the background of Bengali Literature
—Dr. S. B. Das Gupta.

জনমিল পুরুস তার নহিক দুটী আঁখি।
আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি ॥ —সৃষ্টিপত্তন।

২। বাঘে কপিলাঅ এক ঘাটে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥
* * *
হনুমান রাক্ষসে একই ঘাটে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥
* * *
সাপে গরুড়ে একই ঘাটাতে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥ —টীকা প্রতিষ্ঠা।

৩। মন হৈল নৌকা পবন কেরআল
সুনার নৌকা জে রুপার কেরআল ॥ —বৈতরণী।

৪। মন পবনের বস গোসাঞি ডাক নাহি যয়
গঙ্গা যমুনা তারা হালে ঢেকে রয় ॥
—সৃষ্টিপত্তন। ধর্মপূজা বিধান।

৫। মন গুরু কল্পনা মায়া
আদি ধৃতি উপজিল কায়া ॥
—তাম্রজর্ম্ম। ধর্মপূজা বিধান।

শূন্যপুরাণের দুর্বোধ্যতা

সাহিত্যে দুর্বোধ্যতা এক জটিল ও বিতর্কিত সমস্যা, চিরকালের সমস্যাও বলা চলে। বাংলায় জন্মলগ্ন থেকেই কবিতা দুর্বোধ্য-বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, চর্যাপদে সন্ধ্যাভাষার আচ্ছন্ন সাধনতত্ত্বকথা সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত, তার ধারা সহজিয়া সাধনের পথ বেয়ে আধুনিক কালের বাউল পর্যন্ত নেমে এসেছে। অনুভূতির তীব্রতায়, ইমেজের প্রয়োগ-কৌশল, ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য ও পরিকল্পনায়, পরিচ্ছন্ন বাগ্‌বিন্যাসহেতু ও সর্বোপরি কবিতায় ব্যক্তিত্ব প্রতিফলনে প্রতি যুগেই বিদগ্ধ কবিমাত্রই কিছুটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেন প্রচলিত

রীত্যনুসারী পাঠকের কাছে। কবিরা যত দ্রুত চলেন, পাঠক তত দ্রুত চলতে পারেন না, কবিরা যত তাড়াতাড়ি অভ্যাসান্তরে গমন করেন, পাঠকরা তত দ্রুত অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন না। তাই সার্থক কবিমাত্রই সমকালে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক পাঠকের কাছ থেকে দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত, এ হচ্ছে কবির বিধিলিপি। দুর্বোধ্যতা কাব্যের ত্রুটি নয়, বৈশিষ্ট্য।

শূন্যপুরাণ নানা অর্থে দুর্বোধ্য। শূন্যপুরাণের স্থানে স্থানে কয়েক স্থলে সাধনতত্ত্বকথা—মন পবন, সোনার নৌকা, রূপার কেড়ুয়াল প্রভৃতি প্রতীক দিয়ে বোঝানর চেষ্টা হয়েছে। পূর্বাপর সম্বন্ধ রহিত এরূপ বিচ্ছিন্ন দু-চারিটি ছত্রে দেহতত্ত্বসাধনার ইংগিতটুকুই ব্যক্ত, গভীর কোন সাধন প্রক্রিয়ার পরিচয় নেই যেমনটি রয়েছে চর্যাপদে, দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানে। এই শব্দগুলি নিতান্তই প্রাণহীন, এবং সেইজন্যই এরা রচনায় রসহীন ভার, ব্যঞ্জনাহীন শব্দগুচ্ছ মাত্র।

সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার প্রথমাংশ দুর্বোধ্য কিন্তু এই জাতীয় রচনার সংগে ভারতীয় সাহিত্য-পাঠক পরিচিত এবং বিষয়টি সুদীর্ঘদিন ধরে চর্চিত বলে সৃষ্টির আদিতে শূন্য বর্ণনা আমাদের ততটা দুর্বোধও ঠেকে না, বাকী অংশ ধর্ম-বিশ্বাস।

শূন্যপুরাণের কাহিনীগুলিতে দুর্বোধ্যতা নেই, যত দুর্বোধ্যতা পূজা-প্রক্রিয়ায়। কোন সমাজে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পূজা-পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও আচার অন্যের নিকট নিরর্থক ও দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। তত্ত্ব-বিবর্জিত বা তত্ত্ব-বিস্মৃত আচার মাত্র হয়ে উঠলে ক্রমশঃ তারা তাৎপর্য-বিহীন ও দুর্বোধ্য হয়। ধর্মপূজার আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বর্ণনাগুলির কোন কোন অংশ এইরূপ দুর্বোধ্য। বেডামমুই, মমুই, চনাপাবন, কখনো চারিদ্বার কখনো পঞ্চদ্বারের পরিকল্পনা ও প্রতি দ্বারে কোটাল বা দ্বারপাল প্রভৃতি স্থাপন, বিবিধ আবরণ দেবদেবীর পূজার্চ্চনা প্রভৃতি বিষয়গুলির তাৎপর্য সর্বদা বোধগম্য নয়। পূজা বিধানের 'অথ দিগডাক' অংশটি দুর্বোধ্য। এই জাতীয় দুর্বোধ্য অংশগুলি কোন সময় প্রাঞ্জল অর্থে উদ্ভাসিত ছিল, কিন্তু এখন তারা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে ও যদি কোন অর্থ কেহ কোন দিন আবিষ্কার করেন, এই আশায় রক্ষিত হচ্ছে।

শূন্যপুরাণের ছন্দ

শূন্যপুরাণের বেশীর ভাগ অংশ পয়ারে রচিত। পয়ারে সর্বত্রই, আট-ছয় মাত্রার পর্ব ভাগ মেনে চলা হয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম আছে, ব্যতিক্রম অংশে

চোদ্দমাত্রার চরণ সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত হয়েছে। সঙ্কুচিত হলে টেনে পড়তে হবে, বিস্তৃত হলে আট-ছয়ের পর্ব ভাগের সংগে মিলিয়ে অন্ত্যমিল মেনে টেনে নিতে হবে। ছন্দের গতি গতানুগতিক এবং দীপ্তিহীন। পয়ারের মাঝে মাঝে ত্রিপদী আছে। ত্রিপদী অংশে ছয়, আট, দশ মাত্রায় পর্ব রচিত হয়েছে। স্থান বিশেষে ত্রিপদী সুললিত। ছড়া-জাতীয় রচনাংশ বৈচিত্র্যের দাবী রাখে। শ্বাসাঘাত যুক্ত বিশুদ্ধ ছড়া-ছন্দের চতুর্মাত্রিক পর্ব সমবায়ে গঠিত চরণ অপেক্ষা অসমমাত্রিক শ্বাসাঘাত প্রধান চরণই অধিক। একে ছড়ার ছন্দ না বলে ছড়া-জাতীয়-ছন্দ বলাই যুক্তিযুক্ত।

বিশুদ্ধ পয়ার। ৮+৬=১৪ মাত্রা।

পুণ্যথল নহি ছিল / নহি গঙ্গাজল /
সাগর সঙ্গম নহি / দেবতা সকল /

ত্রিপদী। ৬+৬+৮ মাত্রা।

মেলিআ দেবতা লইআ মুকুতা
মঙ্গল করেন তার
করি স্নুভখন কৈল মঙ্গলন
ধর্ম্মপদ করি সার।

ত্রিপদী। ৮+৮+১০ মাত্রা।

মাএর স্থনিআ কথা জমর হিআঅ বেথা
আমার ঘুচিল অধিকার।
ধম্ম পথে দেই মন তার সখা নিরঞ্জন
জম রাজা হইল ফাঁপর ॥

শ্বাসাঘাত প্রধান ছড়া-জাতীয় ছন্দের বৈচিত্র্য।

১। এক্´ ধ রি ল : আ´ গে / এক´ ধ রি ল : পা´ ছে
পা´ টের্´ ডু রি : ধা´র্ দি ল /
প র মে স রের্´ : আ´ গে /

২। লো´ হ মো´ হ কাম্´ ক্রোধ´ / ধ´ র´ন্ তি জিউ

থা´ প´ন্ তিঁ কায়´ /

(ক´ঃ) সা´ই ন্া´ মে´তেঁ প´ন্ ডিত´ / প´ বি´ ত্রঁ কা´য়

এ-ছাড়া বাংলা গদ্য-বন্ধে শূন্যপুরাণে একজাতীয় ঝোঁক দেওয়া হয়েছে, যাতে ছড়ার রূপটি শ্বাসাঘাতে প্রকটিত। ঠিক পদ্যবন্ধের মাত্রা-নিয়মের কাঠামো না মেনে, কেবলমাত্র অন্ত্যানুপ্রাসে পদ বন্ধনের বৈশিষ্ট্যটুকু সাধ্যমত বজায় রেখে এই জাতীয় রচনায় কবিতার গতি আনয়নের চেষ্টা হয়েছে। এইরূপ স্থলে তানপ্রধান রচনা হলে স্বর করে টেনে টেনে অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক ছড়া জাতীয় রচনা হলে শ্বাসাঘাত দিয়ে দিয়ে পড়লেই ছন্দটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সামান্য উদাহরণ প্রদত্ত হল—

(১) মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি।
দুই ভিতে রুইএ কলা ভিতর হেমগিরি॥
ছাওনী মণ্ডপে সভা বান্ধএ বাদলমালা।
পচ্ছিম দুআরে পণ্ডিত সেতাই জার চারিসঅ গতি।
হুফসট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি॥

(২) উত্তর ঘাটেত গরুড় পহরিকে পাড়িল হুহুঁকার। আস বাছা গরুড় পহরি বাটাএ তাম্বুল খাঅ। পাষাণের রঞ্জিত ঘাট নিরমান করি দেয়।

প্রথমটি চরণবিন্যাসে পদ্য, দ্বিতীয়টি গদ্য। কিন্তু তান ঠিক রেখে টেনে টেনে পড়লে উভয়ক্ষেত্রেই যে অন্তপ্র´বাহিনী একটি তানপ্রধান ছন্দোধারা বিদ্যমান, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রাচীন বাংলা গদ্য ও শূন্যপুরাণ

প্রাচীনতম বাংলাগদ্যের সন্ধান করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন শূন্যপুরাণের গদ্য থেকে উদ্ধৃতি তুলেছেন এবং বলেছেন এই গদ্য শ্রুতিতে অনেকটা পদ্যের মতই লাগে।[১] উদাহরণ তুলেছেন,—

"পচ্ছিম দুআরে কে প্রণ্ডিত। সেতাই যে চারিসঅ গতি আনি লেখ্যা॥ চন্দ্র কোটাল যে বসুয়া ঘটদাসী। দূত নাহি ডরাই তুম্মাক দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাজি পরিমাণ করএ দূত জমর বিদ্যমানে॥"

উদ্ধৃতাংশটির গদ্যরূপ একপ্রকার বন্ধুর অসম তাল ছন্দের-অন্তরালে লুকিয়ে

১। History of Bengali Language & Literature—D. C. Sen, Page 706.

আছে। গানের জন্য রচিত কীর্তনের আখর অংশের মত, এই অংশের গদ্য সুর দিয়ে টেনে নিলেই পদ্য হয়ে যায়।

প্রচ্ছন্ন পয়ারের উপর গদ্য রূপের রচনাও শূন্যপুরাণে অপ্রতুল নয়—

পশ্চিম দুআরে পরভু দিলা দরসন।
পশ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীক পাড়িল হুঁকার॥
আস বাছা চন্দ্র পহরি, বাটায় তাঁমুল খাব।
রূপা । রঞ্জিত খাট নির্ম্মাণ করি দিব॥

'বারমাসি' অংশটিকে প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন বলে গ্রহণ করা চলে। বাক্যগুলি ছোট ছোট উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। চৈত্র মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে যথাক্রমে মীনাদি রাশি[২] ও রাশ্যাধিপতি দ্বাদশ আদিত্যের[৩] নামে. অর্ঘ্য-পুষ্প ও জল নিবেদন করে সুখ ও মুক্তি কামনা করা হয়েছে। একই বাক্যগুচ্ছ বারো বার আবৃত্তি করা হয়েছে, কেবল মাস, রাশি ও দেবতার নামগুলি পৃথক। বারজন দেবতা দ্বাদশ ভ্রাতা-ভগ্নি কল্পিত হয়েছেন এবং সকলকেই আদিত্য বলা হয়েছে। একজন ভগ্নি—কালিন্দীজল। বাক্য-গঠনে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য সামান্যই—'হবে' স্থলে 'হব' এবং 'পড়িবে' স্থলে 'পড়িব'। এইরূপ ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচুর।

'অথ ধর্মস্থান' অংশে শঙ্খ বর্ণনা আছে। এর কিছুটা গদ্যে রচিত। এই

২। মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও কুম্ভ।

৩। কালিন্দীজল, বসুদেব, হরিহর, ভগবান, গোবিন্দ, নরসিংহ, চন্দ্র, দামোদর, মধুসূদন, পুরুষোত্তম, মাধব, শ্রীধর। চৈত্রে কালিন্দীজল, বৈশাখে বসুদেব ইত্যাদিভাবে আদিত্যগণকে বারোমাসের সংগে যুক্ত করা হয়েছে। পুরাণে কশ্যপ—অদিতির দ্বাদশপুত্র দ্বাদশ আদিত্য; নাম—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র. বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। মতান্তরে সূর্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্যতাপ সহ্য করতে পারছেন না দেখে বিশ্বকর্মা সূর্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন এবং বারোমাসে বিভক্তিকৃত দ্বাদশ অদিত্যকে স্থাপন করেন। মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য, চৈত্রে বেদজ্ঞ, এমনিভাবে পৌষ পর্যন্ত যথাক্রমে তপন, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, চিত্র ও বিষ্ণু। বেদে আদিত্য ছয়—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশু। তৈত্তিরিয়ে এদের সংখ্যা আট—মিত্র, বরুণ, ধাতা, 'অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান। দেখতে পাচ্ছি—বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণে আদিত্যের নাম ও সংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে। শূন্যপুরাণেও অন্য নাম রয়েছে, এই পরিবর্তন স্বাভাবিক বলেই ধরতে হবে। তবে লক্ষণীয় যে, এখানে কালিন্দীজল অর্থাৎ যমুনাকে আদিত্য চক্রের মধ্যে আনা হয়েছে। যমুনা যমের ভগ্নি ও সূর্যের তনয়া। ধর্মঠাকুরকে যমের সহিত এক করার প্রবণতাও শূন্যপুরাণে রয়েছে।

গদ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, শব্দ প্রয়োগের যৎসামান্য পরিবর্তনে ধর্মপূজায় ছড়া-কাটার উপযোগী ছন্দ এতে যুক্ত হয়েছে। মূলে আছে, "হে জঅ সঙ্খ, হে বিজঅ সঙ্খ তুহ্মি সংখ হইএ চিরাই। তুহ্মার জলে স্নান করেন শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি।" দ্বিতীয় বাক্যটির গদ্যরূপ 'তুহ্মার জলে শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি স্নান করেন' পরিবর্তিত করে প্রথম চরণের অন্তিম শব্দ 'চিরাই'-এর সঙ্গে মিলিয়ে এই বাক্যটির শেষাংশ 'স্নান করেন শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি' করা হয়েছে। এটি গদ্য বাক্যেরও বিশিষ্ট ভঙ্গীমা আবার ছড়া-কাটারও এতে সুবিধা, কারণ এই পরিবর্তনের ফলে বাক্যযুগ্ম 'আই' অন্ত্যানুপ্রাসে শৃঙ্খলিত হয়েছে।

'অথ বারমাসি' এবং 'হে জয়শঙ্খ' প্রভৃতি চরণ গদ্যেই রচিত, এর যদি কোন ছন্দ থাকে সে ছন্দ গদ্যেরই ছন্দ। এবং এতে গদ্য-রচকের কৃতিত্বই প্রকাশ পেয়েছে।

ধর্মপূজাবিধানে কায়াসন্তেদের কিছু অংশ গদ্যে রচিত। কায়াসন্তেদে রামাই পণ্ডিতের ভণিতা নেই; অংশটিকে অন্যের রচনা বলে সহজেই চিহ্নিত করা চলে। ধর্ম-তত্ত্ব অর্থাৎ দেহস্থিত ষট-চক্রের বিবরণ ও চক্রগুলির নাম এই অংশে বিবরিত। প্রশ্নোত্তর ছলে ছোট ছোট বাক্যে পার্ব্বতীকে ভূদেব (মহাদেব) বলছেন এই তত্ত্ব। বাক্যগুলি চাকচিক্যহীন কিন্তু বক্তব্য পরিস্ফুটনে প্রাঞ্জল। বানানে কোন নিয়ম মেনে চলা হয় নি, শ-ষ-স, ন-ণ, উকার-দীর্ঘ-উকার প্রভৃতি একাকার হয়ে রয়েছে, যেমন অন্যত্র। কিন্তু ব্যাকরণে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত হয়েছে, যেমন কর্মে—ক, —কে বিভক্তি, ষষ্ঠীতে—র, অপাদানে 'হইতে' প্রভৃতির ব্যবহার। —'অস্তি' অন্তক ক্রিয়াপদ (যেমন—করস্তি, আছস্তি) প্রাচীন আভাস দিলেও ব্যাকরণের অন্যান্য প্রমাণে তত প্রাচীন বলে অংশটি বিবেচিত হবে না।

শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধান-সংশ্লিষ্ট রামাই রচনাগুচ্ছে ব্যবহৃত গদ্যের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১) অথ বারমাসি। কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ করি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংস্বর ভোক্তা আমনি। সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার॥

(২) হে জঅসম্ভ হে বিজঅসম্ভ তুহ্মি সংখ হইএ চিরাই। তুহ্মার জলে স্নান করেন শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি। অভিসেক জলে স্নান মর্নখির কৈসের পাবন সইতের পাবন সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ভকতবৎসল। সুবন্নের কোদাল রূপার বাঁট। মহাদেব কুদালেন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল। জটার কুলে পেলেন নীর সে নীর লইআ দসমস্ত গতি বাখানি।

(৩) মহাদেবো কহন্তি সুন পার্ব্বতি তলপাকে কোতুলিপা বলি। কোতুলি পায়ের উপরে সেত হাড বৈষন্তি। সেতহাডের উপরে চক্র হাড বৈশন্তি। চক্র হাড়ের উপরে অভ্যাকমলার বৈষন্তি। অভ্যাকমলার উপরে ঋদয়মনি বৈষন্তি। ঋদয়মনির উপরে নাটিকা বৈষন্তি। নাটিকার উপরে ঘোটিকা বৈষন্তি। হে দেবি। নাককে কিজন বোলি, সম্ভ বোলি, বঙ্কা বোলি। কর্নকে সুবঙ্গ বোলি। চক্ষুকে গগনদেষ বোলি। গগন দেশের মদ্ধে ন্নায় পুরুষ আছন্তি, জোথি হইতে নিদ্রা য়াছাদন করন্তি। হে দেবি। মস্তকে তোসি সোফা বলি। চরণকে কাঞ্চন বোলি। নওরকে বাহন বোলি। কাঙ্গালি ডাণ্ডাকে মেরুডাণ্ডা বলি। মেরুডাণ্ডার মদ্ধে তৃদেবা বৈসন্তি।

ভো দেব কোনরূপে কোন দেবো বৈশন্তি।

হে দেবি ব্রহ্মা বৈষন্তি ব্রহ্মরূপে। বিষ্ণু বৈষন্তী বিশ্বরূপে। মহাদেবো বৈষন্তি কালরূপে। হে দেবি রজগুণে ব্রহ্মা। সতগুণে বিষ্ণু। তমগুণে মহাদেব। সুন সুন পার্ব্বতি গো কায়াসম্ভেদ॥ ০ ॥

এই গদ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা বলে অনুমিত হয়। এর চেয়ে বেশী প্রাচীন নয়।

সৃষ্টিপত্তন—শূন্যপুরাণ ও নাথসাহিত্যে

শূন্যপুরাণের প্রারম্ভিক চরণগুলিতে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত। এই অংশটি মূলে কার রচনা বলা কঠিন, কে কখন কোথা থেকে আহরণ করে শূন্যপুরাণে যোগ করেছেন, তাও বলা কঠিন। কারণ নাথ-সাহিত্যের বিভিন্ন রচনায় মনসামঙ্গলে ও অন্যত্র অনুরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা রয়েছে, বহু স্থান হুবহু একই রূপে, পার্থক্য যদি থাকে সে শুধু পাঠান্তরের। এমনও হতে পারে মূলে অংশটি রামাই বিরচিত, পরে অন্যত্র সঞ্চারিত। কিন্তু লক্ষ্য করলে ও বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যাবে সৃষ্টিপত্তনের শূন্যবর্ণনা ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বীজ থেকে উদ্ভূত।

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম-ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥[১]

অনুবাদ। তখন অস্তিত্ব ছিল না, অনস্তিত্বও ছিল না, ভূমিও ছিল না, আকাশও ছিল না, আবৃত করার মত কিছু ছিল না, দাঁড়াবার অবলম্বন ছিল না। তখন কি জলের অস্তিত্ব ছিল? গভীর ও দুর্গম জল।

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ছিল না, দিনও ছিল না। শান্ত (সৌম্য) শুধু তিনি একাই ছিলেন, তাঁর বাঁচার জন্য বায়ুর আবশ্যক ছিল না, পরমচৈতন্য সেই যে তিনি, আত্মরূপে অবস্থিত ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

শূন্যপুরাণে স্থষ্টিপত্তনের প্রথম চরণগুলি এরই প্রতিধ্বনি।

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥

*　　*　　*

পাহাড় পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥
পুণ্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥
বার বরত নহি ছিল রিসি জে তপসা।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী ॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥

১। ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।

দস দিকপাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাডন ॥

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-এ গোপীচন্দ্র গুরু হাড়িপাকে প্রশ্ন করেছেন :

নাহি ছিল বীর্য বিন্দু সমাসিত্যকায়া
নাহি ছিল গুরু গোসাঞি ত্রিভুবনের মায়া
নাহি ছিল পিণ্ডা প্রাণের উস্বাষ নিশ্বাস।
কোন হেতু নিরঞ্জন করিল প্রকাশ।[২]

গুরুর উত্তর নিম্নরূপ :

বিনে বীর্যে বিন্দু বাছা বিনে উৎপতি
নাদ সঙ্গে ও কুলে পুরুষ শূন্যে উৎপতি।
শূন্যে মাত্র প্রসবিল আদি মা এর সিলখির
মাএর উদরে থাকি বাড়িল শরীর ॥
বাপের বীর্যের অটল না লইল মাএকে না দিল দুঃখভার।
অভরের শূন্যেৎ ভিতরে পুরুষ শূন্যেৎ করিল ঘর ॥[৩]

গোরক্ষবিজয়ের সৃষ্টিতত্ত্ব এর সংগে তুলনীয় :

হুমকার ধর্মকার তুল্য নৈরাকার
না আছিল জল স্থল ঘোর অন্ধকার ॥
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু যদি ছিল মন।
নিদ্রাভাবে ধর্মদেব হৈল অচেতন।
চৈতন্য পাইয়া দেখে ছায়াব লক্ষণ ॥[৪]

ফৈজুল্লার গোরক্ষবিজয়ে রয়েছে :

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
জাহার লীলায়ে হৈল এ তুন ভবন ॥
না আছিল স্বর্গ মর্ত্য না আছিল পাতাল।
জল মধ্যে ভাসে প্রভু সে দীন দয়াল ॥

এইভাবে দেখতে পাচ্ছি, গোরক্ষবিজয়, ময়নামতীর গান বা মীনচেতনের

২। মোহম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত মুকুর মামুদের গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস, পৃঃ ১৬২।
৩। ঐ পৃঃ ১৬৩।
৪। দয়ালের 'গোরক্ষবিজয়'।

সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব মূলে এক। আবার এদের উদ্ভব ঋগ্বেদের পূর্বোক্ত সূক্তে।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বঙ্গভূমিতে শূন্যবাদী একটি সৃষ্টিতত্ত্ব একদিন গণধর্মের সব ক'টি শাখাতেই গৃহীত হয়েছিল এবং বঙ্গীয় লোকায়ত ধর্মজগতে ঐতিহ্য-রূপে বিরাজ করছিল। ফলে নাথ-সাহিত্য, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও মধ্যযুগের বহু মিস্টিক কবিতায় বিষয়টি নানা পাঠান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। রামাই পণ্ডিত 'সৃষ্টিপত্তনে' তাকে সুসংবদ্ধ করেছেন এবং পূর্ণ রূপ দান করেছেন।

ধর্মঠাকুর

শূন্যপুরাণে উপাস্যদেবতা ধর্মঠাকুর। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৩০৪ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে তিনি ঘোষণা করেন, ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবতা।[১] পরে নানা স্থানে এবং বিভিন্ন রচনায় শাস্ত্রী মহাশয় এই মতই বার বার ঘোষণা করেছেন। ১৩২৪ সালে উদ্বোধনে[২] প্রকাশিত প্রবন্ধে বিষয়টির প্রাঞ্জল সর্ববোদ্ধ বিবরণটিতে তিনি বললেন, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের সর্বশেষ পরিণতিতে এদেশের অনাচরণীয় ডোম, বাগ্দী, বাউরি, কৈবর্ত্ত প্রভৃতিরা "কূর্মরূপী এক ধর্ম-ঠাকুর বাহির করিল। এই যে কূর্মরূপ, ইহা আর কিছু নহে, স্তূপের আকার।"[৩] তদবধি এই মতই চলে আসছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—সকলেই ধর্মঠাকুরের মধ্যে বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সর্বশেষ পরিণাম স্বীকার করেই ধর্মঠাকুরের রূপায়ণে, পূজা-পদ্ধতিতে, আবরণ দেবতায় কোথায় বৌদ্ধধর্মের কি পরিমাণ পরিবর্তন ও মিল রয়েছে তাই নানাভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। এতজন পণ্ডিতের সমর্থনপুষ্ট এই মতটিও অবিসংবাদী হল না,—পরবর্তীয়েরা বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও অন্যান্য নানা ধর্মমত ও নানা দেবতার মিশ্রণ ধর্মঠাকুরে আবিষ্কার করলেন। এবিষয়ে পথিকৃত ক্ষীতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

১। Ref.: Proceedings for December 1894, P. 136, J. R. A. S. B, Part I, Pages 55-56 & 65-68.

২। কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটিতে প্রদত্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষণ, 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম'।

৩। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, পৃঃ ৪২৪।

তিনি ধর্মঠাকুরে বৈদিক বরুণের রূপান্তর দেখালেন।[৪] শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বললেন, "ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্যদেবতা"[৫]; পরে মত পরিবর্তন করে বললেন, "ধর্মঠাকুর জন্মসূত্রে হইলেন বৈদিক বরুণ দেবতা। তবে তাহার সঙ্গে আদিত্য (যম সমেত), সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও মিশিয়া গিয়াছে।"[৬] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "এ-সবের সংগে লৌকিক শৈব মত, পুরাণের বিষ্ণু মত, পরবর্তীকালের পীর-ফকিরের আদর্শ—সবই অল্পবিস্তর স্থান পেয়েছে"।[৭] বৌদ্ধধর্ম থেকে আরম্ভ করে পরে পণ্ডিতেরা এইভাবে ধর্মঠাকুরের মধ্যে ঋগ্বেদ থেকে একেবারে পীর-ফকির পর্যন্ত আধুনিককালের (অনুমেয় ১৬, ১৭ শতাব্দীতে) সামাজিক বিবর্তন ও তার সংগে সংগে নানা দেবতা ও বিবিধ মতবাদের রূপান্তর আবিষ্কার করেছেন। বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক—নানা ধর্মমত ও আদর্শ ভ্রষ্টরূপে ধর্মাশ্রিত হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়েছে। কিন্তু কোন মতবাদই পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা না করে মিলে মিশে যাদিগে ব্রাত্য-অন্ত্যজ বলা হয় তাদের চেতনায়,—ধর্মীয় মতে ইন্দ্রজাল শক্তিবিশ্বাসে, নানাবিধ সংস্কারের ক্রমবিবর্তনে অঙ্গীকার ও বর্জনের বিবিধ বিচিত্র পথে রূপান্তরিত হতে হতে ধর্মঠাকুরের বেশ ধরেছে। পণ্ডিতগণের বিবিধ মতের মিশ্রণে রচিত, বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ধর্মঠাকুর-তত্ত্ব হচ্ছে—তিনি আদিতে বৈদিক বরুণ এবং তার উপর ক্রমে পৌরাণিক ও বৌদ্ধ প্রলেপ পড়েছে, প্রলেপ পড়েছে বহু লোকধর্ম বিশ্বাসের, এমন কি ইসলামী প্রভাবও এতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান।

কিন্তু আমাদের মত ভিন্নতর। আদিম আর্যেতর রাঢ়ীয় সমাজে শিলা-পূজার, বৃক্ষপূজার এবং সর্পপূজার প্রচলন ছিল। শিলা মেদিনী, বৃক্ষ অরণ্য ও সর্প উর্বরা শক্তির প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছিল। নৈসর্গিক-অনৈসর্গিক ও ইন্দ্রজাল বিশ্বাসের সংস্কার এই সমাজে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত ও পল্লবিত হয়ে পড়েছিল। বহু যুগ ধরে, বহু রূপান্তরের বৈচিত্র্যে তারই উপর প্রলেপ পড়েছে আর্যধর্মের। এতে এসে মিশেছেন বরুণ, সূর্য, যম, শিব, নারায়ণ, বৌদ্ধধর্মের শূন্যতা ও করুণা, লোকধর্মের সর্প ও মনসা।

ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথায়েতে কালটুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান

৪। J. R. A. S. B., 1942, vol. VIII.

৫। রূপরামের ধর্মমঙ্গল, প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ—সুকুমার সেন।

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪৭

চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত য়বতার
মুখেতে বলেন দম্ভদার
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার ।।[৮]

ধর্মঠাকুর কত বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী উপাদানে রচিত, কত যুগের কত প্রলেপ এতে পড়েছে—সদ্যোধৃত উদাহরণ তার একটি নিদর্শন।

ধর্মঠাকুরের আলোচনায় একজন গবেষক[৯] একটি কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভাবনার কথা বলেছেন। ধর্ম<ধর্মরাজ শব্দটির উৎপত্তি নাকি মিশরের 'ডো—আছোম—রা'। মিশরের ফারাও রাজাদের মধ্যে একজন বিতাড়িত নৃপতি দলবল নিয়ে বাঙ্গালার রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন। তাঁর মৃতদেহ 'মমি' করে রাজমহল পাহাড়ের কোথাও গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই রাজার মৃত্যুদিবসে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। বিতাড়িত মিশরীয় নৃপতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। এই মত প্রতিষ্ঠিত হবার মত কোনো যুক্তি-পারম্পর্যে স্থিত নয়। তবে এ-কথা সত্য যে সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়ক-পূজা দুই-ই আদিম কোন সমাজের ভূতবাদ বা পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাছাড়া বাণফোঁড়া বা দৈহিক যন্ত্রণা গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যে-সব অনুষ্ঠান, তার সংগে সুপ্রাচীন সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি রয়েছে,—চড়কে যেমন, ধর্মেও তেমনি একথা সত্য। যে অজ শিশুটি ধর্মের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হয় সেটি প্রাচীন নরবলিরই আর্য-ব্রাহ্মণ্য-রূপান্তর। সমাজতত্ত্বের এই সব লোকবিশ্বাসের দিকে দৃষ্টি রেখে উল্লিখিত কাহিনী থেকে শুধু এইটুকুই সত্য বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি,—কোনো একটি স্মরণীয় মৃত্যুকে চিরজীবী করতেই হয়তো বা ধর্মের গাজনের সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

৮। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি সংখ্যা ৫৪২৪।

৯। Ref.: Ancient India & Prehistoric Egypt—S. K. Roy.

ধর্মঠাকুরের লৌকিক নাম

ধর্মঠাকুর নানা নামে পূজিত হন, তাঁর সাধারণ নাম ধর্মরাজ। তিনি রাজা-ঠাকুর। রাজা থেকে রায় শব্দের উৎপত্তি। ধর্ম রায়, বুড়া রায়, বুড়ো রায়, মেঘ রায়, চাঁদ রায়, শিরে ধর্মরাজ, কানা রায়, ফালু রায়, সিন্ধু রায়, সুন্দর রায়, বাংডো রায়, খণ্ড রায়, বিনোদ রায়, শ্রীধর রায়, সিন্দুর রায়, বাঁকা রায়, পাদুকা রায়, বাঁকড়ো রায়, আদাড়ে ধর্মরাজ, মেঘ রায়, বাথান রায়, আদিরাক্ষ ধর্মরাজ, এলো রায়, ফটিক রায়, মৎস্যরাজ, সেঙ্গুরাজ, বিধায়ক রাজ, প্রভৃতি নামে ঠাকুর বর্তমানেও পূজিত হচ্ছেন। '—দেব' অন্তক নামও আছে—পৈঠদেব, কূর্মদেব, বেণুদেব। একটি গ্রামে ধর্মরাজ বাঁকাশ্যাম নামে পরিচিত।

ধর্মঠাকুরে বহু দেবতার বিক্ষিপ্ত অজস্র প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম-ঠাকুরের বিভিন্ন নামের মধ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই রায় শব্দটি যুক্ত দেখে মনে হয় কোন রাজার দেবত্বই এতে পূজিত। বৌদ্ধধর্মের ত্রিশরণ মন্ত্রের বুদ্ধই কি এই রায় শব্দের মূলে? ধর্মঠাকুরে ও পূজা পদ্ধতিতে বৌদ্ধ প্রভাব অনেকে লক্ষ্য করেছেন, প্রতিমা-পর্যায়ে আমরা দেখেছি স্থান বিশেষে স্তূপের পূজাই ধর্মপূজা। সর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে সন্ন্যাসীকে 'মহারাজ' ব'লে সম্বোধনের রীতি অদ্যাপি বিদ্যমান। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর পূজো অর্থেও মহারাজ থেকে রাজ>রায় হতে পারে। রাঢ়ের সংস্কৃতিতে ডঃ অমলেন্দু মিত্র ভাণ্ডীরবন নিবাসী ৺গোলক দাসের হস্তলিখিত পুথির কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন।[১] এই অংশে বলা হয়েছে, সিউড়ী থানার পাঁচটি পাশাপাশি গ্রামে পাঁচটি বৌদ্ধ মঠ ছিল, 'উক্ত পাঁচটি মঠে রায় উপাধিধারী পাঁচজন মঠাধ্যক্ষ ছিলেন', নাম—সিধু রায় বা সিদুর রায়, আদি রায়, বিনোদ রায়, খোঁড়া রায়, চাঁদ রায়। এঁরা বুদ্ধপূর্ণিমায় বুদ্ধপূজো করতেন। বৌদ্ধশক্তির অবসান ঘটলে মঠাধ্যক্ষদের পূজিত বুদ্ধকে ধর্মঠাকুর বলে পূজার প্রচলন হয়। ধর্মের নামাবলীতে এই নামগুলি আছে। ধর্মকে সন্ন্যাসী পূজিত বা সন্ন্যাসী দেবতা এই জন্যই বলা যেতে পারে। এই অর্থে ধর্মে বৌদ্ধ প্রভাবই প্রবল বলে মনে হবে। রায় শব্দটি অধিপতি অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে, গ্রামের অধিপতি উপাস্য দেবতা—এই অর্থেও শব্দটির প্রচলন হয়ে থাকতে পারে।

১। রাঢ়ের সংস্কৃতি—ডঃ অমলেন্দু মিত্র, পৃঃ ১৩১।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শ্রীধর্মপুরাণে ধর্মঠাকুরের বাহান্নটি লৌকিক নামের উল্লেখ আছে। নামগুলি—যাত্রাসিদ্ধি, স্বরূপ নারায়ণ, ক্ষুদি রায়, জগৎ রায়, কৌতুক রায়, বুদ্ধ রায়, রাজাসাহেব, সুন্দর রায়, দলু রায়, কালু রায়, শ্যাম রায়, খেলা রায়, দলমাদল, বংশীধারী, লক্ষ্মীনাথ, শঙ্খাসুর, মোহন রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ, শীউল সিংহ, গন্ধ রায়, মনোহর রায়, শীউল নারায়ণ, রাজেশ্বর, ধিয়ান রায়, ফতু সিংহ, চন্দ্র রায়, বাঁকুড়া রায়, কালস্বর্ণশিলা, কর্কটবৃশ্চিক, রাম রায়, চূড়ামণি, রণজয়, নারায়ণ রায়, ব্রাহ্মণ নাথ, নবযৌবন চক্রশিলা, নিমিক নাথ, ঝগড় রায়, কালসার, সর্বেশ্বর, আঁধার কলি, দেবেশ্বর, শীতলনাথ, মদন রায়, রসিক রায়, গঙ্গাধর, সিদ্ধি রায়, কালাচাঁদ, রূপ রায়, দর্শন রায়, পরম নাথ, অনন্ত রায়, ঝর্ঝরি রায়।

নামগুলিতেই ধর্মঠাকুরের লৌকিক চরিত্র ফুটে উঠেছে। বংশীধারী, লক্ষ্মীনাথ, শীউল নারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি নামে বৈষ্ণব প্রভাব প্রকটিত। ফতু সিং, ঝগড রায় নামে বিহারী প্রভাব, নিমিক নাথ নামে নাথ বা জৈন রেশ বিদ্যমান। রাঢের সংস্কৃতি গ্রন্থে ডঃ অমলেন্দু মিত্র বীরভূম জেলায় পূজিত একানব্বইটি ধর্ম-ক্ষেত্রের ধর্মঠাকুরের নাম সঙ্কলন করেছেন। নামগুলি চরিত্রে বিশিষ্ট। 'অনাদিনাথ' জৈনস্মৃতিবাহ, 'সুহ্ম রায়' প্রাচীন সুহ্মভূমির চিহ্নবাহী ধর্মঠাকুর। 'কেদার রায়' নামে কি বারো-ভূইয়ার একজন কেদার রায়কে স্মরণ করা হয়েছে? কতকগুলি নাম 'আনুষ্ঠানিক'—"যেমন, কোদালে কাটা, ছেলে ধরম, আছিড়ে ধরম" প্রভৃতি।

এই নামাবলীতে একটি বিষয় স্পষ্ট,—ধর্মঠাকুর একান্তই লৌকিক ঠাকুর। বেদের বরুণ-সূর্য প্রভৃতির চিহ্ন ধর্মঠাকুরে বিদ্যমান বলে আমরা যে বিশ্লেষণ করি,—সে সবই ধর্মঠাকুরের কোন সুপ্রাচীন আর্যেতর রূপের উপর ক্রমে ক্রমে আরোপিত। ধর্মঠাকুরের নামে সর্বশেষ প্রবল প্রভাব পড়েছে বৈষ্ণব-ধর্মের—কালাচাঁদ, শ্যামরায়, বংশীধারী প্রভৃতি নামের আধিক্য তার প্রমাণ।

ধর্ম-প্রতিমা

সনাতন হিন্দুধর্মে দেব-দেবীর রূপ-কল্পনা রয়েছে, উপাস্য দেব-দেবীর প্রতিমা রচনার বিধি-ব্যবস্থাও নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে। প্রতিমার উপকরণ, আয়তন, বর্ণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আয়ুধ, বাহন, অলঙ্কারাদি সন্নিবেশের যথানির্দিষ্ট বিস্তৃত শিল্প-নির্দেশ, মূর্তিরহস্য, আহ্নিকতত্ত্ব, অমরকোষ, কর্মপ্রদীপ, বিষ্ণু-

সংহিতা, শুক্রনীতিসার, বৃহৎসংহিতা, যুক্তিকল্পতরু, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে বিবরিত হয়েছে। হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রকার রূপে মনু-অত্রি-বিষ্ণু-হারিত প্রভৃতি বিংশতি ঋষির নাম যেরূপ স্মৃত হয় ঠিক তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই মূর্তি ও বাস্তুশাস্ত্রকাররূপে ভৃগু-অত্রি-বশিষ্ঠ-নারদ-বিশ্বকর্মাদি অষ্টাদশ ঋষির নামও উল্লিখিত হয়।[1] এদের মধ্যে ভৃগু-অত্রি-বশিষ্ঠ-নারদ এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, হিন্দুমাত্রের বাৎসরিক কৃত্য পিতৃপক্ষের তর্পণে ঋষিতর্পণাধ্যায়ে অন্যান্য ঋষিগণের সঙ্গে এই ঋষি-চতুষ্টয়েরও তর্পণ করার রীতি রয়েছে। এ-থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেব-দেবীর মূর্তি রচনার বিষয়টি প্রাচীন কাল থেকেই যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধর্মঠাকুরের প্রাচীন কোন মূর্তি আবিষ্কৃত হয় নি। ধর্মপূজার উদ্ভব ও বিকাশ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই ঘটেছিল ধরলে, চার-পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন মূর্তি অন্ততঃ মিলত,—তা পাওয়া যায় নি। অধুনা দু-একটি ধর্মমূর্তি নির্মিত হয়েছে[2], কিন্তু কোনটিই পঞ্চাশ বছরের বেশী পুরাতন নয়। কামনাপূর্তির পর কোন কোন পরিবারে ধর্মের যে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয় তাতেও কোথাও কোথাও মূর্তি নির্মিত হতে দেখা গেছে।[3] এই রীতি খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। ব্যাপকভাবে ধর্মশিলার বা ধর্মস্তূপের পূজাই প্রচলিত। ডঃ অমলেন্দু মিত্র 'রাঢ়ের সংস্কৃতি' গ্রন্থে[4] পঁচাশীটি গ্রামে পূজিত যে ধর্মঠাকুরের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মূর্তির প্রচলন অপেক্ষা ধর্মশিলার কথাই রয়েছে। কয়েকটি স্তূপাকৃতি ধর্মেরও উল্লেখ আছে। ডঃ অসিত-কুমার বন্দোপাধ্যায় যে ধর্মমূর্তির উল্লেখ করেছেন সেটি পীঠোপরি উপবিষ্ট ধুতি পরিহিত উত্তরীয়, মাল্য, উপবীত ও উষ্ণীষধারী, দীর্ঘ আয়তচক্ষু ও পুষ্ট গুম্ফবিশিষ্ট সরল ও ভীষণাকার ব্রাহ্মণের মূর্তি। বাম পদ নিম্নে বিলম্বিত, দক্ষিণ পদ বাম জানুতে তুলে বামহস্ত তদুপরি স্থাপিত। দক্ষিণ হস্তে উপবীত ও অভয় মুদ্রা। প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিকলার চিহ্ন বা স্মৃতি এতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মূর্তিটি অত্যাধুনিক, বোধ হয় কোন গ্রাম-পটুয়া কর্তৃক নির্মিত।

১। প্রাচীন শিল্প পরিচয়—গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ—পৃঃ ১০, ১১৬।

২। চব্বিশ পরগনার বড়ায়াগ্রামে পূজিত ধর্মঠাকুরের মূর্তির কথা ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, চিত্রও প্রকাশ করেছেন। দ্রষ্টব্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৪২।

৩। পুরুলিয়া জেলার পাড়া-আড়শা অঞ্চলে এইরূপ মূর্তির প্রচলন আছে।

৪। রাঢ়ের সংস্কৃতি—ডঃ অমলেন্দু মিত্র, পৃঃ ১৭৩-২৪৪

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনার পথিকৃত শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন "ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। তাহার পরিবর্তে একখণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তরই এই নামে পূজিত হয়। ...ধর্মঠাকুরের অন্য কোন প্রতিমা নাই।" এই অভিমত এখন পরিবর্তন করার সময় এসেছে।

সাধারণত কূর্মাকৃতি কৃষ্ণ, শ্বেত, রক্তিমাভ বা স্বাভাবিক প্রস্তর-বর্ণের[৫] একখণ্ড শিলাই,—আয়তনে এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধ থেকে তিন-চার-পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ,—ধর্মরূপে পূজিত হয়। ধর্মের সঙ্গে তার আবরণ দেবদেবীর শিলা, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকাদ্বারা রচিত মূর্তিও থাকে। কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডটি সাধারণতঃ শালগ্রাম শিলার মত চেপ্‌টা কিন্তু কোন কোন স্থানে শিবলিঙ্গাকৃতি[৬] স্থুল গোলাকার ও লম্বা। কোন কোন ধর্মশিলায় পদচিহ্ন অঙ্কিত।[৭] কোথাও ধর্মশিলার চারদিকে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকানির্মিত ঘোটক রয়েছে।[৮] "বেলিয়া বা বেলে (সাঁইথিয়া) গ্রামের ধর্মশিলা একখণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তর কিন্তু সেটি একটি মুণ্ডহীন মনুষ্যদেহের উপর স্থাপিত"—আমাদের অনুমান এটি নর-বাহন কুবেরের প্রতীক, ধর্মঠাকুরে কুবেরের চিহ্ন।

বর্তমান পুরুলিয়া জেলার বহুস্থানে করমগাছের শাখা ভেঙ্গে তাতে ধর্মের পূজা হয়,[৯] সেখানে কোন মূর্তি বা ধর্মশিলা নেই। কোন কোন গ্রামে ধর্মপূজা হয় মৃত্তিকা নির্মিত তিন থাক-বিশিষ্ট মাটির একটি ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপে।[১০] গ্রাম-প্রান্তে প্রাচীন কোন বৃক্ষমূলে রক্ষিত আয়তনে ছোট বড নানারূপ কয়েকটি ডিম্বাকৃতি মসৃণ স্বাভাবিক শিলা বহুস্থানে ধর্ম বলে পূজিত হয়।[১১] গ্রামে পরিত্যক্ত বৃক্ষমূলে অথবা উন্মুক্ত স্থানে কোথাও কোথাও শিবলিঙ্গাকৃতি প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজ শিব বলে পূজিত হতেও দেখা যায়। ধর্মের গাজনে এই শিলা পূজিত হয়।[১২]

৫। কৃষ্ণবর্ণ—বাঁকুড়া, শ্বেতবর্ণ—রাজনগর (তাঁতিপাড়া), দেবীপুর, রক্তিমাভ ধর্মশিলা—বর্দ্ধমান জেলার রায় রামচন্দ্রপুর।

৬। ইন্দ্রগাছা—বীরভূম।

৭। সিউড়ী, রাইপুর বুড়োরাজ ধর্মের কূর্মাকৃতি প্রস্তরে পদচিহ্ন আছে।

৮। বীরভূম, বড়রা গ্রামের ধর্মশিলার নিকট ঘোটকমূর্তি উপহৃত হয়।

৯। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কংসাবতী তীরবর্তী অঞ্চলে।

১০। সাঁইথিয়া থানার কুমুড়ী গ্রাম।

১১। বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে, পুরুলিয়া জেলা, ঝালদার সন্নিকটবর্তী তুলিন।

১২। পুরুলিয়া জেলার সুইসা গ্রাম।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে পূজিত ধর্মঠাকুরের প্রতীক-প্রতিমার যে সকল বৈচিত্র্য পাওয়া যায় নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

(১) গোলাকৃতি, ডিম্বাকৃতি, শিবলিঙ্গাকৃতি, কূর্মাকৃতি নানা বর্ণ ও আয়তনের শিলা। সম বা অসম চতুষ্কোণ শিলাও আছে।

(২) করমগাছ বা স্থানভেদে অন্য কোন গাছের শাখা। গম্ভীরা শাখাও ধর্ম বলে পূজিত হয়।

(৩) মৃত্তিকা নির্মিত ক্ষুদ্রায়তনের স্তূপ।

(৪) উপবীতধারী মৃত্তিকা নির্মিত পুরুষ প্রতিমা।

ধর্ম-সম্প্রদায়

ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার্চনা যাদের জাতীয় উৎসব, ধর্মঠাকুর ও ধর্মঠাকুর-তত্ত্ব যাদের জীবনের অধ্যাত্ম-উৎস, ব্যক্তি ও সমষ্টির অন্তরঙ্গ-জীবনে ধর্মঠাকুর ও তত্ত্বে বিশ্বাস যাদের বোধে ধ্রুব, সেই জনমণ্ডলীকেই ধর্ম-সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা যায়। ধর্মঠাকুরের বিবর্তনে বিভিন্ন স্তরে ধর্ম-ঠাকুরকে এ-ভাবে নিয়েছেন বিভিন্ন কোম বা গোষ্ঠীর জনমণ্ডলী। ধর্ম ব্রাত্যদের ঠাকুর। ব্রাত্যেরা[১] সাবিত্রী-পতিত। তাদের উপাস্য এক ব্রাত্য, মহাদেব ঈশান। ব্রাত্যরা সর্বত্র পূজিত। বিদ্বান ব্রাত্যের দক্ষিণ নয়ন সূর্য, বাম নয়ন চন্দ্র, দক্ষিণ কর্ণ অগ্নি, বাম কর্ণ সোম। দিনের বেলা তিনি পশ্চিমমুখী, রাত্রিকালে পূর্বমুখী, তিনি সূর্য-স্বরূপ।[২] অভিজাতদের নিকট তারা নিন্দিত, কিন্তু গণধর্মের ধারক গোষ্ঠীপতি ও গণমণ্ডলীতে তারা অভিনন্দিত। ধর্মঠাকুরের সংগে মহাদেব ও সূর্য যুক্ত হয়ে রয়েছেন। এখনও ধর্ম-পূজকেরা অনভিজাত। বিদ্বান ব্রাত্য যেরূপ সমাজে পূজিত হতেন, ধর্মপুরোহিত ডোমও সেইরূপ ধর্মমন্দিরে অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে সকলের নমস্য। ব্রাত্যরা ধর্ম উপাসক। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ধর্মঠাকুরের সম্প্রদায় ব্রাত্যজনগোষ্ঠী। আর্য-সংস্কৃতি বহির্ভূত বিভিন্ন নরগোষ্ঠীও বিভিন্ন নামে যে সূর্যোপাসনা করেন, তার আচার আচরণের সংগে বঙ্গের ধর্মপূজার সাদৃশ্যহেতু ব্যাপক অর্থে এই জনমণ্ডলীও ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অভিহিত হতে পারেন।[৩]

১। ব্রাত্য, হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার।

২। দ্রঃ—অথর্ব সংহিতা, ব্রাত্যকাণ্ড। বেদ মীমাংসা, অনির্বাণ—১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮-৭৯।

৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৭২-৫৭৩।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম সম্প্রদায় মূলে ডোম, পরে বাউরি জনমণ্ডলী। ডোমজাতির একটি প্রাচীন ঐতিহ্য রাঢ়বঙ্গের ইতিহাসে, কাব্যে, নৃতত্ত্বের আলোচনায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। চর্যাপদে, ধর্মমঙ্গলে, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে ডোম-ডোম্বীর বিশিষ্ট স্থান আছে।[৪] বাঙ্গালী ডোমেরা অন্য প্রদেশান্তর্গত ডোমদের থেকে পৃথক।[৫] পশ্চিমবঙ্গে একদা তারা পরাক্রমশালী যোদ্ধা ও উদার নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। রাঢ়ের জাতীয় কাব্য ধর্মমঙ্গল এবং এই কাব্যে তাদের চরিত্রগুণ, সাহসিকতা ও পরাক্রম বর্ণিত হয়েছে। এই বিশিষ্ট জাতিরই জাতীয় দেবতা ধর্ম। ধর্মের পুরোহিত এখনও ডোম, ডোমের গৃহ-ই এখনও বহুস্থানে ধর্ম-গৃহ। বর্দ্ধমান-কেন্দ্র রাঢ এদের বসবাসের মূল ভূকেন্দ্র, সেখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এরা ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এরা সুপ্রাচীন অধিবাসী। উনবিংশ শতাব্দীতে ডোমদের সংগেই ধর্মের যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন, ধর্মশাস্ত্র (ধর্মঠাকুরের শাস্ত্র) ডোমদেরই শাস্ত্র, অভিজাত ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদায় এই শাস্ত্রকে পরিহার করেছেন। চর্যাপদে ডোমেরা গ্রাম-প্রান্তবাসী কিন্তু ব্রাহ্মণ-সম্পর্ক রহিত নয়। ডোম পণ্ডিত অনুপবীতী কিন্তু সে ডোমদের ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরক্ত মিশ্রণ ডোমের উদ্ভবের একটি হেতু হতে পাবে। অথর্ব সংহিতার ব্রাত্যগোষ্ঠীই কি রাঢ়-বঙ্গে রক্তমিশ্রণে ডোমজাতির উদ্ভব ঘটিয়েছে? ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ডোমদের পরাক্রমের সংগে বৈদিক ব্রাত্য-পরাক্রম তুলনীয়।

ডোম ছাড়া আর একটি জাতির উপাস্য দেবতা ধর্মঠাকুর,—সে জাতি বাউরি। বঙ্গদেশে বাউরিদের বসতির ইতিহাসও প্রাচীন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত বরুড় বর্তমান বাউরি।[৬] পশ্চিমবঙ্গ এদের আদিম বাসভূমি, কুকুর এদের টোটেম, প্রাচীন জীবিকা পাল্কী, দোলা প্রভৃতি বহন[৭] ও পশুপালন। কুকুরই এদের ধর্ম, কুকুরই এদের ধর্ম-প্রতীক।

৪। বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০৩।
১০ম সংখ্যক চর্যা, চর্যাপদ। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের ডোম-চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। মনসামঙ্গলে স্বর্গপ্রত্যাবৃত বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ডোম-ডোমনীর বেশ ধারণ করেছেন। দেবী চণ্ডীও ডোমনীরূপ ধারণ করেছেন।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৭৮।

৬। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ৩০৪—৩১১।

৭। 'বাউরি হঞা বহে দোলামান'—ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ২৪৮।
'বাউরি যোগায় দোলা'—কবিকঙ্কন চণ্ডী-মুকুন্দরাম, পৃঃ ৪৮।

বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণে কুকুর প্রাণের প্রতীক। যমের দুটি দূত কুকুর ; তারাই পৃথিবী ঘুরে ঘুরে মুমূর্ষুর প্রাণকে যমের কাছে নিয়ে যায় (ঋক্‌সংহিতা, ১০।১৪।১১-১২)। একটি ঋকে আছে—'অশ্বিদ্বয় আমাদের তনুকে দুটি কুকুরের মত রক্ষা করুন, শ্বানের নো অরিষণ্যা তনুনাম (ঐ, ১০।২।৩৯।৪)'। অন্যত্র আরো রয়েছে—'সবিতার গৃহে ঋভুগণ নিদ্রাগত হয়েছিলেন, একটি কুকুর তাদিগে জাগিয়ে দিল (১০।১।১৬১।১৩)'। এইসব মন্ত্রে সর্বত্রই কুকুর প্রাণের প্রতীক।[৮] ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ডটি 'শৌব উদ্‌গীথ' অর্থাৎ 'শ্বা বা কুকুরদের সামগান'। একদা মিত্রার তনয় বক বা গ্লাব ঋষি বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত পর্বতচূড়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর অনুগ্রহার্থ একটি শ্বেত কুকুর আবির্ভূত হলেন, অন্যান্য অনেকগুলি কুকুর তাঁকে ঘিরে বললেন, আমরা ক্ষুধার্ত, আমাদেব অন্নের বিধান করুন। শ্বেত কুকুরটি বললেন, আগামীকাল প্রাতঃকালে এই স্থানে তোমরা এস। তদনুযায়ী প্রাতঃকালে তারা উপনীত হলেন, বক বা গ্লাব সেখানে প্রতীক্ষারত ছিলেন। শ্বেত কুকুরের সমক্ষে অন্যান্য কুকুরেরা পবস্পর লাঙ্গুল গ্রহণ করে গোল হয়ে প্রদক্ষিণ করে উপবিষ্ট হয়ে গাইলেন—ওম্ ভোজন করব, ওম্ পান করব, ওম্ হে অন্নপতি সূর্য এখানে অন্ন আহরণ করুন, আহরণ করুন, ওম্। এটি সূর্য-বরুণ ধর্মের উপাসনা। শ্বেত কুকুরটিই ধর্ম। পর্বত শৃঙ্গ প্রাণের উত্তরণভূমি ঊর্ধ্বলোক। স্মরণীয়, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণে শেষ পর্যন্ত তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল একটি কুকুর। এই কুকুরটিই ভগবান ধর্ম। কুকুর প্রাণের প্রতীক, ধর্মের প্রতীক। এই কুকুরই বাউরিদেব টোটেম, এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এরা বঙ্গদেশবাসী ব্রাত্য এবং বেদ-উপনিষদের সহিত যুক্ত, কিন্তু বিস্মৃত-যোগসূত্র একটি নরশাখা। এখানের মৃত্তিকায় বহুকালাবধি বসবাসে সম্পূর্ণই এদেশবাসী ও আচার-আচরণে অনভিজাত, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অধম-সঙ্কর অন্ত্যজ জাতি।[৯]

সিদ্ধান্ত-ঔডুম্বর গ্রন্থে বাউরিরা নিরাকার-সেবী। ধর্মও নিরাকার। নিরাকার মূলের উত্তর অঙ্গজাত গোপাল থেকে বাউরির উৎপত্তি। পদ্মালয়ার পুত্র দুলি বাউরি ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠের সংগে কনিষ্ঠের মতই বেদ অধ্যয়ন

৮। বেদ মীমাংসা—অনির্বাণ, পৃঃ ১১৩-১১৪, পাদটীকা।

৯। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ৩০৪।

করেছিলেন। বাউরিকে অচ্ছ্যুৎ করে রাখা হল, এ-ও বিষ্ণুমায়া, কারণ বেদজ্ঞ বাউরি স্পর্শ করলেই যে মুক্তি!

"নিরাকার অঙ্গক্ষরি অছন্তি সমূলে।
প্রতি প্রতি তহি বাপু কহিদেবা তোতে॥
* * *
নিরাকার দক্ষিণরু বিপ্র হো-এ জাত।
উত্তর অঙ্গরু জান গোপাল সম্ভূত॥
তাহাঙ্কু অঙ্গরে বাউরি জাত হোই॥
* * *
পদ্মালয়াপুত্র তুলি বাউরি অটন্তি।
ব্রাহ্মণ সংগে বেদ পড়ুয়ান্তি।

ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ বাউরি কনিষ্ঠ। এ পড়ুথিলে রাজা প্রতাপরুদ্রঙ্ক ঠারু গোপ্য করি রখি অচ্ছন্তি। কলুযুগে ন ছুইবে। বাউরিকে ছুইলে সকল পাতক ক্ষয় হব বলি বিষ্ণুমায়া কবি গোপ্য করি রাখি অচ্ছন্তি।"[১০]

কাহিনীতে বাউরি জাতির গৌরবের কথা প্রচারিত এবং কেন এখন তারা অস্পৃশ্য তার একটি যুক্তি প্রদত্ত হয়েছে। তাদের উদ্ভবের ইতিকথাও এতে বিবৃত। এ-সব ভাববাদী কথা এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। কিন্তু এতে বাউরি-জাতির বিষয় এমন কিছু আছে, যা অবিশ্বাসের নয়, বরং তাদের সামাজিক ইতিহাসের ইঙ্গিতপূর্ণ। বিষয়টি নিম্নরূপ :

বাউরিয়া মূলে 'নিরাকার' উপাসক। এক সময় ব্রাহ্মণদের মত তারাও শাস্ত্রপাঠ করত, বেদে অধ্যয়ন নিত। ব্রাহ্মণের তারা সোদর-প্রতিম ছিল। পরে তারা পতিত হয়েছে, অচ্ছ্যুৎ হয়েছে। এবং প্রতাপরুদ্রের সময় উড়িষ্যা-বঙ্গ প্রত্যন্তবাসী বাউরিগণ বোধ করি নির্যাতিত হয়েছিল।

উদ্ধৃতিতে যে নিরাকারের কথা বলা হয়েছে, তা ধর্মই, পরে তা গোপাল-বিষ্ণুরূপী ধর্ম হয়েছেন। এই নিরাকারই শূন্যপুরাণের ধর্ম। বাউরিরা সিদ্ধধর্ম ও সিদ্ধদেবের উপাসক বলেও সিদ্ধান্ত ঔড়ুম্বরে বলা হয়েছে। এই সিদ্ধধর্ম কি সদ্ধর্ম, বাউরিরা কি ষোড়শ শতাব্দীতে (যেহেতু প্রতাপরুদ্রের কথা আছে, প্রতাপরুদ্র ষোড়শ শতাব্দীর নীলাচলাধিপতি) বৌদ্ধধর্মের সংগে যুক্ত

১০। সিদ্ধান্ত ঔড়ুম্বর, শূন্যপুরাণ—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ১২শ অধ্যায়।

হয়েছিল? হতে-ও পারে। কিন্তু তাদের গায়ত্রী মন্ত্রে তারা এখনও ব্রাহ্মণের সাবিত্রী মন্ত্রের ছায়াকেই অনুসরণ করছে।

বাউরিদের গায়ত্রী : ওঁ সিদ্ধদেবঃ সিদ্ধধর্মো বরেণ্যমস্য ধীমহি
ভর্গদেবো ধীয়ো যো ন সিদ্ধধর্ম প্রচোদয়াৎ।

এই মন্ত্রেই তারা এখনও ধর্মঠাকুরের উপাসনা করেন। ধর্মঠাকুরকে নিবেদন করেন ভোজ্য-পানীয় ও বলি।

ডোম ও বাউরি ছাড়া আরো যারা ধর্মদেবতাকে গ্রহণ করেছেন তাদের বাৎসরিক উৎসবের দেবতারূপে, জাতীয় জীবনের প্রধান উপাস্যরূপে তাদের বেশীর ভাগই অনভিজাত, এবং শাস্ত্রাদিতে শূদ্র বা অন্ত্যজ বলে অভিহিত। তাঁতি, শুঁড়ি, হাড়ি, মুচি, দুলে, বাগ্দী, রজক প্রভৃতিরা পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া (মানভূম) জেলায় ধর্মোপাসক। বহুস্থানে সদ্‌গোপেরাও ধর্মঠাকুরকে প্রধান উপাস্য বলে গ্রহণ করেছেন। ধর্মঠাকুরের উপাসক যে সকল জাতি তাম্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাদের একটি বিস্তৃত তালিকা ময়ূর ভট্টের 'শ্রীধর্ম পুরাণ' থেকে উদ্ধৃত হল।

সদ্‌গোপ কৈবর্ত্ত আর গোয়ালা তাম্বলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকর।
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদ জাতি॥
স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্ম্মকার।
সূত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোদ্দার॥
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥

কালক্রমে অভিজাত সম্প্রদায়ও ধর্ম-উপাসনা-মণ্ডলীতে এসে উপনীত হয়েছেন। এখন বহু গ্রামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতই ধর্মের পূজা করেন। এর ফল অন্যদিকে প্রকটিত হচ্ছে। একদিন যাদের জাতীয় দেবতা ছিলেন ধর্ম, জাতীয় উৎসব ছিল ধর্মের গাজন, এখন তারা ব্রাহ্মণদের জাতীয় উৎসবের সংগে ক্রমে যুক্ত হচ্ছেন, এবং ধর্মোপাসনার প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে ক্রমে ধীরে ধীরে সরে আসছেন।

ধর্ম ও সূর্য

বেদের দেবতাগণ নিরুক্তকার যাস্কের মতে স্থানভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ভূলোকের দেবতা হচ্ছেন অগ্নি, অপ্, পৃথিবী ও সোম। ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, অপাং নপাৎ পর্জন্য অন্তরীক্ষ-লোকাশ্রয়ী দেবতা এবং দ্যুলোকের দেবতা হচ্ছেন সূর্য, মিত্র, বরুণ, দ্যুঃ, পুষা, সবিতা, আদিত্য, অশ্বিদ্বয়, ঊষা ও রাত্রি। এদের মধ্যে ভূ-তে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু এবং দ্যু-তে সূর্যই প্রমুখ দেবতা। এই দেবত্রয়ীই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অন্যান্যদের উৎসারক। আমরা দেখেছি ধর্মের মধ্যে বরুণকে। এবং সূর্য-স্বাক্ষরও রয়েছে ধর্মঠাকুরে।

ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরকে তুষ্ট করতে সূর্যার্ঘ্য নিবেদন করেছেন,[১] ধর্মপূজাবিধানে বহুস্থানে সূর্যস্তব ও পূজার বিধান[২] রয়েছে, সূর্যই ধর্ম—একথাও রয়েছে,[৩] নিরঞ্জন গায়ত্রীতে সূর্যের প্রতিষ্ঠাও ঘটেছে।[৪] ধর্মই নিরঞ্জন, নিরঞ্জনই সূর্য, এবং সূর্য হচ্ছেন বর্ত্তুলাকার শূন্যদেহ মহাবল ও একচক্রবীর। মণ্ডলং বর্ত্তুলাকারং শূন্যদেহং মহাবলং। একচক্র ধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং॥[৫] বেদে দিবাভাগে আদিত্যের নাম সূর্য, উদয়কালে ভগ, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু। গগন মণ্ডলে দ্বাদশ স্থান ভেদে তার দ্বাদশটি নাম। ধর্মদেবতার সংগে যুক্ত সূর্য বিশ্লেষণেও এই নামগুলির স্তব রয়েছে।[৬] ধর্মকে সূর্য বলে পূজার রীতি এখনও বর্তমান।[৭] ধর্মশিলায় রক্তচন্দন ছিটিয়ে দেবার একটি রীতিকে সূর্যের রশ্মি-প্রতীক বলা হয়েছে। সূর্য কুষ্ঠব্যাধি নিবারণ করেন, বিশেষ করে ধবল কুষ্ঠ। ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে ধর্ম-ভক্তেরও এরূপ বিশ্বাস।[৮] ঋগ্বেদে ঋষি প্রস্কন্দ ত্বকরোগশান্তিবিধানে সূর্যারাধনা করেছেন।[৯] ধর্মপূজা-বিধানে মার্কণ্ডমুনির উপাখ্যানে (পৃঃ ২৪৫-৪৯) ধর্মঠাকুরকে কুষ্ঠরোগ ও এই রোগ উপশমের দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, রঞ্জাবতীর সূর্যার্ঘ্য, দ্রষ্টব্য।
২। ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ৫১-৫২, ১২৫, ১৩৫, ১৪৬।
৩। ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ১২৪।
৪। ঐ পৃঃ ৫৩।
৫। ঐ পৃঃ ৫২।
৬। ঐ পৃঃ ৫২-৫৩।
৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫০৫।
৮। আজ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগ শোক বিনাশনম্—সূর্যদ্বাদশনাম স্তোত্র এবং শ্রীশাম্বপুরাণোক্ত সূর্যকবচ, সংজ্ঞাতখণ্ড দ্রষ্টব্য।
৯। মতিলাল দাশ অনুদিত ঋগ্বেদ, পৃঃ ৯১।

ধর্ম ও বরুণ

ধর্মের পূজা বিধানে বরুণের পূজা-পর্ব অবশ্যকৃত্য অনুষ্ঠানের মধ্যেই পড়ে[১], যদিও এ-থেকে প্রমাণ করা দুরূহ যে, ধর্মঠাকুর বরুণেরই রূপান্তর। ঋগ্বেদে বরুণের আবাহন রয়েছে বারোটি[২] সূক্তে। পূর্ণসূক্তের বরুণ-প্রশস্তিগুলির মধ্যে হরিশ্চন্দ্র শুনঃশেপ উপাখ্যানটি সমস্ত ধর্মমঙ্গলে বিদ্যমান এবং এই কাহিনীতে বরুণেরই প্রশস্তি রয়েছে। বেদে বরুণকে ধৃতব্রত ধর্মপতি বলা হয়েছে। আমাদের ধর্মঠাকুর এই সূত্রেই বৈদিক বরুণের সঙ্গে যুক্ত। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানটির কিছু অংশ শূন্যপুরাণেরও অন্তর্ভুক্ত। আর একভাবে বরুণকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলে সর্বত্র ধর্ম—কূর্মবাহন। বৃষ্টি কামনায় কূর্ম-পূজার বিধি প্রাচীন ভারতে ছিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সে প্রমাণ রয়েছে। বৈদিক বরুণ বহু গুণাধিকারী, এর মধ্যে একটি হচ্ছে যাজ্ঞাকারীকে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বারি দান করেন এবং উদরে জলসঞ্চয়জাত মৃত্যুসংঘটনী উদরী রোগ থেকে মুক্তি দেন। বৃষ্টিপাত, বারিদান, কূর্ম ও বরুণ এভাবে পরস্পর যুক্ত হয়ে এবং কূর্মের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের অবিচ্ছেদ্য যোগ থাকায় ধর্মঠাকুর ও বরুণ একাকার হয়েছেন। ধর্মশিলার স্নানাদি আচরণে বরুণ উপাসনার ভগ্নাবশেষ রয়েছে বলেও কেউ কেউ মনে করেন।[৩] মৈত্রায়নী সংহিতায় বর্ণিত বরুণোৎসবের শোভাযাত্রার সঙ্গে ধর্মোৎসবে কৃত্য 'সাংযাত' অবিকল একরূপ। এইজন্য ধর্মঠাকুরের মধ্যে প্রাচীন বরুণের অবলেপ ঘটেছে বলে অনেকের অভিমত।[৪]

কেহ কেহ মনে করেন বৈদিক বরুণ নির্মল-স্বচ্ছ।[৫] এ-থেকেই হয়তো বা পরবর্তীকালে বরুণের বর্ণ হয়েছে শ্বেত। বরুণের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রে[৬]

১। ধর্মপূজা বিধান, পৃঃ ১৩৭।

২। শুনঃশেপ ১।২৪, ২৫ ; গৃৎসমদ ২।২৮ ; অত্রি ৫।৮৫ ; বসিষ্ঠ ৭।৮৬-৮৯ ; নাভাক ৮।৪১, ৪২ (১-৩)।

৩। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—ডঃ অমলেন্দু মিত্র, পৃঃ ৬৫।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫৮।

৫। হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদ, ঋঃ ৭।৮৯।৩।

৬। ধ্যান। পাশ্চাত্যে বরুণং শুক্রং মকরারূঢ়মুজ্জ্বলম্।
অপাং পতিং পাশধরং পরিবারৈ সমর্চ্চয়েৎ॥
প্রণাম। বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

শ্বেত বর্ণের উল্লেখ আছে। হিন্দুদেবমণ্ডলীতে শিব ও 'রজতগিরিণিভ'। কিন্তু শিব 'রাজা-দেবতা' নন, তিনি ভিখারী সন্ন্যাসী। ঋগ্বেদে বরুণকে দেবগণের মধ্যে সম্রাট বলা হয়েছে, বলা হয়েছে 'ধৃতব্রত' ও 'ধর্মপতি'।[৭] ধর্মঠাকুরও রাজা-দেবতা,[৮] ধর্ম-সাহিত্যে তিনিও শ্বেতবর্ণ, তাঁর উত্তরীয়, কেশ, ছত্র, সিংহাসন, উপবীত এমনকি অশ্বটিও ধবল।

১। ছাড়িয়া শূন্য পরভু ধবল সিংহাসন।

—সংজাত (২) ঘাটমুক্তা।

২। ধবল বরণ ঘোড়া নিল্লয় না জানি।

—সংজাত (২) ধর্মসাজন।

৩। শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম রাউতের বেশে।

—রামদাসের অনাদিমঙ্গল।

৪। ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি
ধবল বরণে বাড়ী ঘর।
ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিশোভা
আলো কৈলে পরম সুন্দর॥

—রূপরামের ধর্মমঙ্গল।

ধর্ম ও কূর্ম

ধর্মঠাকুর কূর্মবাহন ও কূর্মের স্রষ্টা। শূন্যপুরাণে আছে:

পদ্ম হস্ত দিআ পরভু বোলে থির থির।
পদ্ম হস্তে জনমিল জে কূর্ম্মর সরীর॥
... ...
আইস বাছা কূর্ম্মরাজ থাক মোহর দিঠে।
তিল্লেক বিছ্রাম আহ্মি করি তোমার পিটে॥
এত শুনি কূর্ম্মরাজ পিট পেতে দিলা
কূর্ম্মের পিঠে পরভু জলেতে বসিলা॥

—সৃষ্টি পত্তন।

৭। বেদের পরিচয়—যোগীরাজ বসু, পৃঃ ১১৩।

৮। দ্রষ্টব্য:—পরিচিতি ধর্মঠাকুরের লৌকিক নাম।

ধর্ম-বিগ্রহ আলোচনায় দেখা যায় কূর্ম-বাহন ধর্মের পূজা কূর্মাকৃতি শিলাখণ্ডেই অধিকাংশ স্থলে হয়ে থাকে যদিও ধর্মের অন্যান্য প্রতীকও বিদ্যমান।[১] ধর্মের বাহন উলূক, তবু কূর্ম নূতন করে তার বাহন হল এবং এই বাহনটিই ধর্মপূজায় প্রাধান্য পেল, বিষয়টি প্রণিধান-যোগ্য। সাধারণতঃ দেবদেবীদের একাধিক বাহনের উল্লেখ খুব কমই আছে। শূন্যপুরাণে ধর্ম-ঠাকুরের প্রধান বাহন উলূক ; এ-ছাড়া পরমহংস ও কূর্ম।[২] এদের মধ্যে কূর্ম ধর্মপূজায় প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ কূর্ম ভারতীয় জন-জীবনে বিচিত্র সাধনপন্থার সঙ্গে নানাভাবে বিজড়িত। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন[৩] ধর্মঠাকুর গোড়ায় কূর্মদেবতা ছিলেন না। তবে তাঁর পূজায় কূর্ম দেবতার পূজা এসে মিশেছে। কূর্মদেবতাই সূর্যদেবতা ও জলদেবতা। ধর্মঠাকুরও অনেকটা তাই। শতপথ ব্রাহ্মণে সূর্যকে কূর্ম বলা হয়েছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় মঙ্গলার্থে কূর্ম পোষার কথা আছে। কথাসরিৎসাগরের কাহিনীতে কূর্ম উপাসনার বিবরণ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৃষ্টিপাতের জন্য কূর্ম পূজার বিধি নির্দেশিত হয়েছে। হিন্দুধর্মে পূজার আসন-শুদ্ধিতে কূর্মদেবতার উল্লেখ ও সামান্যার্ঘ্যে কূর্মদেবতাকে প্রণামের বিধি অদ্যাবধি চলে আসছে। যোগশাস্ত্রে কূর্ম—বায়ু, কূর্মাসন, তন্ত্রে কূর্মচক্র ও কূর্মমুদ্রার উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন, কূর্ম (কাছিম) কশ্যপ নামে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ থেকে শুরু করে প্রাচীন পুথির নানা স্থানে দেখা গিয়েছেন।[৪] কূর্ম আমাদের দশাবতারের দ্বিতীয় অবতার।[৫] এতো গেল একদিকের কথা, অন্যদিকে লোকায়ত দর্শনের

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪৩।

২। শূন্যপুরাণ, সৃষ্টি-পত্তন। মন্ত্রে আর একটি বাহনের কথা আছে—'ধবল খচরায় নমঃ',— ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ৯৪। অশ্বারোহী ধর্মরাজের চিত্র ধর্মপুরাণ পুথিতে আছে :

"হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মৌজা
অবশেষে বোলাইলে গৌউড়ের রাজা।"

শূন্যপুরাণে নিরঞ্জনের রুষ্মা অংশে আছে :

"চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥"

৩। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, ভূমিকা।

৪। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩২।

৫। জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র।

আলোচকেরা বলেন, কূর্ম-প্রতীক কোনো নিষাদ জাতির কূর্ম-টোটেমের চিহ্ন,[৬] সাঁওতালি লোকবিশ্বাসে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে কূর্ম জড়িত,[৭] তাদের একটি গোত্রও (হরো বা হারো, সাঁওতালি ভাষায় যার অর্থ কাছিম) কূর্ম চিহ্নবাহী। সিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্বে কূর্মের উল্লেখ আছে চর্যাপদে।[৮] ধর্মঠাকুরে এ-সবেরই সমন্বয় ঘটেছে বললে সহসা বিস্ময় জাগতে পারে, কিন্তু ধর্মঠাকুর-তত্ত্ব, পূজা-পদ্ধতি, ধর্মঠাকুর সম্বন্ধীয় লোকবিশ্বাস ও ধর্মপূজাকালে ধর্মক্ষেত্রগুলি পরিভ্রমণ করে পূজাচার দেখলে এর সত্যতায় কোন সন্দেহ থাকে না।

ধর্ম ও শিব

শূন্যপুরাণ মতে শিব আদ্যার গর্ভজাত পুত্র ও তপস্বী। ধর্ম আদ্যাদেবী দুর্গাকে শিবের হাতেই অর্পণ করেন। আদ্যাদেবীর সৃষ্টি ধর্মের অঙ্গ-স্বেদ থেকে। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব ধর্মের নিকট থেকে পেলেন সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের ভার। ধর্মপূজায় শিবপূজার বিধান[১] আছে, কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে ধর্মই শিব। পূজাবিধানে অন্যত্র ধর্ম ও শিবকে এক করা হয়েছে, ধর্মকে আবাহন জানিয়ে বলা হয়েছে 'কৈলাস ছাড়িয়া গোসাঞি করহ গমন।'[২] শূন্যপুরাণের শেষ-দিকে ধর্ম-নিরঞ্জন-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এক হয়ে গেছেন, যিনি ন-কারে নিরঞ্জন তিনি ম-কারে মহাদেব, তিনিই ধবল-বর্ণ-ধর্ম।[৩] অথচ সৃষ্টি পত্তনে এবং 'অথ পুষ্পাঞ্জলি' অংশে বলা হয়েছে 'বম্ভা-বিষ্টু মহেসর' ধর্মের তনয়।

কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণে ধর্ম ও শিব যে এক হয়ে গেছেন তাতে সন্দেহ থাকে না। অথ চাস অংশে বলা হয়েছে :

ওঁ কার লইআ ধম্মর পঞ্চম বেদ।
সুন সুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥
জখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর ॥

৬। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৫৬, ৩৯৩।
৭। রাঢ়ের সংস্কৃতি—অমলেন্দু মিত্র, পৃঃ ৬১-৬৩।
৮। বৌদ্ধগান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃঃ ৬-৭।

১। ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ৫৭-৬৬।
২। ঐ পৃঃ ৪।
৩। শূন্যপুরাণ, আদর্শ পুথির শেষাংশ, অথ দেবীর মনক্রি।

এই দিগম্বরই ভোলানাথ এবং পার্ব্বতী—ঈশ্বর।

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু মিত্র রাঢ় অঞ্চলে সংগৃহীত তথ্য থেকে ধর্মঠাকুরের শিব সাযুজ্য বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। শিবের বাণব্রত উৎসব ও ধর্মের গাজন ও শিবের গাজনে তিনি মিল দেখেছেন।[৪] উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে[৫] ধর্মপূজাকে শিবের ভিন্নতর রূপ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শিব ব্রাত্যদের দেবতা, ধর্মও ব্রাত্যদেরই পূজ্য। ঋগ্বেদে কৃষিসূক্ত রয়েছে।[৬] এই সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গৌতম বামদেব। শিবের অপর নাম বামদেব। শিব বৃত্তিহীন, বামদেব বৃত্তিহীন। শূন্যপুরাণে শিব বৃত্তিহীন ভিখারী।[৭] পৌরাণিক শিব অযোনিজ, ধর্ম অযোনিজ। বামদেব্যসাম ওতপ্রোত রয়েছে মিথুনে। তার তত্ত্ব জেনে যিনি মৈথুন করেন, একদিকে তার প্রতি মৈথুনে যেমন সন্তান উৎপন্ন হয়, তেমনি তিনি হন মিথুনীভূত অর্থাৎ শক্তির সঙ্গে নিত্যসঙ্গত।[৮] তার ব্রত হচ্ছে সমাগমার্থিনী কোনো নারীকেই তিনি পরিহার করেন না। আমাদের ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত চাষী শিবের কোচ-নারীতে আসক্তি, এ-থেকেই আগত বলে অনুমান করি। আর বামদেবদৃষ্ট কৃষিসূক্ত থেকেই বামদেব শিবের কৃষক রূপ। শূন্যপুরাণে তিনি চাষী এবং 'কামদ' ধানের উৎপত্তির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অবিচ্ছেদ্যভাবে বামদেব্যসামোক্ত মৈথুনাসক্ত শিব।

কৈতুক করিতে সিবে উপজিল কাম।
কামে উপজিল ধান কামদ বলি নাম॥[৯]

তন্ত্রে 'হং' শিববীজ ; এবং আকাশবীজও। সুতরাং শিব দ্যুস্থান দেবতা।

৪। রাঢ়ের সংস্কৃতি—অমলেন্দু মিত্র, পৃঃ ৬৭-৭২।

৫। A view of the History, Literature & Religion of Hindoos—by W. Ward, Vol. II, page 184, 2nd edition, 1815.

৬। ঋগ্বেদ—৪/৫৭।

৭। ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর॥
রজনী পরভাতে ভিকৃখার লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই॥ ৪ —অথ চাস ; শূন্যপুরাণ।

৮। বেদ-মীমাংসা—অনির্বাণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।

৯। অথ চাস। ২৩। শূন্যপুরাণ। তুলনীয় ধর্মপূজাবিধান, অথ ধান্য জন্ম, পৃঃ ২৩১।

অনির্বাধ বিপুল প্রসার তার গুণ। বেদে বরুণ দ্যুস্থান দেবতা এবং তিনিও 'এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তম নমস্যা ধীরমমৃতস্য গোপাম'।[১০] শূন্যপুরাণে ধর্ম-ঠাকুরে বরুণ ও শিব একীকৃত। চাষীশিবে বামদেব্যসামোক্ত মৈথুন ও কৃষিসূক্ত, তন্ত্রোক্ত হং—বীজাশ্রয়ী শিবশক্তি ও বেদোক্ত বরুণ এক হয়েছে। তবু তার লৌকিক অর্বাচীন ধান্য চাষ কাহিনীতে বিন্দুমাত্রও পুরাণ-গন্ধ আরোপিত হয় নি।

ধর্ম ও যম

শূন্যপুরাণে দেখান হয়েছে ধর্মভক্ত্যাকে যম স্পর্শ করতে পারেন না। রামাই পণ্ডিতকে যমদূত মৃত্যুলোকে নিয়ে গেলে যম কি বিপাকে পড়েছিলেন শূন্যপুরাণান্তর্গত যমপুরাণে তার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বরুণ-সূর্য-শিবঠাকুরের মত ধর্মঠাকুরে যমও এসে মিশেছেন। বাংলাদেশে ধর্মপূজা প্রবর্তনের বহু পূর্বেই ভারতীয় সাহিত্য ও পুরাণ-উপনিষদে যমরাজ হয়ে উঠেছেন ধর্মরাজ, তিনি অমৃতের দেবতা, মৃত্যু জয় করেই মৃত্যুর অধিপতি। তিনি ধর্মপতি ও মৃত্যুপতি দুই-ই। মহাভারতে যমরাজই ধর্মরাজ। গ্রামদেবতারূপে যম-ধর্মের পরিচয় সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—ঋগ্বেদ থেকেই চলে আসছে।[১] 'ধর্মাভুবদ বৃজনস্য রাজা'—গ্রামের রাজা হয়েছেন ধর্ম। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় ডঃ সেন আরো দেখিয়েছেন, গিলগিট পুথিতে[২] যম ও ধর্ম এক—'যমস্য ধর্মরাজস্য', 'যমোঽপি ধর্মরাজ'। এই যমরূপী ধর্ম-রাজের সঙ্গে কুকুরের যোগ আছে, কুকুররূপী ধর্মের কথা মহাভারতে মহা-প্রস্থানিক পর্বে রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুর সঙ্গে কুকুরের ক্রন্দন প্রেতাত্মা ও যমদূতের দর্শন-জাত বলে বিশ্বাস এখনও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত। বাউরি বলে পরিচিত একটি ধর্ম-উপাসক সম্প্রদায় কুকুরকে পবিত্র ও ধর্ম-প্রতীক বলে বিশ্বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে বহু গ্রাম-দেবতা ধর্মরাজের পূজায় ধ্যানমন্ত্রে যমের ধ্যানই উচ্চারিত হয়ে থাকে।[৩] আমাদের পিতৃ-তর্পণ কালে কৃত্য যমতর্পণের মন্ত্রেও রয়েছে, 'যমায় ধর্মরাজায়......'।

১০। ঋগ্বেদ—৮।৪২।২।

১। রূপরামের ধর্মমঙ্গল।
২। গিলগিট পুথি—নলিনাক্ষ দত্ত সম্পাদিত। পুথির কাল নির্দিষ্ট হয়েছে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-শতাব্দী।
৩। সিউড়ী থানার ইন্দ্রগাছ বা ইন্দগাছা। সাঁইথিয়া থানায় অজয়কোপা, বোলপুর থানায় সুপুর, বর্দ্ধমানে রামচন্দ্রপুর গ্রামের ধর্মঠাকুরের পূজক ব্রাহ্মণ ধর্ম-ধ্যানে যমরাজের ধ্যানমন্ত্রই উচ্চারণ করেন। মন্ত্রটির প্রারম্ভিক চরণ 'নমস্তে বহুরূপায় যমায় ধর্মরাজায়'-এর সংগে তুলনীয় যম-তর্পণের 'যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ' প্রভৃতি।

শূন্যপুরাণে ধর্মরাজ ও যম এক, কিন্তু শূন্যপুরাণান্তর্গত যম ও ধর্ম পৃথক দুই দেবতা। আবার বৈতরণী অংশের ধর্মরাজ-চিত্র প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাসের যমরাজ চিত্রেরই পুনর্লিখন। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'অব্‌স্‌কিওর রিলিজিয়াস কাল্‌ট্‌স্‌' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।[৪]

ধর্ম ও কুবের

পূজা উপচারে ধর্ম ও কুবেরের মিল লক্ষ্যণীয়। যক্ষ-কুবেরের পূজো হত মদ্য ও মাংস উপচারে। চৈতন্যভাগবতে রয়েছে "মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে"।[১] ধর্মের পূজোপকরণের একটি প্রধান উপচার মদ্য ও মাংস। মার্কণ্ড মুনির পত্নী পতির কুষ্ঠরোগ উপশম কামনায় ধর্মকে মানৎ করেছেন—

মদ্যের পুষ্করিণি দিব পিষ্টের জাঙ্গাল।
মদে মাংসে বারমতি ভরিব বারে বার॥[২]

পশ্চিমবঙ্গে বহুগ্রামে ধর্মপূজায় মদ্য একটি প্রধান উপচার। মানভূম জেলার (বর্তমান পুরুলিয়া) সর্বত্রই গ্রামাঞ্চলে 'ধরম'-পূজায় ধর্মভক্ত্যা মদ্যপান করে। বীরভূম জেলার মোহনপুর, খুজুটি পাড়া প্রভৃতি গ্রামের ধর্মপূজায় মদ তৈরী ও নিবেদনের প্রথা অদ্যাপি বিদ্যমান। ধর্মের গাজনে শোভাযাত্রী তাঁতি ডোম বাউরী প্রভৃতি জাতির পুরুষেরা অল্পবিস্তর মদ্যপান করে থাকেন। ধর্মপূজায় দীপোৎসর্গ একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান।[৩] শারদীয় দুর্গোৎসবে সপ্তমীর দিন থেকে বিজয়া পর্যন্ত একটি অনির্বাণ দীপ সযত্নে রক্ষা করার রীতি রয়েছে। এই দীপটিকে কুবের বা কুবেরের দীপ বলা হয়। জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন পরিত্যক্ত বৃহৎ অট্টালিকা বা স্তূপে যক্ষের আবাস—এমনি একটি লোকবিশ্বাস বহুকালাবধি চলে আসছে। এইরূপ পরিত্যক্ত নির্জনে ধর্ম-ঠাকুরের প্রতীক-শিলা মালদহ-দিনাজপুরের বহুগ্রামে পূজিত হয়। ধর্ম ধন-দান করেন, তিনি দারিদ্র্যহর। কুবেরও ধনপতি। যক্ষের ধন বাংলায়

৪। Obscure Religious Cults, Page 268-272.

১। চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, অপরার্ধ—সুকুমার সেন, পৃঃ ১।

৩। ধর্মের উদ্দেশ্যে দীপোৎসর্গকে কেহ কেহ জৈন-প্রভাবজাত বলে মনে করেন। দ্রষ্টব্যঃ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫২৬

একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। কুবেরের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রও একটি ক্ষীণ সূত্রে জড়িত বলে মনে হয়। ভুটানের বৌদ্ধেরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কুবেরের পুজা করেন। ধর্মে যে কুবেরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ একটি ধর্ম-শিলা। সাঁইথিয়ার বেলিয়া (বা বেলে) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত মনুষ্য-মূর্তির উপরিস্থিত একটি ধর্মশিলা পূজিত হয়। কালপ্রবাহে মূর্তিটির মস্তক ভেঙ্গে গেছে। কুবের নর-বাহন। এই ধর্মশিলাটি কুবেরের স্মৃতি বহন করছে। মনুষ্যোপরিস্থিত ধর্মের চিত্র সৃষ্টি পত্তন, সংজাত পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ অথবা ধর্মমঙ্গলের কোথাও নেই। বাহন দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি চিহ্নিত করণের প্রচলিত পদ্ধতি মেনে নিলে শিলাটিকে কুবের-প্রতীক বলতে হয়। কুবেরই এই গ্রামে ধর্মমন্ত্রে পূজিত হচ্ছেন।

ধর্ম—বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ

একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করা, অনুভব করা ও চেতনায় সুস্থিত করাই যদি সনাতন হিন্দুধর্মের বীজ হয়ে থাকে তবে ধর্ম-বিশ্বাসী ব্রাত্য বিপুল সংখ্যক হিন্দুজনমণ্ডলীর উপাস্য ধর্মঠাকুরে যে 'সর্বমেকৈকদেবম্' এবং 'বহুধা বিস্তরাদ্' দেবতা-ভাবনা আশ্রয় লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই। বরুণ, সূর্য, শিব যে ধর্মঠাকুরে নানাভাবে এসে মিলেছেন, সে-কথা আমরা পূর্বে বলেছি। এ ছাড়া বিষ্ণু-রাম-কৃষ্ণও ধর্মঠাকুরে যে আশ্রয় লাভ করেছেন শূন্যপুরাণ থেকে তার প্রমাণ মিলে। ধর্মপূজাবিধান ও ধর্মমঙ্গলেও সে প্রমাণ আছে।[১] শূন্যপুরাণের 'ভেটিব সোরূপনারান',[২] 'বৈকুণ্ঠভবনে ধর্ম হইলেন স্থিতি',[৩] 'ন-কারে নম বিষ্টু',[৪] প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশে, ধর্মপূজাবিধানের 'আদিদেব জগন্নাথ সৃষ্টিস্থিতি কারকঃ',[৫] 'নারায়ণ

১। ধর্মপূজা বিধানঃ ধর্মের প্রতি অনিলের উক্তি—

সত্ত রজ তম তিন গুণা স্থিত হয়া।
সৃজন করহ ক্ষিতি রজগুন নঞা॥
সত্তগুণে বিষ্ণুরূপে করহ পালন।—পৃঃ ২০২

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল (পীযূষ মহাপাত্র সম্পাদিত)—

পিতামাতা দুঃখ পায় গৌড় কারাগারে।
ও দুঃখ আপনি জান কৃষ্ণ অবতারে॥—পৃঃ ৫৭৮-৭৯

২। শূন্যপুরাণ। অথ পুষ্পাঞ্জলি, ৬, ২৪। অথ পুষ্পতোলন, ২৪।

৩। শূন্যপুরাণ। দেবস্থান, ১০। ৪। শূন্যপুরাণ। অথ দেবীর মনক্রি—নম সত্ত সত্ত করতার প্রভৃতির ৪ সংখ্যক শ্লোক। ৫। ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৮১।

নমস্তুভ্যং',[৬] 'নারায়ণং মহাত্মানং'[৭] মন্ত্রাংশগুলিতে বিষ্ণু-নারায়ণ বলেই ধর্মকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিবাহন নারদও আছেন।

(১) শুনিঞা মুনিরাজ বাহন করিল সাজ
ঢেঁকী পিঠে করি আরোহন—শূন্যপুরাণ : ঢেঁকী মঙ্গলা।

(২) হেন কালে আইল তথা নারদ তপোধন।
... ...
ব্রহ্মা কন নারদ মুনি কর অবগতি—শূন্যপুরাণ : অথ ছাগজন্ম।

বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সঙ্গে ধর্মকে একাকার করার প্রচেষ্টা চলেছিল। রাঢ়ের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ধর্মপীঠের ধর্মঠাকুরগুলির পূজোপকরণে তুলসীপত্রের ব্যবহার রয়েছে। তুলসীর কথা শূন্যপুরাণেও আছে—

বসাইল নিরঞ্জণে সেইত সিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধর্ম্মর চরণে—শূন্যপুরাণ : অথ জলপাবন।

তুলসীর সহিত নারায়ণ শিলার যোগ রয়েছে, হিন্দুশাস্ত্রমতে এই শিলায় অখণ্ড সচন্দন তুলসীপত্র 'বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে নারায়ণায়' বলে অর্পণ করতে হয়।

চক্র বা বংশীধারী কৃষ্ণ শূন্যপুরাণে নেই তবে বিষ্ণু-কৃষ্ণ বাহন গরুড়ের[৮] কথা রয়েছে বহুস্থলে। গোপকৃষ্ণের একটি বিশিষ্ট আসঙ্গ ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে স্থানবিশেষে ধর্মগৃহ আবৃত করে দেখান হয়েছে।[৯] রামায়ণের স্মৃতিও ধর্মে অনুপস্থিত নয়। গরুড়ের মত হনুমানও শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান ও ধর্মমঙ্গলে বেহস্থল জুড়ে রয়েছে। হনুমান দক্ষিণ দুয়ারের প্রহরী, হনুমান কোটাল, হনুমান রাক্ষসের শত্রু, লঙ্কা ও রাক্ষসের সঙ্গে যুক্ত করেই শূন্যপুরাণে হনুমানের চিত্র অঙ্কিত।[১০]

৬। ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৮২।
৭। ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৯১।
৮। 'শুনহে গড়ুর মুনি ঘুচাব কপাট খানি'—শূন্যপুরাণ : হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা।
'রামাই পণ্ডিত তথা গড়ুর মহামুনি'। " অথ টীকা প্রতিষ্ঠা।
'গড়ুব কোটাল আইল করিয়া সংহতি'। " অথ হোম যজ্ঞ।
৯। 'মউর পুচ্ছর ছাউনি ধর্ম্মর ঘর'। " হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা।
১০। 'দক্ষিণ দুয়ারে বীর হনুমান ঘুচাঅ কপাটখান'—শূন্যপুরাণ : হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা, দ্বারমোচন।......পরের পৃঃ দ্রঃ।

ধর্মপূজাবিধানে এক জায়গায় রাধাকৃষ্ণ ও রামের উল্লেখ রয়েছে—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ। অথ ধান্ত জন্ম। রাম রাম বন্দিব গোসাঞি তোমার চরণ। প্রণতি করিয়া বন্দ দেব নিরঞ্জন" ॥[১১] স্থানবিশেষে হরিসংকীর্তন মাহাত্ম্যও বন্দিত হয়েছে।

"গাইল পণ্ডিত রাম নম মত সার।
হরি হরি বল সভে জয় জয়কার ॥
পুজগো আমিনী ঠাকুর করতার।
তারিবেন কৃষ্ণচন্দ্র স্থনগো ব্যাহার ॥[১২]

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এমনিভাবে ধর্মঠাকুরে এসে মিশেছেন বি-চক্রমিত বিষ্ণু, যিনি 'ধর্মানি ধারয়ন',[১৩] গরুড় বাহন বাসুদেব, হনুমান ও রাম, এমন কি নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও।

যোগাচার, তন্ত্র ও ধর্ম ঠাকুর

দেহকে অবলম্বন করে বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ও মন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা দেহস্থিত পরমাশক্তিকে জাগ্রত করে সমাধি লাভের গুরুনির্দিষ্ট বিচিত্র গূহ্য সাধন-প্রক্রিয়া সাধারণভাবে যোগ ব'লে অভিহিত। তন্ত্রে অভিষ্ট এক হলেও আচারে পার্থক্য রয়েছে, তান্ত্রিক আচারের উপকরণ বহির্বিশ্ব থেকে আহরিত, কিন্তু দেহস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর জাগৃতি ও উর্ধ্বগামিতা যোগাচারের মতই; সাধনার স্তর, উপকরণ, অবস্থা, দেহস্থিত পরমাশক্তির উদ্বোধন-বিষয়ক ব্যাপার—সংজ্ঞক প্রতীক, নাম ও ইঙ্গিতগুলি কোন কোন স্থানে পৃথক। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কূর্মের সম্বন্ধ দেখে এবং 'কূর্ম' যোগ ও তন্ত্রে ব্যবহৃত একটি বিশেষ প্রতীকবাচী শব্দ বলে স্বভাবতই ধর্মঠাকুরের পূজার্চনায় বা ধর্ম-বিশ্বাসে যোগ ও তন্ত্র বিদ্যমান বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, যোগ-তন্ত্রে প্রায়শঃ ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ ছাড়া শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান বা ধর্মমঙ্গলে যোগাচার বা

'লঙ্কার দুআরে আজি শুনিব বারতা'। শূন্যপুরাণ : অথ হোম।
'লঙ্কার দুআরে …… হনুমন্ত কোটাল'। " টীকা প্রতিষ্ঠা।
'হনুমান রাক্ষসে একই ঘাটে জল খাঅ'। " ঐ

১১। ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ২২৭।

১২। ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ২৫০।

১৩। ঋগ্বেদ—১।২২।

তন্ত্রসাধনার অন্য কোনোরূপ বিশেষ বর্ণনা, ব্যবস্থা অথবা নির্দেশ নেই। শব্দ ও চিত্রকল্পগুলি, আমাদের বিশ্বাস, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্ম-সাহিত্য থেকে আগত।

মন পবন কল্পনা মায়া।
আদি অনাদি নিরঞ্জন আদ্যকায়া॥[১]
... ...
সুনার সে নৌকা রূপার কেরআল।
... .
মন কর নৌকা পবন কেরুয়াল।
... ...
মন হৈল নৌকা পবন হৈল স্থিতি
রজতের নৌকা হৈল সুবর্ণ কেরুয়াল।[২]

চরণগুলির 'মন পবন', 'কল্পনা মায়া', 'সুনার নৌকা', 'রূপার ক্ষেরআল', 'রজত নৌকা', 'সুবর্ণ কেরুয়াল', 'মন নৌকা', 'পবন হৈল স্থিতি'—ইত্যাদি সাধন-সংজ্ঞক রূপকাশ্রয়ী শব্দগুলি চর্যাপদে ব্যবহৃত 'মণ পবন', 'মণ কেডুআল', 'মোনে ভরিতী করুণানারী'[৩] প্রভৃতি অনুরূপ শব্দের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, শব্দগুলির অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মতত্ত্ব ধর্মঠাকুরে এসে নিঃশেষিত।

বর্তমানে যোগ অথবা তন্ত্রসিদ্ধি ধর্মভক্ত্যার উদ্দীষ্ট নয়, সেরূপ সাধন-ক্রিয়াও ধর্মমণ্ডলিতে প্রচলিত নেই। জ্ঞানশূন্যা-ভক্তিবাদ ও তৎসহ কতিপয় আদিম-ইন্দ্রজাল-বিশ্বাস ধর্ম-বিশ্বাসী জন ও পুরোহিতগণের সাধন সম্বল। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন ধর্ম-সেবাইৎ তন্ত্রাচারে অভ্যস্ত ছিলেন, সে তন্ত্র শৈব পন্থীর—প্রবক্তা শিব, পার্বতী শ্রোতা। সাধক পদতল থেকে মস্তক-শীর্ষ পর্যন্ত দেহে তন্ত্রের পীঠভূমি রচনা করবেন এবং দুই চক্ষুর মধ্যবিন্দু গগনে মায়া-পুরুষকে প্রত্যক্ষ করবেন। তিনি সিদ্ধ হবেন ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নায়, সত্ত্ব-রজ-তম গুণের উর্ধ্বে করবেন স্থিতি।

১। শূন্যপুরাণ—অথ তাম্রধারণ, ২।
২। " অথ বৈতরণী, ১১, ১৬, ১৭, ১৮।
৩। চর্যাপদ —পৃঃ ৯, ৩৬, ৬৪।

এশিয়াটিক সোসাইটির জি. ৫৪৩৮ সংখ্যক পুথির শেষাংশে কায়াসম্ভেদ নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে। পরিচ্ছেদটির শেষাংশ গদ্যে রচিত। এই অংশেই ভূদেব (মহাদেব) পার্ব্বতীকে শরীরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির তত্ত্ব-পরিচয় এবং মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত চক্র ষট্‌কের ও মেরুদণ্ড মধ্যস্থ ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু এখানে মূলাধার ইড়া-পিঙ্গলা প্রভৃতি নামগুলি পৃথক। ধর্মতন্ত্রে পদতলকে কোতুলি-পা বলা হয়েছে। তার উপর 'সেত হাড়', শ্বেত হাড়ের উপর চক্রহাড়, চক্রহাড়ের উপর অভ্যাকমলা অবস্থিত। অভ্যাকমলাই মূলাধার। অভ্যাকমলের উপর ঋদয়মণি (হৃদয়মণি), তার উপর নাটিকা, নাটিকার উপর ঘোটিকা, ঘোটিকার[৪] উপর চক্ষু, চক্ষুর পর মস্তক অর্থাৎ সহস্রার দুই চক্ষুর মধ্য বিন্দুকে বলা হয়েছে গগন দেশ। এই অঞ্চলে অবস্থান করেন মায়াপুরুষ, এবং নিদ্রায় আচ্ছন্ন করেন জীবকে। মেরুদণ্ডকে বলা হয়েছে কাঙ্গালি ডাণ্ডা। তন্মধ্যে 'ত্রিদেবী বসন্তী', ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মা, বিশ্বরূপে বিষ্ণু এবং কালরূপে মহাদেব। ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, বিষ্ণু সত্ত্ব ও মহাদেব তমগুণাত্মক।

এই পন্থা কিরূপ ছিল, আচার-আচরণ যোগাভ্যাসের ধারাই বা কি ছিল—আজ তা জানার উপায় নেই। কারণ অধুনা ধর্ম-মণ্ডলীতে কায়া-সম্ভেদে বর্ণিত ধর্ম-তন্ত্র বিস্মৃত ইতিহাস মাত্র। এখন হিন্দুধর্মের শিব-বিষ্ণু ধর্মকে গ্রাস করেছে। ধর্ম-বিশ্বাস ও পঞ্চোপাসক হিন্দুর ইষ্ট বিশ্বাসে আজ কোন পার্থক্য নেই।

ধর্মঠাকুরে বৌদ্ধধর্ম

ধর্মঠাকুরের আলোচনার সূত্রপাত থেকেই পণ্ডিতেরা বলে আসছেন, ইনি 'বৌদ্ধ ঠাকুর'। এখনও সে আলোচনার শেষ হয় নি। পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরে আরো অন্যান্য বহু দেবদেবীর আভাস-প্রভাব মিলেছে, শেষ এসে ঠেকেছে অপস্রয়মান বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শূন্যতা ও গৈরিকে—তুর্কী আক্রমণের পর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে যারা মুখ লুকাল বাংলার নিম্নকোটির ব্রাত্য সমাজের অন্তরালে, গৈরিককে রূপান্তরিত করল ধর্মের সর্বশুক্লতায় এবং জ্ঞেয়—জ্ঞাতার অভিন্ন-শূন্যতায় অঙ্গীকার করল সর্ববিধ সগুণত্ব।

৪। কণ্ঠ ও নাসাবিন্দুকে যথাক্রমে নাটিকা ও ঘোটিকা বলা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মঠাকুরের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝাতে আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত পালি মিলিন্দ-পঞ্‌হ কাহিনীর সূত্র ধরে একটি চমৎকার তুলনা দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক বিষয়ে, এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত এবং বোধ করি শেষ সিদ্ধান্ত। তিনি বলেছেন:

"The question of king Milinda is whether the man who is reborn is the same as the man who is dead or is an absolutely new man. It is indeed very difficult to answer the question directly in consistence with the theory of momentariness of the Buddhists. The answer of the Elder Nāgasena is, therefore, indirect; he says that the man who is newly born is neither the same as the former, nor is he absolutely a new man; but in spite of the absence of personal identity the latter is to be associated with the former only because of the fact that the former is mysteriously responsible for the existence of the latter. The argument of Bhadanta Nāgasena may very aptly be repeated here in connection with the exact relation between the Dharma cult and Budhism, or the conception of the Dharma-thakura and the conception of the ultimate reality propounded in Mahāyāna Buddhism."[1]

শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাপদ্ধতিতে ধর্মঠাকুরের যে পরিচয় বিবৃত হয়েছে তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক নির্মিত হতে পারে, এবং বহুস্থলে তত্ত্বের ব্যাখ্যায়—এ-দুয়ে বেশ মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে। বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হল।

শূন্যপুরাণে ধর্মঠাকুরের পাঁচজন পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত হয়েছে—সত্যযুগে সেতাই, ত্রেতাযুগে নীলাই, দ্বাপরে কংসাই ও কলিতে রামাই পণ্ডিত। আগামী শূন্যযুগে আর একজন পণ্ডিত আসবেন, যার নাম হবে গোঁসাই। যদিও পাঁচযুগে পণ্ডিত-পঞ্চ পৃথক পৃথক ভাবে ধর্ম সেবার জন্য আবির্ভূত তবু ধর্মপূজাকালে ধর্মস্থানে একত্রে পাঁচযুগ ও পঞ্চপণ্ডিত আবির্ভূত হন বলে ধর্ম সেবাইত বিশ্বাস করেন। পাঁচদিকে পাঁচজন পণ্ডিতের সহায়তায় নিযুক্ত

১। Obscure Religious Cults—S. B. Dasgupta, Page, 272.

রয়েছে পাঁচজন কোটাল—পূর্বে সূর্য, পশ্চিমে চন্দ্র, দক্ষিণে হনুমান, উত্তরে গরুড় ও শূন্যে উলূক। শূন্য বাদ দিয়ে ধর্মের চারদিকে চারটি দ্বার এবং প্রতিদ্বারে একজন করে দ্বারপাল রয়েছেন। পূর্বদ্বারে রয়েছেন মহাকায়, পশ্চিমদ্বারে মহাকাল, উত্তরদ্বারে নন্দীদেব ও দক্ষিণদ্বারে জম্ভল অথবা তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা। দ্বারপালগণের সহযোগী পাত্রদেরও নাম রয়েছে, পূর্বে ডামরসাঞি, পশ্চিমে পডিহার, উত্তরে কামদেব ও দক্ষিণে হনুমান। প্রতি পণ্ডিতের অনুচর সংখ্যাও বিবৃত হয়েছে, সেতাই-এর অনুচর সংখ্যা চার-শ, নীলাই'-এর আট-শ, কংসাই'এর বারো-শ ও রামাই-এর ষোল-শ। এ ছাড়া ধর্মঠাকুরের রয়েছেন আমিনী অর্থাৎ ঘটদাসী—এরা সেবিকা, আর রয়েছেন অজস্র আবরণ দেবতা। আবরণ দেবতাদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বেদের ইন্দ্র-বরুণ থেকে শুরু করে অর্বাচীন কালের কোন গ্রামদেবী গোবাটচণ্ডী পর্যন্ত কেউ তাতে বাদ যায় নি। আমিনীরা পাঁচজন। নাম—বৌস (বসুয়া) আমিনী, (বি) চিত্রা আমিনী, গঙ্গা আমিনী, দুর্গা আমিনী ও অভয়া অমিনী।

ধর্মের পঞ্চ-পণ্ডিত তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের পঞ্চ তথাগতের সমতুল। পঞ্চ তথাগতকে ধ্যানীবুদ্ধও বলা হয়, সুতরাং তারা ক্রমে সহজেই ধ্যানসিদ্ধ পাঁচজন ভক্ত পণ্ডিতে রূপান্তরিত হতে পারেন। পঞ্চ তথাগত পঞ্চস্কন্দ ও পঞ্চভূতেরও অধিদেবতা।

যত দিন যেতে থাকে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রপ্রভাব ততই প্রবল হতে থাকে এবং শেষে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধে এসে মিলিত হয় তাদের প্রত্যেকের বোধিসত্ত্ব, শক্তি, বাহন, মুদ্রা, কুল, বীজ প্রভৃতি, ঠিক তন্ত্রে যেমন থাকে।

বৌদ্ধধর্মের এইরূপ পরিণাম থেকেই যে ধর্মঠাকুরের পণ্ডিত, দ্বারপাল, কোটাল, আমিনী প্রভৃতির উদ্ভব তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেন্দ্রে ধর্ম, তার পাঁচদিকে পাঁচ পণ্ডিতের মূল বজ্রসত্ত্বের পঞ্চ তথাগত। পঞ্চ তথাগতের মধ্যে কেন্দ্রস্থিত বিরোচনের বর্ণ শ্বেত, এ-থেকেই সেতাই পণ্ডিত বর্ণ-সাদা, পূর্বে অক্ষোভ্য বর্ণ নীল, এ থেকেই নীলাই পণ্ডিত বর্ণ-নীল, দক্ষিণে রত্ন সম্ভব বর্ণ-পীত, এ-থেকেই কংসাই পণ্ডিত বর্ণ-পীত, অমিতাভ পশ্চিমে বর্ণ-রক্ত, এ-থেকেই রামাই বর্ণ-লাল এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি বর্ণ সবুজ, এ-থেকেই গোসাঞি পণ্ডিত রং যার সবুজ,—জন্ম নিয়েছেন। বিরোচনাদি পঞ্চ তথাগতের পাঁচজন শক্তি যথাক্রমে বজ্রধাত্বেশ্বরী বা তারা, লোচনা, মামকী, পাণ্ডবা ও আর্যতারা বা তারা। এই পঞ্চ শক্তিতত্ত্ব থেকেই

উদ্ভব সেতাই-নীলাই-কংসাই-রামাই-গোসাঞির সহযোগিণী ঘটদাসী বা আমিনীরা, যথাক্রমে বসুয়া বা বিজয়া, চিত্রা বা বিচিত্রা বা চরিত্রা, গঙ্গা, দুর্গা ও অভয়া। পঞ্চ তথাগতের পঞ্চ বোধিসত্ত্ব ও পঞ্চ বাহনের সঙ্গে ধর্মের কোটাল—পঞ্চক ও পঞ্চ দ্বারপাল তুলনীয়। হিন্দু তন্ত্র-দেবতা তার বীজ ও শক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনেই পূর্ণ, যেমন দেবতা শ্রীকণ্ঠ, তার বীজ অং ও শক্তি দেবী পূর্ণোদরী; দেবতা অনন্ত, বীজ আং শক্তি দেবী বিজয়া; ইং বীজ, দেবতা সূক্ষ্ম, শক্তি শাম্মলি প্রভৃতি। কেবল বীজ, কেবল দেবতা বা কেবল তার শক্তির পৃথক সাধনা তন্ত্রে নিষিদ্ধ এবং অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায়। বৌদ্ধধর্মে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই তন্ত্রের প্রভাব আরম্ভ হয়, আচার্য অসঙ্গ তন্ত্রপন্থা বৌদ্ধপন্থায় গ্রহণ করেন। বুঝতে হবে এর পূর্ব থেকেই তন্ত্রাচার বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করেছিল, আচার্য অসঙ্গতাকেই বিশিষ্ট রূপ দিয়ে শাস্ত্রের আকার দান করেছেন। বৌদ্ধধর্মে সাধকের উদ্দীষ্ট ব'লে যে ক'টি বিষয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, শূন্যতা, সৎ-সম্বোধি, বোধিচিত্ততা বা মহাসুখ পরবর্তীকালে সেইগুলিই মিলেমিশে একজন সর্বব্যাপী সার্বভৌম সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়ে ধর্মঠাকুর নাম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের শূন্যতায় 'কিছু-না' যতটা প্রবক্ত অবশেষে ততটাই প্রতিভাত শূন্যতার অস্তিত্ব। বিজ্ঞানবাদীর 'বিজ্ঞানমাত্রতা' বা 'অভূত পরিকল্প' জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অদ্বৈত, কিন্তু শূন্যতা নয়। এইরূপ একটি অবস্থা, বিষয় বা প্রকৃতির অসিত্বই ক্রমে 'তথতা রূপ' বলে অভিহিত হয়েছে। এ থেকেই তত্ত্বগত ধর্মের জন্ম। তখন রেখা ছিল না, রূপ ছিল না, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-মেদিনী-আলো-অন্ধকার কিছুই ছিল না, 'শূন্যতা' ছিল, 'শূন্যে' ভর দিয়ে 'শূন্য' ছিল। এই 'শূন্য'-তাই শূন্যপুরাণে সৃষ্টিপত্তনে বর্ণিত 'প্রভু', তিনি সুখে শূন্যে বিহার করেন অতএব 'মহাসুখ', তিনি 'মায়াধর' এবং 'আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ' এবং সগুণ ও স্রষ্টা। এখানেও শূন্যতা অর্থে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অদ্বৈত কিন্তু তারই মধ্যে মহা সুখবোধ ও মুমুক্ষার বাসনা বিদ্যমান বলে সেই শূন্যতায় জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার দ্বৈতও রয়েছে। 'আপনার কাআ' সৃষ্টির কারণ 'দয়া'। যেমন 'শূন্যতা' তেমনি 'দয়া'—শূন্যতারও গুণ-কল্পনা এবং 'কারণ দয়া'র পরিকল্পনা শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনে এসেছে অবধারিতভাবেই বৌদ্ধধর্ম থেকে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ-মন্ত্র থেকে বুদ্ধ ও সঙ্ঘ ক্রমে অপসৃত হয়ে ধর্ম-শরণের বৌদ্ধিক অর্থ বিপর্যয়ে ধর্ম অবশেষে ধর্মঠাকুরে রূপ নিয়েছেন বলে অনেকে

মনে করেন। এ-ও মনে করেন যে, বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজনে বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন রয়েছে। এ-ছাড়াও শূন্যপুরাণের ধর্ম পরিকল্পনায় অতিরিক্ত আরো কিছু রয়েছে।

বাঙ্গালীর ধর্মীয়-ধ্যান-ভাবনায়, অধ্যাত্ম-চিন্তায় এমন একটি বিশিষ্টতা রয়েছে, যা কখনই পৃথক কোন মতকে বা বাদকে প্রাধান্য দেয় নি, অতীতের সঙ্গে নবীনের মিলন ঘটিয়ে তাকে নূতন রূপ দিয়ে নূতন নামে অভ্যর্থনা করেছে। উপনিষদের আত্মতত্ত্ব যেমন বাঙ্গালী চিত্তে আসন পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে সমান সমাদর আউল-বাউল-সূফী-ফকিরের সহজ সাধনা। অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, বা অচিন্ত্য ভেদাভেদে বাঙ্গালীর সমান আগ্রহ। জ্ঞানশূন্যা ভক্তিবাদ অথবা জ্ঞানমিশ্রাভক্তি বৃন্দাবনে প্রবর্তিত হলেও জীবনে চর্চিত হয়েছে এই বঙ্গভূমিতেই। কালে নানা ভাব-ভাবনার পলি স্তরে স্তরে বঙ্গীয় জীবনে সঞ্চিত হয়েছে, আলোড়িত ও মন্থিত হয়েছে। এবং সে মন্থনে উত্থিত হয়েছেন একদিন ধর্মঠাকুর। বাঙ্গালার কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের সর্বশেষ পরিণামই ধর্মঠাকুর নয়, এর সঙ্গে রয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকে আহরিত বঙ্গীয় জীবনে অজস্র ধারায় প্রবাহিত বিচিত্র ধর্ম-বোধ, লোক-বিশ্বাস ও সংস্কার।

ইসলাম ও শূন্যনিরঞ্জন ধর্মঠাকুর

শূন্যপুরাণে 'শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা' বলে একটি অংশ আছে। এই অংশ কালিমা জালাল নামে ধর্মপূজাবিধানের পরিশিষ্টেও সংযোজিত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির জি. ৫৪৩৮ এবং ৫৪২৪ সংখ্যক পুথিতে এই অংশ রামাই বিরচিত বলে ভণিতায় চিহ্নিত হয়েছে। জি ৫৪৩৮ পুথিতে আমরা শূন্যপুরাণে যতটুকু দিয়েছে, তার চেয়ে ৬৫টি চরণ বেশী আছে দেখতে পাই। অতিরিক্ত চরণগুলি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। শূন্যপুরাণ ও ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ইসলামের যোগ প্রধাণতঃ এই চরণগুলির ভিত্তিতে হয়ে আসছে।

জাজপুর ও মালদহে সদ্ধর্মীরা দ্বিজগণ কর্তৃক বিনষ্ট হচ্ছিল। 'ই বড় হইল অবিচার'। তখন ধর্মকে তারা ডাকলেন 'সভে বলে রাখ ধর্ম', অন্তর্যামী বৈকুণ্ঠপতি ধর্ম সমস্ত দেবদেবী সহ ভক্তকে রক্ষা করতে যবনরূপে অবতীর্ণ হলেন। যবনরূপী ধর্ম ও দেবদেবীদের বর্ণনাই 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'। ধর্ম অশ্বারূঢ় আগ্নেয়াস্ত্রধারী তুর্কী যোদ্ধা।

এই অংশটি সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। সদ্ধর্মীদের দেবতা ধর্ম, ধর্ম আবার বৈকুণ্ঠপতি। সুতরাং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সদ্ধর্মীগণ যখন বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে মেনে নিয়েছেন এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছেন, সেই সময় যবনরূপী ধর্ম আবির্ভূত হয়েছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন[১] দিল্লীর বাদশাহ ফিরুজ-শাহ তুঘলক (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ) বাংলা-উড়িষ্যায় যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন, এই অংশটি তারই স্মৃতিবহ। ঘটনাটি তৎসময়ের, তবে আমাদের বিশ্বাস রচনাটি তার অনেক পরের। পাল বংশের আমল থেকেই বাংলার বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্তির পথে এগিয়েছিল, সেন-রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রসার ও প্রচার চলেছিল, বৌদ্ধ নিপীডন হচ্ছিল এবং লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষাংশ থেকেই বাংলা-বিহারে যবন আক্রমণ ঊর্মীমালার মত একের পর এক ক্রমাগত আঘাত হানছিল। এই আঘাতের সম্মুখবর্তী সামাজিক প্রতিরোধ প্রাচীর ছিল দ্বিজ-শাসিত বঙ্গীয় সমাজ। এই পটভূমিই 'নিরঞ্জণের রুষ্মা'-য় বর্ণিত পরিবেশ। বঙ্গীয় সমাজের এই পটভূমি-পরিবেশ লক্ষ্মণ সেনের পরবর্তী ও হুসেন শাহের পূর্ববর্তী বলে চিহ্নিত হতে পারে। ডঃ সেন ফিরুজ শাহের নাম করে একে আরো সুনির্দিষ্ট করেছেন।

'নিরঞ্জনের রুষ্মা'-য় বর্ণিত যবনরূপী ধর্মমূর্তি কোথাও পূজিত হয় না। এইরূপে মূর্তির ধর্মঠাকুরও নেই।

ইসলামে ধর্ম ও ধর্মে ইসলাম সম্বন্ধে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন "ধর্ম নিরঞ্জনের উপাসনায় ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজও কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল......ধর্ম নিরঞ্জনের সঙ্গে ইসলামি একেশ্বরবাদের তত্ত্বগত সাদৃশ্যের জন্য মুসলমান সমাজও ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিল।"[২] অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাব যেমন ধর্মঠাকুরে পড়েছে, মুসলমান সমাজও তেমনি ধর্মকে স্বীকার করেছেন।

বর্তমানে ধর্মের প্রতীক-শিলা বা মূর্তি পূজিত হলেও তত্ত্বের দিকে ধর্ম শূন্যময়। ইসলাম ধর্মে এই শূন্যতাই প্রভাব ফেলেছে। মুসলমানী যোগ-

---

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ—ডঃ সুকুমার সেন।

২। Obscure Religious Cults—Dr. S. B. Dasgupta, Page 286.

সাহিত্যে এর উদাহরণ মিলবে। আলি রাজার ২ক 'জ্ঞান সাগর' এ-বিষয়ের প্রামাণ্য রচনা বলে গৃহীত হতে পারে।

"সংসারে ফকির শূন্য জপে শূন্য নাম।
শূন্য হন্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্বকাম॥
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি।
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি॥
শূন্যেত পরমহংস শূন্যে ব্রহ্ম জ্ঞান।
যথাতে পরমহংস তথা যোগ ধ্যান॥
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী।
সেই সব সুদ্ধযোগী হএ শূন্য ভোগী॥
সিদ্ধা এক শূন্যো এক এই সে যুগল।
যে সবে এই তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল॥"

... ...

শূন্য সুক্ষ্ম তনু হএ রূপ শূন্যাকার
রূপের সাগরে সিদ্ধি যথা বণিজার
শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর।

... ...

মীরত্তিকার ঘঠ-রূপে জগতে প্রচার।
মৃত্তিকার ভাণ্ডমূলে শূন্য তনু সার॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আব্দুল করিম সংগ্রহের ৪৮, ১২৯, ৬৩১ ও ৬৫২ সংখ্যক পুথিতে শূন্যময় ধর্ম ও আল্লাকে এক করে বর্ণনা করা হয়েছে। ৪৮ সংখ্যক পুথির লিপিকর সৈয়দ মহম্মদ আকব্বর আলি, গ্রন্থের নাম 'জেবুল-মুলুক-সমরোখ'। রচয়িতার নাম নেই। ১২৯ সংখ্যক পুথির রচয়িতা নুরুদ্দিন, গ্রন্থের নাম 'পৈর্জ্জ্যা', লিপিকরের নাম নেই। ৬৩১ সংখ্যক পুথির নাম 'ওয়াফাৎ-ই-রসুল', লিপিকর সৈয়দ সুলতান, রচয়িতার নাম নেই। ৬৫২ সংখ্যক পুথিটি ন্যনা গাজির 'ইবলিস নামা'। সবগুলিই অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে লিপিকৃত। রচনাকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিকাল। 'জেবুল-মুলুক-সমরোখ' গ্রন্থে বিসমিল্লা ও নিরঞ্জন এক।

২ (ক)। জ্ঞানসাগর গ্রন্থটি আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত।

বিচমিল্লার নাম জান নিরঞ্জন সার।
আদি অন্তে নাহি দান দোসর প্রচার।

'ওয়াফাৎ-ই-রসুল' গ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তন শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনের সমতুল। পুথি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হ'ল—

নাম নিরঞ্জন বিসমিল্লাহের রহমানির রহিম
কবতার প্রথমে আছিল শূন্যমন্ত্র
তেজসিষ্টি জোতেত হইল জুতিরমন্ত্র
জুতিরমন্ত্র নুর মোহামদ বেক্ত নাম।
চতুরবেদ কোরান পুবাণ অনুপাম
কথদিন নিরঞ্জন আছিল জত্তনে
মত্তভাবে ব্যক্ত হৈল সেবারে কাবণে
জোতেত মিলিয়া জোতে রঙ্গ উপজিল
সোর্গ মৈত্ত্য-চন্দ্রসূর্য্য স্বর্গেত জন্মিল
কথকালে আজ্ঞা হৈল নুর নবি প্রতি
আব আতস খাক বাদ এস সিগ্রগতি
তা শুনিয়া প্রভুবর সদঅ হইআ
উম্মত শ্রিজিআ দিলা আদম নামাইয়া॥

ধর্মঠাকুরেব নহিত যুক্ত ইসলামী রচনার একটি জায়গায় হিন্দুর উপর ইসলামী প্রতিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ম-বিরোধের ইতিহাসে এটিই স্বাভাবিক।

কে হিদূ কে মছলমান্
হিন্দু পুজন্তি কাষ্ঠ পাশান
মুছলমান পুজন্তি খোদায়
পুর্ন রূপরেক নাই॥—কলিমা জাল্লাল—পরিশিষ্ট।

ধর্মঠাকুরের মূর্তির প্রচলন হলে পর এই অংশ রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। আদিতে ধর্মের প্রতিমা ছিল না, পরে প্রতীক-শিলা ও সবশেষে মূর্তির প্রচলন হয়েছে। অংশটির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এই শতাব্দীতে রচিত মুসলমান কবিগণের অজস্র রচনার সন্ধান মিলেছে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আব্দুল করিম সংগ্রহশালার পুথি থেকে তার প্রমাণ মিলবে। আমাদের বিশ্বাস নিরঞ্জনের রুস্মা বা কলিমা জালাল সমগ্রটি রামাই পণ্ডিতের

রচনাই নয়, কোন হিন্দুধর্মভক্ত্যা কবিরও নয়—এটি কোন মুসলমান কবির রচনা, শূন্যপুরাণে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রক্ষিপ্ত। আমাদের পুথিগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লিপিকৃত।

কোলিমা জালাল বা নিরঞ্জনের রুষ্মা (উষ্মা) অংশে সদ্ধর্মীদিগে রক্ষার জন্ত বৈকুণ্ঠ থেকে ধর্মের 'ব্রহ্মা আদি দেবগণ' সহ মর্তে আগমনের চিত্রটি লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গলে বর্ণিত হরিভক্তদিগে রক্ষার জন্ত 'মহাবৈকুণ্ঠ' থেকে গৌরসুন্দরের 'সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদে' পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার অনুরূপ। লোচনদাসের পূর্বে এর মূল রয়েছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত-ভাগবতে এবং কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়[৩]।

ধর্ম ও খ্রীষ্ট : প্রাচীন বাংলা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে ধর্ম

এতদূর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ধর্মে এসে মিলিত হয়েছেন ভারতীয় নানা দেবতা—বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক। এ-ও দেখেছি যে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ধর্ম কি ভাবে সম্বন্ধ পাতিয়েছেন। এবার দেখবো, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বগ্রাসী ধর্মঠাকুর, কেমন ভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছেন। এর পরিচয় আছে প্রাচীন বাংলা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে। ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টাই পাদ্রীদের রচনায় ধর্মঠাকুরকে টেনে এনেছে। প্রথম বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ,—অবশ্য রোমান হরফে, ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন থেকে প্রকাশিত,—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এ মানোএল বোঝাতে চেয়েছেন সেকালের হিন্দুমুসলমান নিম্নকোটির জনসাধারণকে যে, খ্রীষ্টধর্মই সারধর্ম, খ্রীষ্ট ভজনাই শ্রেষ্ঠ ভজনা। আত্মার উদ্ধার কামনায় খ্রীষ্টধর্মাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নেই। মানোএলের প্রচার ভূমিতে অনাদিদেব এবং আদ্যা-দেবীই ধর্মীয় চিন্তার মৌল ভাবনা ও প্রথম সোপান ছিলেন, জনসাধারণের অবিচলিত বিশ্বাসে এই যুগলই সৃষ্টির আদি কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফল হল এই যে, মানোএল তার ধর্ম-ব্যাখ্যায় অনাদিদেব ও আদ্যাদেবীকে বাদ দিতে পারলেন না। একটি কাহিনীতে তিনি লিখলেন—একরাত্রে এক খ্রীষ্টীয় সন্ত ধ্যানে বসতে গিয়ে দুটি ভীষণ তক্ষক দেখে ভীত হলেন, লিঙ্গিক্রুশ

৩। দ্রষ্টব্য: চৈতন্তভাগবত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ—সুকুমার সেন। চৈতন্তভাগবত ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, যথাক্রমে ১৫৪১-৪২ এবং ১৫৪৭ বা ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

পর্যন্ত করতে পারলেন না, এত ভীত হয়েছিলেন। তিনি মনে মনে কোন-ক্রমে প্রার্থনা-জপ করলেন। ভয় পালাল। সন্ত তখন সিদ্ধিক্রুশ করলেন এবং সাপকে সম্বোধন করে বললেন, "অভাগিয়া, যেমত নষ্ট পড়িলি প্রথম পিতা মাতা অনাদি আত্মারে পান করাইয়া, তেমত আমারে নষ্ট করিতে চাহিস?"[১] আদম ও ইভকে অনাদি ও আত্মা করতে মানোএলের বাধে নি। যদিও তত্ত্বে এদের পার্থক্য বিস্তর, নাম সাদৃশে কাছাকাছি, কাহিনীতেও মিল নেই।

ধর্মপূজার একটি অঙ্গ লৌহশলাকায় গাত্রত্বক্‌ বিদ্ধ করা,—এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই 'শাল-বিদ্ধ' অনুষ্ঠানে যোগ দিত,—অধুনা কেবল পুরুষেরা কোন কোন স্থানে ধর্মের গাজনের সময় লৌহশলাকায় দেহ বিদ্ধ করে। মানোএল এই অনুষ্ঠানের সূত্র ধরেই ধর্মের উপর খ্রীষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এই গ্রন্থেরই অন্য একটি কাহিনীতে,—দোমিনগোস যে সময় "মালার ধ্যানের শিক্ষা দিতেন, সেইকালে রোমেতে এক বড় বিবি আছিল"। দোমিনগোস দেখলেন, ওই মেয়েটি এবং তার দেখাদেখি আরো অনেকে মালার জপ গ্রহণ করছে না। দোমিনগোস ব্যথিত চিত্তে ঈশ্বরকে মনের কথা জানালেন। বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে, আমার কাছে মালার ধ্যান আর কেউ নিচ্ছে না, হে পরমেশ্বর আমাকে মুক্তি দাও, আরো অনেক ধর্মপ্রাণ পাদ্রী আছেন, তাঁরা এবার মালার ধ্যান শিক্ষা দিবেন'।

দোমিনগোসের ডাক শুনলেন ঈশ্বর। মেয়েটিকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। "খ্রিস্ত তাহারে জিজ্ঞাসিলেন: কি কারণ আমার মাতার মালা জপিতে চাহিস না? মাইয়া কহিল, আমি রোজা করি, প্রাচিত করি, লোহার কাঁটা পিন্ধি, ভিক্ষা দিই, আর আর অনেক ধ্যান-কার্য্য করি, এ কারণ মালা জপি না। তবে (খ্রিস্ত কহিলেন) যদি মালার ধ্যান জপিতে চাহিস না, যা নরকে অভাগী। এমত বিচার করিলেন। এবং আচম্বিতে অনেক ভুত, প্রেত, পিশাচ তাহারে ধরিয়া তাড়না দিতে লাগিল। তখন মাইয়া প্রাণের ব্যথা করিয়া ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ চাহিল"।[২] 'লোহার কাঁটা পিন্ধি'—ধর্মভক্ত্যার উক্তি। মানোএল এরূপ কৃচ্ছ্রতাকে তিরস্কৃত করেছেন, এ ধর্ম ধর্মই নয়।

১। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ), পৃঃ ৩৮।

২। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, পৃঃ ৫৩।

মানোএলের সম্পাদনায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল দোস আন্তনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'। এখানেও ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"নিরাঞ্জন, তাহান হস্ত পদাদি কিছুই নাহি, আপনে আপোন দোজের নিয়া তপস্যান্তি নচোচমুনচো সর্বরে"।[৩] "আত্মা এমত ইচ্ছা মএ তাহান (এ) ভজিবো কেমতে? তাহানে কেহো কহে কুষাণ্ডো আকৃতি, কেহো কহে মাংসো প্রিণ্ড; কেহো কহে বাউ রূপ; কেহো কহে জলরূপ, এহা ভজোনার জর্মো কেমতে হইবেক"।[৪] অর্থাৎ এরূপ নিরঞ্জন শূন্যদেবতার, যিনি হস্তপদহীন কুষ্মাণ্ডরূপী, বায়ুরূপী বা জলরূপী—তাঁর অর্চনা হবে কিরূপে? রোমান-ক্যাথলিকের উত্তর, এরূপ দেবতার পুজো হবে না।

এ থেকে এইটুকুই প্রমাণ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় পর্তুগীজ মিশনারীদিগে ঢাকা অঞ্চলে বাধা পেতে হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের কাছ থেকে এবং আরো প্রমাণ হয় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে সমাজে একটি স্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। স্বীয় উপাস্যের অথবা ধর্মীয় আচরণের অপবাদ অপ্রতিবাদে বাঙ্গালী সেদিন মেনে নিয়েছিল স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। ধর্মের গাজন সে সময় বহুল প্রচলিত ছিল, অনাদিদেব ও আদ্যাদেবী পূজিত হতেন, অনাদি নিরঞ্জন ছিলেন হস্তপদচিহ্নহীন কুষ্মাণ্ডাকৃতি। এবং হিন্দুর অনাদিদেব ও আদ্যাদেবী পর্তুগীজ রোমান-ক্যাথালিক যাজকের নিকট আদম ও ইভ রূপে গৃহীত হয়েছিলেন।

ধর্মকে খ্রীষ্টীয় যাজকের সম্মুখবর্তী হতে হয়েছিল।

ধর্মপূজায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ

ধর্মপূজা একটি বিচিত্র জটিল পূজাচার। আচরণ-রীতি-নিয়ম-বার-ব্রত-উপবাস-পারণ এমন কি পোষাক, আহার, বাক্‌সংযম বা প্রগল্‌ভ ছড়ায় উত্তর প্রত্যুত্তর পর্যন্ত নিয়ম বাঁধা। অঙ্গ-উপাঙ্গে বহুধা বিভক্ত অনুষ্ঠানে কর্মবিভাগও এতে বিচিত্র। ব্রতধারীগণের মধ্যে এই কর্মবণ্টনের রীতি ছিল, অধুনা এতে

৩। নচাহর্নচশর্বরীম্? দোজের—স্বীয় দ্বিতীয়ের, দোসর।

৪। লক্ষণীয় যে, দোস-আন্তনিয়োর রচনায় ধর্মকে জলরূপী (বরুণ) বলা হয়েছে, হস্তপদ চিহ্নহীন কুষ্মাণ্ড (বর্তুলাকার বা কূর্মাকৃতি প্রস্তর?) বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ-রোমাণ-ক্যাথলিক সংবাদ, পৃঃ ৫৬।

শৈথিল্য দেখা দিলেও বহুস্থানেই এই কর্মবিভাগের অনেকগুলিই এখনো পালিত হয়। কর্মানুসারে কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত ব্রতী অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে একটি নূতন পদবীতে ভূষিত হন। পদবীগুলিই পদবীধারীর অনুষ্ঠেয় কর্মের দ্যোতক। শূন্যপুরাণ, সংজাত-পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান প্রভৃতি থেকে পদবীগুলি উদ্ধৃত হল।

১। সর্বাধ্যক্ষ, সর্বত্র, কর্তা।

২। ধর্মাধিকারী। মুদ্রাধিকারী।

৩। ভাণ্ডারী।

৪। ধামাইতকর্ণী (পুরোহিত)।

৫। বালা, ছত্রবালা, রায়বালা, মহাবালা, প্রথমবালা (ধর্মপূজানুষ্ঠান-কালে সাময়িকভাবে সন্ন্যাস ব্রতধারী ধর্মভক্ত্যা বালা নামে অভিহিত হন)।

৬। অগ্নিসন্ন্যাস। সাংগুরভক্ত্যা। (ধর্মপূজার অগ্নিহোত্রী। সংসারী ধর্মভক্ত্যা, বালাগণের মত এরা সন্ন্যাস-ব্রত পালত করেন না)।

৭। পাঠসঙ্গী, বাটসঙ্গী, ধূপসঙ্গী, ছত্রসঙ্গী।

৮। চামরধারী, শঙ্খধারী, ঘণ্টাধারী, ডোলী, মাদলী (ডোলী=ঢোল বাদক, মাদল বাদক=মাদলী)।

৯। তাম্বুলি (তাম্বুলবাহী বা বিতরণকারী)।

১০। গায়েন, বায়েন (গায়ক, বাদক)।

১১। মালাকার, নাপিত।

১২। দেউল্যা (ধর্মের 'ভর' হয় যে বালা বা সন্ন্যাসীতে)।

১৩। দৈবজ্ঞ (অগ্রদাণী ব্রাহ্মণ)।

॥ শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ ॥

শূন্যপুরাণ

সৃষ্টি-পত্তন

১

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সশী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥ ১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥ ২
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥ ৩
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাস্থন্য মধ্যে পরভূর আর আছে কেহ ॥ ৪
রিসি যে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥ ৫
পুণ্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥ ৬
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি স্থর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥ ৭
বার বরত নহি ছিল রিসি জে তপসী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী ॥ ৮
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত্ত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥ ৯
দস দিকপাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাড়ন ॥ ১০
চারি বেদ নহি ছিল সাস্তর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার ॥ ১১

জীব জন্তু নহি ছিল ন ছিল বিম্বুপাত।,
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ॥ ১২
শূন্যত ভরমন পরভুর স্যুন্যে করি ভর।
কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মা আধর॥ ১৩
মহাস্যুন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুই জন॥ ১৪
অনিল হইতে পরভুর হএ গেল দআ।
ঠাকুরের পারিসদ হইল কত মাআ॥ ১৫
আসন ছাড়িআ পরভু বৈসেম চুমুক উপরে।
পরভুর আসন বিম্বু সহিত্তে না পাবে॥ ১৬
ভাঙ্গিল জলের বিম্বু হইল ভাগ ভাগ।
স্যুন্যেত বেড়াঅন পরভু কাউর নহি পান লাগ॥ ১৭
সুখেত বেড়াঅন পরভু লাগাল না পাইআ।
তথা হইতে রহিলেন্ত আসন করিআ॥ ১৮
বিসার উপরে পরভুর উপজিল দআ।
আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ॥* ১৯
দআর সাগর পরভু হএ গেল থিত।
দেহ হইতে পুনর্জ্জন্ম জন্মে আচম্বিত॥ ২০
জনমিল পুরুস তার নহিক হাত পাও।
রজ বীজে জনম তার নহিক বাপ মাও॥ ২১
জনমিল পুরুস তার নহিক দুটী আঁখি।
আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি॥ ২২
দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।
পরভু সঙ্গতি কেহ নহ একজন॥ ২৩
শ্রীধর্ম্মচরণারবিন্দে করিআ পনতি।
শ্রীজুত রামাই কঅ সুন রে ভারতী॥ ২৪

২

দআর আসনে ধর্ম্ম বসিল আপনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বস্তু জানে॥ ২৫

---

* "কায়া রূপ দেখিয়া তার দয়া উপজিল। ইতি—বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুথির অধিক পাঠ।"

চৌদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উর্দ্ধনিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লূকাই ॥ ২৬
জনমিআ উল্লূক পক্ষ উড়িআত জাএ।
স্যুন্তে বৈসি নিরঞ্জন দেখিবারে পাএ ॥ ২৭
উল্লূক বলিআ পরভু ডাকে উচ্চ স্বরে।
কেবা ডাকে আহ্মারে সে ভাবিল অন্তরে ॥ ২৮
উড়িতে উড়িতে পক্ষ বুলে স্যূন্য ভরে।
পরভুর বচনে পক্ষ উড়ে জাইতে নারে ॥ ২৯
জাইতে জাইতে পক্ষ বলহীন হইল।
পলাইতে নারে সেই উড়িয়া আইল ॥ ৩০
পরভুর সাক্ষাতে বসি উল্লূক মুনিবর।
ফিরিয়া আইলাঞ্ পরভু তুমার গোচর ॥* ৩১
এতেক বুলিআ উল্লূক করে পনিপাত।
অষ্টাঙ্গে লোটাঅ মুনি বুকে দুই হাত ॥ ৩২
কুন আজ্ঞা মহাপরভু বুলিব সত্বর।
কিসের কারণে মোহর ডাকিল মাআধর ॥ ৩৩
কুথা হইতে আইল পক্ষ কুথা তুহ্মার ঘর।
কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহ না উত্তর ॥ ৩৪
দুই কর জুড়িআ মুনি কহেন্ত সেই কালে।
বচন এক বলি পরভু তব পদতলে ॥ ৩৫
জনমর নহিক থান স্থন করতার।
রজ বীজে জনম পরভু না হইল আহ্মার ॥ ৩৬
স্যুন্য ভরে তুহ্মি জখন তুল্যাছিলা হাই।
তাহাতে জনমিলাম আহ্মি নাম উল্লূকাই ॥ ৩৭
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা তুহ্মি নারাঅন।
তুআ উর্দ্ধ নিসাসঅ জনম হইল এখন ॥ ৩৮
জীঅ জীঅ উল্লূক বাছা হওরে চিরাই।
দআ হইতে জনমিআ আহ্মি বড় দুখ পাই ॥ ৩৯

---

* তব বরাবর—পাঠান্তর, বে. প. পু.।

আইস আইস ওরে বাছা উল্লূক থাক মোর দৃষ্টে।
তিলেক বিরাম আন্ধি করি তব পৃষ্ঠে ॥ ৪০
ধেআনেত স্থনিল পক্ষ পরভুর বচন।
পিঠা পেতে দিল পক্ষ করিতে আসন ॥ ৪১
উল্লূকের পৃষ্ঠে প্রভু বৈসে জোগ—ধেআনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বস্ত জানে ॥ ৪২
খুধায় তৃসায় পক্ষর দহেন্ত কলেবর।
উল্লূক বলেন্ত পরভুর সহিতে নারি ভর ॥ ৪৩
খুধায় আহার নহি কণ্ঠাগত পানী।
আর কত কাল বহিব দেব গুণমনি ॥ ৪৪
ধেআনেত জানিলাঞ পরভু উল্লূক বারতা।
আহার দেখস্তি নহি জল পাব কুথা ॥ ৪৫
উল্লূক বলন্তি স্থন উপাঅ কারণ।
মুখর অমৃত দিআ রাখহ জীবন ॥ ৪৬
মোহর মুখে দেও পরভু বদনের নাল।
পিঠে করি বহিব পরভু জীব কতকাল ॥ ৪৭
ধেআনেত স্থনিলেন্ত পরভু উল্লূক বচন।
মুখর অমৃত পরভু দিলেন্ত ততখন ॥ ৪৮
মুখ পাতি উল্লূক আহার খাএ স্থখে।
বদনের লাল দিল উল্লূকের মুখে ॥ ৪৯
কিছু সংহারিল কিছু স্থস্তে হইল থিতি।
পরভুর বিম্বকে জল হইল আচম্বিতি ॥ ৫০
নীরেত নিরমল কাআ নাম নিরঞ্জন।
মহাতেজে ভইল জল ভাসে ছুই জন ॥ ৫১
দুহুত ভাসিল জলে করন্তি টলমল।
উল্লূক সহিতে নারে জায় রসাতল ॥ ৫২
জলের হিল্লোলে দুহে করে সাট পাট।
দুহেত পড়িলন্তি জলে বাঢ়িল বিসম্বাদ ॥ ৫৩
উল্লূকের বীর পাক খসিআ পড়িল।
জনমিল পরমহংস জলেত ভাসিল ॥ ৫৪

ছুটিল পরমহংস জোজন সত জাঅ।
ঠাকুর উলূকে তুহু উঠিআ রহাঅ॥ ৫৫
পলাইতে নারে হংস বুলে স্মন্ত ভয়ে।
কেবা ডাকে আহ্মারে সে ভাবিল অন্তরে॥ ৫৬
ফিরিআ আইল হংস পরভু দরসনে।
পরনাম করিল হংস ধরিআ চরনে॥ ৫৭
কিবা আজ্ঞা মহাপরভু বলিবা সত্বর।
কি লাগিআ আহ্মারে ডাকিলা মাআধর॥ ৫৮
কুথা থাকে আইলেন হংস কুথা তুহ্মার ঘর।
কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহনা উত্তর॥ ৫৯
পরনাম করিআ হংস বলন্তি সেই কালে।
বার্ত্তা এক বলি পরভু তব পদতলে॥ ৬০
জনমের নাহিক থল স্থন নিরঞ্জন।
রজ বীজে জনম নহি স্থন সনাতন॥ ৬১
তুহ্মি মোহর মাতা পিতা স্থন নারাঅন।
উলূকের বীর পাকে জনমিলাম এখন॥ ৬২
এত স্থনি নিরঞ্জন আনন্দিত মন।
হংসরে চাহিআ কিছু বলন্তি তখন॥ ৬৩
জীঅ জীঅ হংস বাছা হওরে চিরাই।
জলের হিল্লোলে আহ্মি বহু কিলেস পাই॥ ৬৪
আইস বাছা পরমহংস থাক মোর দিঠে।
তিলেক বিরাম আহ্মি করি তব পিঠে॥ ৬৫
ধেআনেত জানিল হংস পরভুর বচন।
পিঠ পেতে দিলা হংস করিবা আসন॥ ৬৬
হংসের পিঠে পরভু জলেত বসিল।
ধেআনেত বসিল পরভু কত জুগ গেল॥ ৬৭
সহিতে পারে না হংস পরভুর জে ভার।
ফেলিআ পলাএ হংস স্থন্তের উপর॥ ৬৮
ধর্ম্ম পদরজে মধুলুব্ধ বারমতি।
শ্রীজুত রামাই গাএ মধুর ভারতী॥ ৬৯

৩

উড়িআ পলাঅ হংস পরভু জলে ভাসে।
আচ্ছাদন দিআ মুনি ফিরে তার পাসে ॥ ৭০
প্রলঅ হইলাক জল বড় বলবান।
পদ্ম হস্ত দিলা জলে স্বরূপ—নারান ॥ ৭১
পদ্ম হস্ত দিআ পরভু বোলে থির থির।
পদ্ম হস্তে জনমিল জে কূর্ম্মর সরীর ॥ ৭২
জনম হইআ কূর্ম্ম পলাইআ জায়।
ঠাকুর উল্লূকে তবেত ডাকিআ ফিরাঅ ॥ ৭৩
ফিরিআ আইল কূর্ম্ম পরভুর বচনে।
পরনাম করিআ কূর্ম্ম ধরিল চরনে ॥ ৭৪
কুন আজ্ঞা মহাপরভু বলিব সত্বর।
কি কারণে আহ্মারে ডাকিলেন্ত মাআধর ॥ ৭৫
কুথা হইতে আইলেক কূর্ম্ম কুথা তোহ্মার ঘর।
কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহত না উত্তর ॥ ৭৬
জনমর নহিক থল স্থনগো করতার।
রজ বীজে জনম পরভু ন হইলাক আহ্মার ॥ ৭৭
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা বস্তু নারাঅন।
তব পদ্ম হস্তে জনম হইল জে এখন ॥ ৭৮
তুহ্মি জনম দিএ কেন হইলেক বিস্মরন।
এতেক স্থনিআ পরভু আনন্দিত মন ॥ ৭৯
জীঅ জীঅ কূর্ম্ম বাছা হওরে চিরাই।
জলের হিল্লোলে আহ্মি বড় দুখ পাই ॥ ৮০
আইস বাছা কূর্ম্মরাজ থাক মোহর দিঠে।
তিল্লেক বিস্রাম আহ্মি করি তুহ্মার পিটে ॥ ৮১
এত স্থনি কূর্ম্মরাজ পিট পেতে দিলা।
কূর্ম্মের পিঠে পরভু জলেত বসিলা ॥ ৮২
কূর্ম্ম উল্লূকে দুহে করিল আচ্ছাদন।
মধ্যস্থলে বসিলেন্ত দেব নারাঅন ॥ ৮৩

মহাশূন্তে শেএ পরভু বসিলা থিআনে।
কত সত জুগ গেল এক বস্ত—গেআনে ॥ ৮৪
বড় কাতর কূর্ম্মরাজ সহিতে নারে ভর।
কূর্ম্মরাজ পালাইল ভাসে মাআধর ॥ ৮৫
পুনর্ব্বার ভাসে দুহে জলের উপর।
জলের হিল্লোলে পরভু সহিতে নারে ভর ॥ ৮৬
উল্লূক বলন্তি গোসাঞি সুনহ উপাঅ।
দেবতা হইআ কতই ভাসিঞা বেড়াঅ ॥ ৮৭
উল্লূক বলন্তি গোসাঞি উপাঅ কারণ।
জলের উপরে কর ছিষ্টির সাজন ॥ ৮৮
তুহ্মার বচনে এই কহিলুঁ নিবেদন।
তবে সে হইব পরভু ছিষ্টির পত্তন ॥ ৮৯
আহ্মা হইতে বুদ্ধিমান্ পুত্র উল্লূকাই।
কেমনে করিব ছিষ্টি থল নহি পাই ॥ ৯০
তুহ্মার মুখামৃত খাইএ আহ্মি মহাতেজা।
জেরূপে করিব ছিষ্টি সুন ধর্ম্মরাজা ॥ ৯১
এক জুক্তি বোলি আহ্মি তব পদতলে।
কনক পৈতে ছিঁড়ে ফেলি দেহ জলে ॥ ৯২
উল্লূকের বাক্য সুনি পরভু নিরঞ্জন।
কনক পৈতা খুলিআ লইল ততখন ॥ ৯৩
ছিঁড়িয়া ফেলেন্ত জলে কনক পৈতা।
জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা ॥ ৯৪
জনমিআ বাসুকী পুন খাইবারে ধাএ।
ঠাকুর উল্লূক দুহে পলাইআ জাএ ॥ ৯৫
কি হইব উপায় মুনি কুথাকারে জাইব।
নাগের আহার আহ্মি কুথা গেলে পাইব ॥ ৯৬
উল্লূক বলেন্ত পরভু সুন মন দিএ।
কানের কুণ্ডল জলে দেহ ফেলাইএ ॥ ৯৭
উল্লূকের বাক্য সুনিএ পরভু নারাঅন।
কানের কুণ্ডল জলে ফেলিলেন্ত তথন ॥ ৯৮

ফেলাইআ দিল জলে হীরে জনম কড়ি।
জনমিল ভেক তার হইল চাইর ভরি ॥ ৯৯
জনমিআ মণ্ডুক জলে লাফালাফি জাএ।
অনন্ত বাসুকি তারে খেদাড়িআ খাএ ॥ ১০০
লাফ দেখি পরভু সুখী স্বরূপ নারান।
আহ্মা হইতে অধিক পুত্র তুহ্মি বুদ্ধিমান ॥ ১০১
আহার পাইএ সুখী হইলা বাসুকি কলেবর।
দণ্ড তুলিআ ধাএ মাথার উপর ॥ ১০২
শ্রীধর্ম্মচরণে মহাভক্তি নিজোজিত।
সুনিআ ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত ॥ ১০৩

৪

সুনহে উল্লূক মুনি কজ্জের বিধান।
দুই জনে করিবু ছিষ্টি ইথে নাহিক আন ॥ ১০৪
ছিষ্টির কারণ হেতু ত্রিদসর নাথ।
আপুনার গলেত পরভু দিলা পদ্ম হাত ॥ ১০৫
গলার মলা লএ পরভু ভাবেন্ত তখন।
রাখিব বাসুকি মাথে বোলে নিরঞ্জন ॥ ১০৬
তিলেক পরমান মলা নিল নারাঅন।
ঠাকুর উল্লূক দুহে কহিল বচন ॥ ১০৭
সেই অঙ্গ মলা দিল বাসুকির মাথে।
ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেন মতে ॥ ১০৮
বাসুকির মাথে পরভু রাখিল বসুমতী।
নঅদীব বসুমতী রাখিল খিআতি ॥ ১০৯
রাখিল বাসুকি মাথে বোলে নিরঞ্জন।
তিলেক পরমান মলা নিল নারাঅন ॥ ১১০
ঠাকুর উল্লূক দুহে হইলেন্ত স্থিতি।
বসুমতী বোলে নাথ হইল খিআতি ॥ ১১১
বাসুকির মাথে বসু বাড়িতে লাগিল।
ঠাকুর উল্লূকে দেখি আনন্দিত হইল ॥ ১১২
নিরঞ্জন বোলেন্ত বসু সুন গো বচন।
মোহর এক বাক্য তুমি কর গো পালন ॥ ১১৩

জনম হইলা বসুমতী হও গো চিরাই।
আহ্মি জাক জনমাইব তাক দিও ঠাঁই ॥ ১১৪
এত স্থনি বসুমতীর হরসিত মন।
জল ছাড়িএ পাড়েত উঠিল দুই জন ॥ ১১৫
উল্লূক আসন কৈলেন পরভু নারাঅন।
তিন কোন পৃথিবীর জল করিলা থাপন ॥ ১১৬
উল্লূকের মাথএ পরভু আসীস করিআ।
নঅদীব পৃথিবীর ভাল নাম থুইআ ॥ ১১৭
শ্রীধর্ম্ম বোলেন মুনি স্থনহ বচন।
পৃথিবী দেখিআ আইস করিঞা গমন ॥ ১১৮
উল্লূকের বাক্য ধরি চলিল নারাঅন।
পৃথিবী দেখিতে দোহে চলে নিরঞ্জন ॥ ১১৯
ভরমিতে ভরমিতে দুহে চলে ঠাঞি ঠাঞি।
বেগেত বাড়িআ চলে দেবী বসুমাই ॥ ১২০
পৃথিবী ভরমিআ দুহে পরিসরম হইঞা।
অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিঞা ॥ ১২১
তাহে আদ্যাশক্তির জনম হইল আচম্বিতে।
ঘামেত জনমিল শক্তি চলিল তুরিতে ॥ ১২২
উল্লূক বোলেন্ত আরু স্থনহ নারাঅন।
দুই জনে ভরমন করি কিসের কারন ॥ ১২৩
জগজনে জনম দেহ স্থনকর-ত্তার।
জগৎকর্ত্তা বোলে নাম রহুক তুহ্মার ॥ ১২৪
ছিস্‌টি কর ছিস্‌টি কর্ত্তা বোলিগো তুমাকে।
ভেবে দেখন কার জনম দিআ আইলা কাকে ॥ ১২৫
আগু বিস্মৃত মাআধর মাআতে মোহিত।
পাছু গোড়াইয়া সক্তি চলিল তুরিত ॥ ১২৬
কেবা জনম দিল মোকে কেবা মাতা পিতা।
কাহারে স্থধাব আমি আর জাব কুথা ॥ ১২৭
বেগেত চলিল সক্তি পাছু নাহি চাএ।
আগে জান দুই জন দেখিবারে পাএ ॥ ১২৮

উল্লূক বোলেন স্থন পরভু করতার।
সরগ মরত পাতাল পরভু তব অধিকার ॥ ১২৯
ভরমিতে ভরমিতে পরভুর পড়ে গেল ঘাম।
তাহাত জনমিল আদ্যা দুর্গা জার নাম ॥ ১৩০
জনম হইআ ঠাকুরাণী পাছুতে গোড়াএ।
পথ বাহুড়িয়া মুনি দেখিবারে পাএ ॥ ১৩১
উল্লূক কহেন্তি বাক্য স্থন নারাঅন।
আহ্মার অগোচরে জনম দিলা কুনজন ॥ ১৩২
ঠাকুর বোলেন স্থন পক্ষ উল্লূকাই।
জদি জনম দিলাম আমি তুহ্মি ছাড়া নহি ॥ ১৩৩
দুই জনা পৃথিবীত করিতে নিরীখন।
পাছুতে গোড়াঅ দেখ আইল কুন জন ॥ ১৩৪
ঠাকুর বোলেন ভদ্র লহ জিজ্ঞাসিএ।
কেবা জনম দিআ আইল কুথাঅ থাকিএ ॥ ১৩৫
মুখ চাইএ সেখানে রহিল দুইজন।
ঠাকুরাণী গিএ তথা দিলা দরসন ॥ ১৩৬
কুথা থাকি আইলেক তুহ্মি কুথা তুহ্মার ঘর।
কেবা তুহ্মার পিতা মাতা কহনা উত্তর ॥ ১৩৭
পরভু তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা তুহ্মি নারাঅন।
তব অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে জনম লইলাম এখন ॥ ১৩৮
এত বাক্য স্থনি তথা হাসিল নিরঞ্জন।
ঝিআরি বলিআ তাক করিল সম্ভাসন ॥ ১৩৯
দুই জনা জুক্তি করি বোলে দুইজন।
আদ্যাশক্তি বোলে নাম রাখিল ততখন ॥ ১৪০
ঠাকুর উল্লূকে দুহে বাজিল জে কথা।
উল্লূক তুহ্মার খুড়া আহ্মি তুহ্মার পিতা ॥ ১৪১
উল্লূক বোলেন্ত জুকতি স্থন নারাঅন।
আদ্যা রাখিঞা কুথা থাকিব এখন ॥ ১৪২
তপিস্সাঅ বঞ্চিব আদ্যাঅ তুলিআ দিএ ঘর।
ছিস্টির সিরজন কৈল ছিস্টি জল কর ॥ ১৪৩

আত্মাসক্তি বোলে বাপা সুন মন দিআ।
আহ্মারে তপিস্‌সাএ পাছু থাক বিসোঁরিআ ॥ ১৪৪
এত সুনি আত্মারে কহেন্ত পিছু পরভু।
তুহ্মা ছাড়া এক তিল না রহিব কভু ॥ ১৪৫
পিতাক খুড়াক আত্মা কৈল সম্ভাসন।
বল্লুকা সিরজনে দুহে করিল গমন ॥ ১৪৬
তিল মাত্র পৃথিবীক সিরজন করিআ।
বল্লুকা সৃজন কৈল গণ্ডীরেখা দিআ ॥ ১৪৭
সিরজিল বল্লুকা নদী বল্লুকার জল।
উল্লূক বলিআ দিলা সে তপস্যার থল ॥ ১৪৮
তপিস্‌সার থলে পরভু বসিল ধিআনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভু এক বস্ত-গেআনে ॥ ১৪৯
ঠাকুর রহিলাঞ তথা দহে কলেবরে।
আত্মাসক্তি বার্ত্তা পাইল আপনার ঘরে ॥ ১৫০
একে আত্মাসক্তি তাহে প্রথম জোবন।
আত্মার জোবন দেখিএ মোহিত ভুবন ॥ ১৫১
সহিতে ন পারে গৌরী জোবনের ভার।
এত দিনে পিতা খুড়া আইল না ঘর ॥ ১৫২
আত্মাসক্তি বোলে মোর কুথা হব থিত।
কামদেব ঠাকুর বলি জনমিল তুরিত ॥ ১৫৩
জনম হঞা কামদেব জোড় কৈল হাথ।
ঠাকুরানী বোলে জাহ জেথা জগন্নাথ ॥ ১৫৪
কামদেব মনোহর দেবীর আজ্ঞা পাইএ।
তরাতুরি বল্লুকায় উত্তরিলা গিএ ॥ ১৫৫
জেখানে তপস্যাএ দেব করেন্ত মাআধর।
পরভুর নিঅড়ে গিআ দিলাক তার সর ॥ ১৫৬
আচ্ছাদিলা কামদেব ঠাকুরর গাএ।
ফুটিল কামর বিন্দু লাফালাফি জাএ ॥ ১৫৭
তপিস্‌সা ভগন পরভু হইল মাআধর।
উল্লূক বলিআ ডাক জে দিলেন্ত মস্তর ॥ ১৫৮

ঠাকুর বোলন্তি মুনি বাক্যে দেহ মন।
আমার তপিস্সা ভগন কৈল কুন জন ॥ ১৫৯
উল্লূক বোলন্তি পরভু স্নুনহ বারতা।
আহ্মাকে জনম দিএ রেখে আইলে কুথা ॥ ১৬০
তুহ্মারে ন দেখিএ আহ্মা কামে জনমাইল।
তপিস্সার ভঙ্গ হেতু কামেক পঠাইল ॥ ১৬১
তুহ্মি নহি জান পরভু কামের বিধান।
মৃত্তিকার ভাণ্ড মুনি করিল নিরমান ॥ ১৬২
কামদেব মনোহরে জতন করিএ।
মৃত্তিকার ভাণ্ডে মুনি রাখিল লুকাইএ ॥ ১৬৩
মৃত্তিকার ভাণ্ড মুনি ভরপুর করিল।
বল্লূকায় কালকূট বিষ উপজিল ॥ ১৬৪
উল্লূক বোলেন্ত পরভু স্নুনহ উত্তর।
তপিস্সা ছাড়িআ বাপা চল জাইব ঘর ॥ ১৬৫
কেমন রূপেত আহ্মা আছে নিজপুরে।
পাত্র করে বিভা দিব চল জাইব ঘরে ॥ ১৬৬
ঠাকুর বোলেন্ত বাবা স্নুন উল্লূকাই।
তপিস্সা ছাড়িআ তবে চল ঘরে জাই ॥ ১৬৭
তপিস্সা ছাড়িয়া পরভু বাঢ়াইলা পা।
আহ্মার মন্দির গিআ তুলিলেক পা ॥ ১৬৮
পিতাক খুড়াক আহ্মা করিলেন্ত নমস্কার।
আহ্মার জৌবন দেখিএ ভাবিলা বিচার ॥ ১৬৯
পহড়া দেখিলুঁ কন্যা স্নুন নারাঅনে।
বল্লুকাঅ বরক্ষিত করহ এখনে ॥ ১৭০
উল্লূকর বাক্য মুনি বোলে মাআধর।
আহ্মা হৈতে বুদ্ধিমান্ তুহ্মি মুনিবর ॥ ১৭১
নিরঞ্জন বোলন্ত ছিআরি তুহ্মি থাক ঘরে।
বল্লূকাতে জাই তুহ্মার পাত্র আনিবারে ॥ ১৭২
এত বোলি দুই জনে করিলা গমন।
ডাক দিআ বোলে আহ্মা মধুর বচন ॥ ১৭৩

কি দিএ রাখিআ গেলে বোলেন্ত পার্ব্বতী।
বিস মধু রাখিলাম বোলে জুগপতি ॥ ১৭৪
ঠাকুর বোলেন মুনি কি বুদ্ধি করিব।
নব জৌবনী আত্মার কুথা বর মিলব ॥ ১৭৫
এত বোলি তপিস্যাএ গেলেন্ত ভগবান্।
এথা নিত্য চিন্তা দেবী কইরে অনুমান ॥ ১৭৬
জৌবন হইল ভার ভাবেন্ত অন্তরে।
কি দেখিএ রহিব আহ্মি এহি বাপ ঘরে ॥ ১৭৭
বিস রেখে গেলেন্ত আপুনি জুগপতি।
বিস খাইএ তেআগিব তনু ভাবেন পার্ব্বতী ॥ ১৭৮
বিস মধু খেঅনাক বোলেন নারাঅন।
বিস মধু খাইলে তুহ্মি তেজিব জীবন ॥ ১৭৯
উল্লূক বোলেন্ত পরভু করিলুঁ নিবেদন।
এহি গরভে জনমিবেন তিন পুরুস রতন ॥ ১৮০
গাইল রামাই পণ্ডিত স্থন সর্ব্বজন।
ছিস্‌টির কারণ হেতু বোলি নারাঅন ॥ ১৮১
গর্ভ হইতে বাহির হইলে সব ভাল হঅ।
ছিস্‌টির ভার দেহ তিন স্থন মহাসঅ ॥ ১৮২
উল্লূকের বাক্য স্থনি বোলেন নারাঅন।
বাহির হইআ কর ছিস্‌টির পালন ॥ ১৮৩
গর্ভে থাকি তিন দেব ভাবিতে লাগিল।
বস্তুতেল ভেদ করিএ বম্ভা বাহিরিল ॥ ১৮৪
তাহা দেখিএ বিষ্টু ভাবে মনে মন।
বিষ্টু বাহির হইলেন্ত নাভি করিএ ছেদন ॥ ১৮৫
সদাসিব বোলে আহ্মি কি বুদ্ধি করিব।
জোনিছেদ করিএ আহ্মি বাহির হইব ॥ ১৮৬
বজ্রনখ দিয়া সিব জোনিছেদ কৈল।
জোনিদুআর দিআ সিব বাহির হইল ॥ ১৮৭
ভুমিস্‌টি হইআ তিনি তপিস্যাঅ গেল।
সব রূপ হৈএ পরভু ছলিতে চলিল ॥ ১৮৮

দুই চক্ষু অন্ধ বস্তা জোগে বোসে আছে।
ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে ॥ ১৮৯
দুর্গন্ধ পাইআ বস্তা ভাইসিতে লাগিল।
তিন অঞ্জলী জল দিআ ভাসাইআ দিল ॥ ১৯০
তথা হইতে মহাপরভু ভাইসিতে ভাইসিতে।
সবর রূপ হএ গেল বিষ্টুর আগুতে ॥ ১৯১
দুর্গন্ধ পাইএ তবে বিষ্টু মহাবলী।
ভাসাইআ দিআ দিলা তারে দিআ তিন অঞ্জলী ॥ ১৯২
ভাসিআ ভাসিআ পরভু করিল গমন।
সিবের নিকটে গিআ ভাসে নাবাঅন ॥ ১৯৩
দুর্গন্ধ পাইআ সিব ভাবে মনে মন।
কুথা কার জন্ম নহি মবিল কুন জন ॥ ১৯৪
ধেআনেত জানিল এহি পরভু নাবাঅন।
বুঝিতে তিনজনার মন আসিলা সনাতন ॥ ১৯৫
দুহাতে ধরিআ মডা তুলিআ লইল।
দুর্গন্ধিত সব লএ সিব নাচিতে লাগিল ॥ ১৯৬
পচা গন্ধ মড়া হএ আইলা নারাঅন।
চিনিতে নাবিল আহ্মার ভাই দুই জন ॥ ১৯৭
শ্রীধর্ম্ম বোল্লেন তুহ্মি আহ্মারে চিনিলে।
দুহি চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে ॥ ১৯৮
চক্ষু দান পাইএ সিব আনন্দিত মন।
চরনে ধরিআ সিব করন্তি স্তবন ॥ ১৯৯
আর এক নিবেদন করি নাবাঅনে।
চক্ষু দান দেহ তুহ্মি ভাই দুহি জনে ॥ ২০০
এত স্থনি পরাৎপর বোলে ত্রিলোচনে।
তব মুখামৃতে চক্ষু পাইব দুহি জনে ॥ ২০১
মুখর অমৃত দিআ দুহার চক্ষু দিল।
অমৃত পাইএ দুঁহার দিব্য চক্ষু হইল ॥ ২০২
ত্রিলোচন বোলেন স্থন আহ্মার বচন।
সব রূপী হএ ভেসে আসিল নারাঅন ॥ ২০৩

এত স্থনি বম্ভা বিষ্টু বিস্ময় মানিল।
পরাৎপর বোলে মুরা চিনিতে নারিল॥ ২০৪
তপিস্স্যা করিব তিনে হরিস অন্তরে।
তিন ভাইএ চলিলস্তি আদ্যার কুটীরে॥ ২০৫
উল্লূক আদ্যাসক্তি তথা বসিল নিরঞ্জনে।
পরনাম করিল সিব ধরি প্রভুর চরনে॥ ২০৬
শ্রীধর্ম্ম কহস্তি তবে ভাই তিন জনে।
ভুমিস্টি হইআ গেলা তপিস্সার কারণে॥ ২০৭
তিন ঠাঁই তপিস্সা করিল তিন ভাই।
কি দরব্ব পাইলা তথা কহ মোর ঠাঁই॥ ২০৮
বম্ভা বিষ্টু বোলে গোঁসাই চিনিতে নারিলাম।
আচম্বিতে পচা গন্ধ নাসাতে পসিলাম॥ ২০৯
ত্রিলোচন বোলে পরভু স্থন ভগবান্।
তুস্কারে চিনিআ নাম হইল ত্রিনআন॥ ২১০
এত স্থনি নিরঞ্জন হৈল আনন্দিত মন।
বম্ভারে বোলিল কর ছিস্টির পত্তন॥ ২১১
বম্ভা ছিস্টি করিব জে বিষ্টু করিব প্পালন।
ত্রিলোচনে দিল ভার সংহারর কারণ॥ ২১২
আদ্যাসক্তি পানে চাইএ কহে মাআধর।
স্থমু স্থমু আদ্যাসক্তি আম্মার উত্তর॥ ২১৩
নরলোকের জনম হেতু তুম্মি দেহ মন।
তুম্মা হইতে হঅ জেন ছিস্টির পত্তন॥ ২১৪
আদ্যাসক্তি বোলে পরভু স্থন মাআধর।
কেমনে করিব ছিস্টি সংসার ভিতর॥ ২১৫
অজোনিসম্ভবা ভোগ নাহিক আম্মার।
কেমন উপায় করি কহ করতার॥ ২১৬
মহাপরভু বোলে স্থমু আম্মার বচন।
জে রূপে করিব তুম্মি ছিস্টির স্বজন॥ ২১৭
জোনিরূপা হঅ তুম্মি সর্ব্ব জীবে রবে।
মানুস আদি জীব জন্তু গর্ভেত জনমিবে॥ ২১৮

মৃত্তিকার ভাণ্ডে বিস মধু জে রাখিএ।
বিস মধু খাইএ ন গেল গো মরিএ ॥ ২১৯
বিস মধু খাইলে তুহ্মি মরিবার তরে।
বম্ভা বিষ্টু মহেস্‌সর জনমিল উদরে ॥ ২২০
এহি রূপে কর ছিস্‌টি কহি জে তুমারে।
মহেস করিব বিভা জন্ম জন্মান্তরে ॥ ২২১
চারিজনে ছিস্‌টির ভার দিল জুগপতি।
পুরুস প্রকৃতি বোলিঅ হইব খিআতি ॥ ২২২
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ বোলি বোলিবাক সর্ব্বজন।
ছিস্‌টিকর্ত্তা হএ বম্ভা করিব সিরজন ॥ ২২৩
চারি জনাঅ ছিস্‌টির ভার দিলা পরাৎপর।
উল্লূক আসনে রহু স্যূন্যর উপর ॥ ২২৪
গাইল পণ্ডিত রামাই ছিস্‌টির ভারতী।
স্থনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে তার পরলোকে গতি ॥ ২২৫

॥ সৃষ্টি-পত্তন সমাপ্ত ॥

সংজাত পদ্ধতি (১)

ধর্মপূজাবিধি ও
রাজা হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা

॥ শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ ॥

অথ জলপাবন

সুনার কলসি নিল নেতর বসন।
জল আনিতে বসুআ আপনি করিলা গমন ॥ ১
তুরিতে গমন হইল বিজয়া গমন।
বল্লুকার তটে গিআ দিলা দরসন ॥ ২
আগম নিগম জল তুলিল ছাঁকিআ।
জল লইএ আইল তবে আপুনি বিজয়া ॥ ৩
আইস বইস সতের আপুনি মোর পাসে।
আগম নিগম কথা কহিব বিসেসে ॥ ৪
কেমন বরন আপুনি কেমন তুমার নাম।
কেমন আসনেত তুহ্মি করহ বিহরাম ॥ ৫
কেমন বরন আপুনি কেমন করিছ ধোতি।
কেমন জল ঘট গো তুহ্মার কেমন ফুলর পাতি ॥ ৬
মন কৈল পাবন পাবন কৈল ধোতি।
আত্মমার্জ্জনা ঘট মন ফুলর পাতি ॥ ৭
জল পাবন হইল পরভুর বরত হইল সার।
পরভুর গাজনে দেহ জয় জয়কার ॥ ৮
পুবর ভানু আইলা পচ্চিমর চাঁন।
উত্তরর গরুড় আইল দক্ষিনর হনুমান ॥ ৯
গআর গদাধর আইলা পৈরাগের মাধব।
সরস্বতী গঙ্গা আইলা মানস সরোবর ॥ ১০

গোমতী লইআ আইল মানস সরোবর।*
সাগরসঙ্গম তথাএ আইল সত্বর ॥ ১১
একে একে দেবগণ হরসিত মন।
ধর্ম্মর গাজনে সভে করিলা গমন ॥ ১২
ঢোলসমুদ্র আইলাক নির্নয় না জানি।
তরাতুরি আইলা তীর্থ বরানসীর পানি ॥ ১৩
গোমতী লইআ আইলাক সাগরসঙ্গমে।
একত্তর হইলা সভে নিরঞ্জনর ধামে ॥ ১৪
স্থনার কেতকী আনেন করন্তি আসিন্যা।
চারিদিকে নিরঞ্জন সারিন্যা ধর্ম্ম কিন্যা ॥ ১৫
তীর্থচূড়ামণি গঙ্গা করন্তি প্রস্থতি।
মাইঝখানে স্নান করন্তি জুগর জুগপতি ॥ ১৬
সেতাই পণ্ডিত আইল চারিসঅ গতি।
চন্দ্র কটাল আইল বস্থআ ঘটদাসী ॥ ১৭
পঞ্চ তীর্থের জলে পরভুকে স্নান করাইল।
বস্থআ আপনি পরভুর অঙ্গ মার্জ্জনা কৈল ॥ ১৮
স্নান করি বসাইল রত্নসিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধর্ম্মর চরনে ॥ ১৯
নীলাই পণ্ডিত আইল আটসঅ গতি।
হনুমন্ত কোটাল আইল চরিত্রা ঘটদাসী ॥ ২০
নারিকেল জলে পরভুক সিনান করাইল।
চরিত্রা আমনি পরভুর অঙ্গমার্জ্জনা কৈল ॥ ২১
সিনান করি বসাইল রূপার সিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধম্মর চরনে ॥ ২২
কংসাই পণ্ডিত আইল বারসঅ গতি।
সুরজ কোটাল আইল গঙ্গা ঘটদাসী ॥ ২৩
ত্রিপিনীর জল পরভুক সিনান করাইল।
গঙ্গা আমনি পরভুর অঙ্গমার্জ্জনা কৈল ॥ ২৪
বসাইল নিরঞ্জনে তাম্রর সিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধম্মর চরনে ॥ ২৫

রামাই পণ্ডিত আইল সোলসঅ গতি।
গরুড় কোটাল আইল তুর্গা ঘটদাসী ॥ ২৬
কপিলার খীরত পরভুক সিনান করাইল।
তুর্গা আমনি পরভুর অঙ্গমার্জ্জনা কৈল ॥ ২৭
বসাইল নিরঞ্জনে সেইত সিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধর্ম্মর চরনে ॥ ২৮
চারি তুআরে পরভুর চারি মহারথী।
মাঝখানে সিনান করেন জুগর জুগপতি ॥ ২৯
সিনান-পাবন কথা পণ্ডিত রামাই গাএ।
হাসিতে খেলিতে ধম্ম অমরাবতী পাএ ॥ ৩০

অথ টীকা-পাবন

ঘৃরি ঘৃরি[১] চন্দন লহ সারিআ লইব টীকা।
এক মনে পূজা কর[২] শ্রীধম্মপাতুকা ॥ ১
তিন খুরি বিসকর্ম্মা নির্ম্মাইল জে পীড়ি।
সোলস আমিনী মেলি এহি চন্দন খুরি ॥ ২
মলআর পর্ব্বতে জেথা আছএ চন্দন।
বায়ুর বেগে আনিআ দিল পবননন্দন[৩] ॥ ৩
তিন খুরেত চারি জুগে পীড়ির বন্ধন।
সরগে বিসাই পীড়ির করিল নিরমান ॥ ৪
চন্দনর কাইঠ জদি আনিল আপনি হনুমান।
চন্দন ঘসিব ধম্ম দেবতার বিদ্যমান ॥ ৫
থালি খুরি ডাবরে পুরিআ লহি চন্দন।
সেইত চন্দনেত পূজিব জে নিরঞ্জন ॥ ৬
চন্দনর গন্ধেত জতেক দূর জাঅ।
চন্দনর গন্ধেত মোহিত দেবরাঅ ॥ ৭

১। 'ঘসিব'—পাঠান্তর।
২। 'হরিসে আনন্দে পূজিব'—পাঠান্তর।
৩। "ধন্য সে মলআগিরি উপজে চন্দন।
সেইত চন্দনে জে পূজিব নারায়ণ॥" বে. গ. পু.।

গঙ্গার মিত্তিকা আন সাগরর পানি।
চন্দন খুরিতে দেহ জঅ জঅ ধ্বনি ॥ ৮
আইদ গাঁঠি উরধ গাঁঠি বম্ভগাঁঠি মূলে।
আইট থানে লইবু ফোটা ধর্ম্মপূজার কালে[৪] ॥ ৯
ঘুরি ঘুবি চন্দন পূরন্ত কৈল খুরি।
ধূপ দীপে গন্ধ পুষ্পে পূজন অধিকারী[৫] ॥ ১০
সোল সাস্তি লব লাভ বাহাত্তরি কোঠা।
সনিবারে নিঅ এহি নিঅমর[৬] ফোঁটা ॥ ১১
নিঅমর ফোঁটা লব মন হএ সুচি।
পরিধান সুকুলবস্ত্র ইন্দু মন রুচি ॥ ১২
লোহ মোহ কাম কোধ দূরত তেআগিআ।
করহ ধর্ম্মর পূজা একান্তিক হইআ ॥ ১৩
চন্দন ঘুরিতে জেবা করেন্তি সঙ্খর ধ্বনি।
মহাভক্তি[৭] দিবেন ধর্ম্ম তারিবেন আপুনি ॥ ১৪
গঙ্গার মিত্তিকা লইল পঞ্চতীর্থর জল।
টীকাপাবন করেন দুর্গা হইআ নিরমল ॥ ১৫
উত্তর দক্ষিণ পূব জে পচ্চিম পুরর ভাল জানি।
রামাই পণ্ডিত টীকা সারিল আপুনি ॥ ১৬
এমন্ত ধর্ম্মব বরত ন করিব হেলা।
সংসার তরিবাত জদি বাইন্ধ হেন ভেলা ॥ ১৭
এমত ধর্ম্মর বরত অবহেলে জেহি জন।
চৌরাসি কুণ্ডেত জম তা পেলে ততখন ॥ ১৮
গাইল পণ্ডিত রামাই ধর্ম্মপদসার।
চন্দন ঘুরিতে দেহ জঅ জঅকার ॥ ১৯
টীকাপাবন আপাবন পাবন কৈল সার।
টীকাপাবনে দেহ জঅ জঅকার ॥ ২০

৪। "আদ্যগ্রন্থি ব্রহ্মগ্রন্থি শিবগ্রন্থি মূলে।
বত্রিশ সংখ্য কুকুরে ধর্ম্ম ভবনদীর কূলে॥" বে. গ. পু.।

৫। "খুরির চন্দন জে সারিআ টীকা খুরি।
তেত্রিস কোটী দেবতা অগোর চন্দনে ঘুরি॥" ইত্যধিক পাঠ, বে. গ. পু.।

৬। 'নিমের'—বে. গ. পু.।

৭। 'বিষ্ণুভক্তি'—পাঠান্তর, বে. গ. পু.।

অথ পুষ্পতোলন

পুষ্প তুল বড়ু হরসিত মন।
পুষ্পর সুগন্ধেত[1] মোহিত দেবগণ॥ ১
জেহি ফুলে মানাইব অনাদি দেবনাথ।
স্বর্গর পুষ্প তুল বড়ু তুল পারিজাত॥ ২
সুনার জে সাজি হাথে সুনার আকুড়ি।
পুষ্প তুলিবাক পচ্চিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ী॥ ৩
পরভুর মালঞ্চএ জাগন্তি নন্দি মহাকাল।
পরনাম করিঞা বুলে ফুল লহত সকাল॥ ৪
সাজি লএ ফুল পাড়ে জাএসি মালঞ্চে।
সতেক ভার পদ্ম ফুল নিরীখন করি তুলে॥ ৫
প্রথমে কোঙর পুষ্পে দিল হাত।
বাছিআ তুলিল অখণ্ড তুলসীর পাত॥ ৬
প্রথমেত কোঙর বক নাপালি সিঅলি।
কালা কাসান্দর ইন্দীবর ফুল লইল তুলি॥ ৭
অসোক কিংসুক জাতি জুবটী কুরুবক।
করবী লবঙ্গলতা কদম্ব কনক॥ ৮
সহিতর পুষ্প গাছে নাহি একপাত।
অমরাত নিরঞ্জন পাতিআ আছেন হাত॥ ৯
হাত পাতিআ নিরঞ্জন স্থজিলেন ছিষ্টি।
পাদুকা স্থাপিত করিল কুরুমর পিষ্টি॥ ১০
ফুল না ভাঙ্গিআ আগে করে না ভাঙ্গিও ডাল।
ডাল ভাঙ্গিলে ফুল না হইব আর॥ ১১
রুপার আকুড়সি হাথে রুপার পুষ্পসাজি।
ফুল জে তুলিলাক সঙ্কর মালঞ্চ বাড়ী॥ ১২
সাজি লএ পুষ্প বড়ু প্রবেসিল্যা বনে।
সতেক ভার কঙল নিরীখন করিয়া তুলে॥ ১৩

১। "জত পুষ্পের আঘ্রাণে"—বে. গ. পু.।

কাননে কুসুম তুলিলা রঙ্গন আর ঝাটি।
চামলী গন্ধলি তুলিলা শ্রীফল তুইবটী ॥ ১৪
চন্দন বানাঅ তুলি বেলাল সিকড।
তোআল পিআল সাইল তুহি আকড ॥ ১৫
জাই জুই তুলেন্ত পূজিবাক নিরঞ্জন।
নানা পুষ্প তুলে বড়ু করিঞা লিখন ॥ ১৬
জাই জুই মারুআ তুলিআ লইব কবে।
ভক্তি করি দিব ধর্ম্মপাদুকা উপরে ॥ ১৭
তামার আকুডসি হাতে তামাব পুষ্প সাজি।
পুষ্প তুলিবাক গেলা উদযার[২] মালঞ্চ বাডি॥ ১৮
সাজি লএ ফুল পাডে জাঅসি মালঞ্চে।
সতেক ভার শ্রীফল নিরীখন কবি তুলে ॥ ১৯
সরতর কিআ তুলে বসন্তর মালী।
নানা বন্ন ফুল তুলে হইএ কুতূহলী ॥ ২০
কুন্দ কুডচি ফুল তুলিল তুলাল টগর।
সেঅতি মালতী জাতি চম্পা নাগেশ্বব ॥ ২১
বেল্যা গোঁঙচি ভোচা আকডা নিঅলি।
জাহাত হইব তুষ্টু সে রূপর মুরুলী ॥ ২২
অখণ্ড ধুতুরা ঝিটি মারুআ কাচলি।
(মধু নাঞি সেহি ফুলে নাহি বইসে অলি) ॥ ২৩
জবা সে তুলসী তুলি ধর্ম্মর পীরিতি।
উড়ুক করঞ্চ বেলা তুলিল মালতী ॥ ২৪
কিআলা কেতকী মতি পলাস কাঞ্চন।
আম জাম তুলিলেন্ত পুজিবাক নিরঞ্জন ॥ ২৫
আকুড়সি তেজিআ ডালে দিলন একটান।
নানা বন্ন ফুল নিলত বিদ্যমান ॥ ২৬
বাঁসর আকুড়সি হাথে বাঁসর ফুল সাজি।
ফুল জে তুলিবাক গেলা ধম্মর মালঞ্চ বাড়ী॥ ২৭

২। "হরের"—বে. গ. পু.।

সাজি লইএ বড়ু ফুল পাড়েন্ত জাঅসি মালঞ্চে।
সতেক ভার করবীর নিরীখন করি তুলে ॥ ২৮
জটা ফুল তুলে কুঙর থুইলা একভিতা।
মরতর ফুল তুলে বড়ু তরু মাধবীলতা ॥ ২৯
ফুল তুলিবাক ফুল হইলা বিস্তর।
কুলদেবতা পূজিব হর দেহনা উত্তর ॥ ৩০
অর্ঘ্যপূজা মানসে সেক দিআ ইন্দ্রর জল।
গলার বাসুকি হেমহার দেখে ভারি ডর ॥ ৩১
আমলা কুসুম তুলিব জেই বকুলর মাল।
ফুল তুলিবাক কঙর চলিলা সকাল[৩] ॥ ৩২
সালুক সুন্দির ফুলে সারিআ লইব হার।
জাহাত হইব তুষ্ট অনাদ্য করতার[৪] ॥ ৩৩
ফুল তুলিয়া ফুল কৈলা সমতুল।
জলর তুলিল রক্ত কম্বলর ফুল ॥ ৩৪
পুষ্প তুলিআ বীর করিল্যা গমন।
ধর্ম্মর সাক্ষাতে গিআ দিল দরসন ॥ ৩৫
পরভুর সাক্ষাতে ফুল বাড়াইআ দিল।
আপুনি সকল ফুল নিরীখন কৈল্য ॥ ৩৬
বসুআ চরিত্রা দুর্গা ফুল নিরীখন।
গঙ্গাজল দিআ ফুল কৈল্য প্রক্ষালন ॥ ৩৭
ফুল গাঁথিআ হার করিল সত্বর।
কোন দেব পূজিব আগে কহ প্রতিত্তর ॥ ৩৮
আগ গণেসর পূজা দিআ ফুল জল।
তবে সে পূজিব পরভু ভকত বৎসল ॥ ৩৯
পুষ্পপাবন আপাবন পাবন কৈল্য সার।
ভকিত্যা আমিনি দেহ জঅ জঅকার ॥ ৪০
পুষ্পপাবন গীত পণ্ডিত রামে গান।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম চিন্তি জে কল্যান ॥ ৪১

৩। "রঙ্গন ধুতুরা তুলে বাস্কনা পারাল্য।" ইতি বে. গ. পু.।
৪। "দেবরাজ"—বে. গ. পু.।

নিঅমে ঘুরি ঘুরি এহি ফুলপাবন।
ডাক দেন দানপতি পূজিব ধরম ॥ ৪২
বাটাঅ করিআ নিল কর্পূর তাম্বূল।
নানা শব্দে বাজনা বাজএ মধুর ॥ ৪৩
কার আইল খুড়া জেটা কার আইল পো।
স্বরূপনারান ভিন্ন আন নাহিক মো ॥ ৪৪

অথ অধিবাস

মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি।
দুই ভিতে রুইএ কলা ভিতর হেমগিরি ॥ ১
ছাওনী মণ্ডপে সভা বান্ধএ বাদলমালা।
পচ্চিম দুআরে পণ্ডিত সেতাই জার চারিসঅ গতি।
হফসট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥ ২
মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি।
চারিভিতে রুইত্র কলা ভিতর হেমগিরি ॥ ৩
ছাওআ মণ্ডপর খামে বান্ধএ বনমালা।
লঙ্কার দুআরে পণ্ডিত নীলাই জার আটসঅ গতি।
হফসট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥ ৪
মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি।
চারিভিতে রুইত্র কলা ভিতর হেমগিরি।
ছাওআ মণ্ডপর খামে বান্ধএ বনমালা ॥ ৫
গাজন দুআরে পণ্ডিত রামাই জার সোলসঅ গতি।
হফসট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥ ৬
পঞ্চম দুআরে পণ্ডিত গোসাঞি জার
আছে অনেক গতি।
হফসট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥ ৭

অথ ধর্ম্মস্থান

আইদ ভূপতি নিমাব দেহারা ধর্ম্ম জথা আইদস্থান।
নব খণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী
ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান॥ ১
চানক দিল মানিক ভাণ্ডার পুখুর আড়র উপর।
চিত্রাগড়র কামিনা বিসান্তর॥ ২
চিরিআ বাঅতি পার্থ পাসান চিরিআ।
কন বলিএ ধরিলা স্থতর ধার॥ ৩
উত্তর দখিন পচ্চিম ভাণ্ডার ঘর।
পূরবে রাখিল তুআর তিন খানি।
ঘর হইল চাল হইল কামিনা রাখিল পাছভর॥ ৪
আড়ার মাইজ খানে দপ্পন সোভা করে।
বিচিত্র ভাণ্ডার ঘর ভাণ্ডার পানের স্তম্ভ লাগে
চন্দনর নাদন॥ ৫
সাডকে লাগিল জান।
এহি না ভাণ্ডার ঘরে দপ্পন সোভা করে
বেরাল পাটর বাছান॥ ৬
তালর কাঁড়ি লাগে গুআর বাখারি
ছিটনি তথির উপর।
বেরাল পাটর গোটী সভা করে
লাগিব সে থরে থর॥ ৭
মোউরর ছাইল ভাণ্ডার ঘর।
বেরাল পাটর লাগে পাটে।
পিড়াঅ সভা করে স্থনার কলস॥ ৮
তথি উড়ে নেতর স্থতি।
স্থনার কলস দিল নেতর পতকা
দিল জে তুলিআ।
টুঁই মুড়িআ নামএ এল বিসান্তর।

ধর্ম্মচরনগুনে শ্রীজুত রামাই ভনে.
হও কবি অনাদ্যর দাস।
অর্চ্চনা করএ ভাব পূজ নিরঞ্জনে,
জদি হর ভবনদী পার ॥ ৯

রাজা হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা (১)

কোন মতে পাএ দেবকাজে না করিহ হেলা।
রাজা হরিচন্দ্র ধর্ম্ম সেবা করিব।
খেনে আছএ চারি পহর বেলা॥
কেহ মাটি কাটে কেহ পাথর চাঁছে
হাতী মাডমর পটা।
কাটিআ ছিডিআ মাপিআ জথিআ
সত হাথে হইল পোতা॥
বাতিত পাথর চারি পাতি কর
করে হল স্থদ স্থনার আডা।
কাঞ্চন বাঁধিআ মেজে করিল কাট ডাল।
মণ্ডপে ফটিকের থাম লাগে চন্দন নাদন।
আর সাত ডকে লাগিল গজান।
ইলা মণ্ডপে দপ্পন সভা করে।
বেরাল পাটের গাটী স্থনার কড়ি লাগে
রূপার বাথারি ছিটিকে তথির উপরে
বেরাল পাটের গাটী
সভা করে গোড়ি বসে থরে থর।
মউর পুচ্ছর ছাউনি ধর্ম্মর ঘর।
বেরাল পাটে গাটি পিডাঅ সভা করে।
স্থনার কলস তথি উড়এ নেতর ধুতি।
স্থনার কলস নেতর পতকা দিল
জে তুলিআ।

জুই মুর্ত্তি হএ কামিন্যা বিসান্তর
আনাইল অন্তরীখে।
শ্রীধর্ম্মচরনগুনে শ্রীজুত রামাই ভনে
হঅ কবি অনাথ্যর দাস।
অর্চ্চনা করিআ ভাব পূজ নিরঞ্জনে
জদি হব ভবনদী পার॥

স্যন্যে পূজএ হারচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি।
নূতন মণ্ডপে পাদুকা নাই কামিন্যা পাইব কথি॥
করহ ইহা হরিচন্দ্র মানুস পাঠাও জন দস।
আচম্বিত বিসাই ঠেকিল রাজার সম্মুখে।
স্থক্রবার দিনে নিঅমে থাকিব আতপ তণ্ডুল খাইএ
সনিবার দিনে ধর্ম্মপাদুকায় দিব জে গড়িএ॥
চারি দুআরে আলাম পুতিআ দুআরে দুআরি আগে
বেদমন্ত্র পড়িআ রামাই পণ্ডিত স্থাপিত সে পাদুকা।
কান্দন্তি কামিন্যা ভাই কাজর ভাস্‌স নাই
থাকুক পাদুকার দাএ ছলিল গোসাঞি॥
ধর্ম্মর চরনে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ।
কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ॥

রাজা হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা (২)

: অথ দ্বারমোচন :

হরিচন্দ্র রাজা করে ধর্ম্মপূজা
ভরএ নবাহুতি ঘর।
নৌতন মণ্ডপে ধর্ম্মর সমীপে
রাণী মাগে পুত্রবর॥ ১
পচ্চিম দুআরে চন্দ্রর গোচরে
রাজা করে নিবেদন।

সঙ্গে চারিসঅ গতি ভেটী জুগপতি
কপাট কর নিবারন ॥ ২
স্থনিআ রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল মদনা।
চন্দনর ছড়া ঝাটী করি নানা পরিপাটী
চন্দ্র পদে করিল বন্দনা ॥ ৩
সঙ্গে আটসঅ গতি মদনা জুবতী
দখিন দুআরে উপনীত।
পুন বীর হনুমান ঘুচাঅ কপাট খান
দুআর মুক্ত করিব তুবিত ॥ ৪
স্থনিআ রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল চন্দনে।
মদনা জুবতী ভেটিতে জুগপতি
চলিলেন গতিগনে ॥ ৫
সঙ্গে বারসঅ গতি ভেটিতে জুগপতি
উদঅ দুআরে উপনীত।
স্থন স্থরজ গুনমনি ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিব তুরিত ॥ ৬
স্থনিআ রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি
অগোর চন্দনে ছড়া ঝাটী।
মদনা স্থন্দরী দুআর মুক্ত করি
করিল নানা পরিপাটী ॥ ৭
মদনা জুবতী সঙ্গে সোলসঅ গতি
গাজন দুআরে উপনীত।
স্থন হে গড়ুর মুনি ঘুচাব কপাট খানি
দ্বার মুক্ত করিব তুরিত ॥ ৮
স্থনিআ রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল রাজন।
দিআ রাজা গঙ্গার জল পবিত্র করিল থল
ভেটিবারে দেব নিরঞ্জন ॥ ৯

শ্রীধর্ম্মচরনার গুনে, শ্রীজুত রামাই ভনে,
রচে কবি অনাগুর দাস।
অচ্চর্না করিআ মনে ভাব পূজ নিরঞ্জনে
ভক্তগনর বিঘ্নি কর নাস ॥ ১০

অথ ঘর দেখা

দেখ ঘর দানপতি সুপ্রসন্ন বারমতি।
ধন বংস মঙ্গল করএ জুগপতি ॥ ১
জতেক দেবতাগনে জার জে বাহনে।
ধর্ম্মর জঅ বল্যে সভে হবসিত মনে ॥ ২
হংসপৃষ্ঠে আরোহন ব্রহ্মা জুগপতি।
গড়ুর বাহনে নারাঅন কৈল স্থিতি ॥ ৩
বলদ বাহনে হর করিআ সাজন।
সহিত গমনে জাইল্য ধর্ম্মর গাজন ॥ ৪
জেমন আছিল পূর্ব্বে দেব নিবন্ধিত।
বসিষ্ঠ নারদ আইল কুলপুরোহিত ॥ ৫
আইল্যা কপিল মুনি পরভুব সাক্ষাতে।
ইন্দ্র সুরপতি আইল্যা চাপি ঐরাবতে ॥ ৬
অগস্ত পুলস্ত আর বাল্মিক আপুনি।
কুবের বরুন আইল্যা জত সব মুনি ॥ ৭
চন্দ্র সুর্জ্য আইলাক গ্রহ তারাগন।
ধন্য হরিচন্দ্র ধন্য অমরা ভুবন ॥ ৮
ধবল আলম্ব উড়ে ধর্ম্মর দুআরে।
সুনার কলস সোভে দেউল উপরে ॥ ৯
ঝলমল করে তথি মুকুতা প্রবাল।
দেবতা আনন্দ সুখ বাড়িল বিসাল ॥ ১০
সারি সারি রম্ভা রুপি গুবাক সুন্দর।
বনমালা নামে তথি অতি মনুহর ॥ ১১

ধবল আসনে ধর্ম্ম হোইল কৌতুক।
জত নাটে বাগু বাজে হৈল্য মহাসুখ॥ ১২
চারিদিকে জঅ জঅ সঙ্খর বাদন।
আনন্দে পূর্ণিত তনু জত দেবগণ॥ ১৩
পণ্ডিত আমিনি রহু ধর্ম্মর গোচর।
দুআরে কোটাল সভ জাগে নিরন্তর॥ ১৪
ধর্ম্মর চরন পদ্ম ভাবি এক মনে।
সুনিলে সম্পদ হঅ পাপ বিমোচনে॥ ১৫
ধর্ম্মর চরনে জে পণ্ডিত রামে গান।
ভক্ত লাএকে ধর্ম্ম কবিব কল্যান॥ ১৬

অথ দানপতির ঘর দেখা

পণ্ডিতে বুঝান ঘর ঘব দেখি নৃপবর
মদনা প্রধান মহারাণী।
সত বানী হৃষ্ট মন সঙ্গএ জত পুরজন
রজত লইআ নৃপমনি॥ ১
কুটুম্ব বান্ধব জত সভে বহে চারিভিত
দীপক ধরিল কেহ হাতে।
কার হাথে চাউল গুআ চলিল একত্র হুআ,
রামাগণ চলে জুথে জুথে॥ ২
নিষ্ফলে জে দেখে ঘর অপুত্রক জন্মান্তর
পাপ বিনে পুন্য নাহি তার।
একথা সুনিল জেই ভাল মন্দ জানে সেই
ফল হাতে উচিত তাহার॥ ৩
মদনা লইআ সাথে সুন রাজা নরনাথে
এক মনে দেখহ রাজন।
সঙ্খ হুলাহুলি পড়ে নেতর পতকা উড়ে
ধবল আসনে নিরঞ্জন॥ ৪

হরিচন্দ্র মহারাজা রাজা রানী করে পূজা
উরিলেন ধর্ম্ম জুগপতি।
দেখ এই কূম্মরাজে বেড়িআছে নাগরাজে
চারি দিকে সোলসঅ গতি ॥ ৫
দেখ এই পদ্মাসন পূজা নিতে নিরঞ্জন
নরলোকে করিতে উদ্ধার।
পচ্চিমে কোটাল চন্দ্র দক্ষিনেত হনুমন্ত
পূব দিকে সূজু অধিকার ॥ ৬
উত্তরে গডুর মুনি নিরন্তর জোড়পানি
ধর্ম্মরাজে করেন স্তবন।
পচ্চিমে বসুআ গতি দখিনে চরিত্রা সতী
পূবদিকে গঙ্গা গতিগন ॥ ৭
গাজনে দুর্গার মেলা সেত ফুলে গাথি মালা
নিরন্তর জোগাঅ ঈসরে।
পচ্চিমে পণ্ডিত সেত দখিনে নিমাই রেত
কংসাই পণ্ডিত পূব দুআরে ॥ ৮
গাজনে পণ্ডিত রাম সর্ব্ব সাস্ত্রে গুনধাম
মোরে কৃপা কৈল ধর্ম্মরাজ।
দেবগণ আর জত দেখ এই ধর্ম্ম ব্রত
এহি সভা ধর্ম্মর সমাজ ॥ ৯
জমদূত দেখ এথি চিত্রগুপ্ত ভাই সেথি
বসিআ লেখেন পাজি পুঁথি।
অনাদ্যের পদতলে রামাই পণ্ডিত বলে
কৃপা কর ধর্ম্মজুগপতি ॥ ১০

অথ দ্বারমোচন

দুআরী ছাড ছুআর সহিতে কোটাল
তুহ্মা সব সঙ্গে দেখা শ্রীধর্ম্মর দুআব ॥ ১
স্থনার পাটেত বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটিব জে স্বরূপ নাবান ঘুচাহ কপাট ॥ ২
স্থনার কডি দিল দুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল চন্দ্র মহাসএ ॥ ৩
আনন্দে ভেটহ গিআ পরভু নিরঞ্জনে।
সেইত দুআরে বরত ঝি ফুল জল দিএ ॥ ৪
চন্দন কত কৈল পচ্চিম দুআর।
দুআর ছাড দুআরি সহিত কোটাল।
তুহ্মা পরসনে দেখিএ শ্রীধর্ম্মর দুআর ॥ ৫
রূপাকর পাটএ বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটিব জে স্বরূপনারান ঘুচাহ কপাট ॥ ৬
রজতর কডি দিল দুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল হনুমন্ত মহাসএ ॥ ৭
সেইত দুআরে বইসে ফুল জল দিএ।
হনুমান মুক্ত কইল লঙ্কার দুআরে ॥ ৮
দুআর ছাড় দুআরি সহিত কটাল।
তুহ্মা দরসনে দেখা শ্রীধর্ম্মর দুআর ॥ ৯
তামাকর পাটে বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটিব জে স্বরূপনারান ঘুচাহ কপাট ॥ ১০
তামাকর কড়ি দিল দুআরিব হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল স্থরজ মহাসএ ॥ ১১
আনন্দেত ভেটহ গিআ পরভু নিরঞ্জনে।
সেইত দুআরে বরত ঝি ফুল জল দিএ ॥ ১২
স্থরজে ভকতি কৈল পূরব দুআর।
দুআর ছাড় দুআরি সহিত কোটাল।
তুহ্মা দরসনে দেখা শ্রীধর্ম্মর দুআর ॥ ১৩

তামাকর পাটে বৈসএ বেসাতির হাট।
ভেটিব জে স্বরূপ নারান ঘুচাহ কপাট॥ ১৪
তামাকর কড়ি দিল দুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল গড়ুর মহাসএ॥ ১৫
আনন্দেত ভেটহ জাঞা পরভু নিরঞ্জনে।
সেইত দুআরে বরত ঝি ফুলজল দিএ॥ ১৬
গরুড়েক মুকত কৈল গাজন দুআরে। * * ১৭
হীরকের পাটে বেসাতির বৈসে হাট।
ভেটিব জে স্বরূপনারান ঘুচাহ কপাট॥ ১৮
হীরকর কড়ি দিল দুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল উল্লূক মহাসএ॥ ১৯
আনন্দেত ভেটহ গিআ পরভু নিরঞ্জনে।
সেইত দুআরে বরত ঝি ফুলজল দিএ॥ ২০
উল্লূক মুকত কৈল পঞ্চম দুআর।
দুআর মুকত হইল বরত হৈল মাঅ।
শ্রীরামক স্থনিতে হইল ভবনদী পার॥ ২১
পরভুর চরনে মজুক নিজ চিত।
শ্রীজুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত॥ ২২

অথ চনা-পাবন

দুআরিরে ভাই ধর গিআ।
তুম্মার দণ্ডর নন্দন। ১
পচ্ছিম দুআরে দানপতি জাঅ।
সুনার জাঙ্গালে পথ বাঅ॥ ২
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
বসুআ আপুনি আইল সেইত বরনর চনা॥ ৩
সেতাই পণ্ডিত চারিসঅ গতি।
চন্দ্র কোটাল নাহি ভাঙএ চনার বিবেচনা॥ ৪

দুআরিরে ভাই ধর গিআ।
তুহ্মার দণ্ডর নন্দন ॥ ৫
লঙ্কার দুআরে দানপতি জাঅ।
রূপার জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥ ৬
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
চরিত্রা আপুনি নিল নীল বরন চনা ॥ ৭
নীলাই পণ্ডিত আটসএ গতি।
হনুমন্ত কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা ॥ ৮
দুআরিরে ভাই ধর গিআ।
তুহ্মার দণ্ডর নন্দন ॥ ৯
উদঅ দুআরে দানপতি জাঅ।
তামার জাঙ্গালে পথ বাএ ॥ ১০
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
গঙ্গা আপুনি লইল কাল বরন চনা ॥ ১১
কংসাই পণ্ডিতর বারসএ গতি।
সুবজ কটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা ॥ ১২
দুআরিরে ভাই ধর গিআ।
তুহ্মার দণ্ডর নন্দন ॥ ১৩
গাজন দুআরে দানপতি জাঅ।
আম্বর জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥ ১৪
সহিতের দানপতি লাগেছে দুআরে।
দুর্গা আপুনি নিল আম্বর বরন চনা ॥ ১৫
রামাই পণ্ডিত সোলসঅ গতি।
গরুড় কোটাল নাহি ভাঙ্গে চনার বিবেচনা ॥ ১৬

অথ নিয়মভাঙ্গা

জম কি করিতে পারে।
সুক্রবার দিনে গো ঝিঅর করিব হবিস্য।
ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য ॥ ১
সনিবার দিনে আসিব জে ধরম দেউলে।
আসা পুরে দিব জে বর ভকত বৎসলে ॥ ২
তামর ঝারিতে দুর্গা নিল এ খীর পুরিঅা।
নিঅম ভঙ্গে ধর্ম্মরাজ গতে সাবধান হইআ ॥ ৩
নিঅম ভঙ্গে সনিবার পাল এহি শ্রীধর্ম্মব ঘরে।
সনিবার দিনে নিঅমে থাকিলে জম কি করিতে পারে ॥ ৪
সুক্রবার দিনে গো ঝিএ করিব হবিস্য।
ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য ॥ ৫
সনিবার দিনে আসিব ধরম দেউলে।
আসা পুরে দিব নর ভকত বৎসলে ॥ ৬
হীরার ঝারিতে পার্ব্বতী নিল অমৃত পুরিআ।
নিঅম ভঙ্গে ধর্ম্মরাজ গতি সাবধান হইআ ॥ ৭
দিবার নিঅম গেল নিরখরে।
দেবীর নিঅম পীরিত বাটিলেই করে।
সোলসঅ গতি।
নিঅমে আছে নিঅম দেই একে একে ॥ ৮
শ্রীধর্ম্মচরনে পণ্ডিত রামে গাএ।
কন সদাসিব ভজ সুত নিরঞ্জনর পাএ ॥ ৯
পচ্চিম দুআরে বসুআ আমনি গতি নিলা
জগানে নীরবাটী।
সেহি পীরিত তথা বরদা হইআ।
বসুআ আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ ॥
লঙ্কার দুআরে চরিত্রা আমিনি গতি নিলা
জগানে খীর বাটী ॥ ১

সে খীরবাটী তথা বরদা হইআ।
চরিত্রা আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ॥
উদআ দুআরে গঙ্গা আমিনি গতি নিলা
জগানে মধু বাটী॥ ২
সেহি মধু বাটী তথা বরদা হইআ।
গঙ্গা আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ।
গাজন দুআরে দুর্গা আমিনি গতি নিলা জগানে
পীরিত বাটী॥ ৩
সেহি পীরিত বাটী তথা বরদা হইআ
দুর্গা আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ॥ ৪
পঞ্চম দুআরে অভআ আমিনি গতি নিতি নিলা
জগানে বাটী॥ ৫
সেহি দ্রব্য বাটী তথা বরদা হইআ।
অভআ আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ॥ ৬
গাইল পণ্ডিত রামাই ভাবি নিরঞ্জন।
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন॥ ৭

অথ হোম

বান্তন পণ্ডিত আইল জেই দেব নিরঞ্জন।
পচ্ছিম দুআরে আজি স্থনিব বারতা॥ ১
সেতাই পণ্ডিত আইল চারিসঅ গতি।
হোম জজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী॥ ২
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বান্তন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন॥ ৩
লঙ্কায় দুআরে আজি স্থনিব বারতা।
নীলাই পণ্ডিত আইল আটসঅ গতি।
হোম জজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী॥ ৪
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বামুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন॥ ৫

উদঅ দুআরে আজি সুনিব বারতা।
কংসাই পণ্ডিত আইল বারসঅ গতি।
হোম জজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী।
বামুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥ ৬
গাজন দুআরে আজি সুনিব বারতা।
রামাই পণ্ডিত আইল সোলসঅ গতি।
হোম জজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥ ৭
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বামুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥ ৮
পঞ্চম দুআরে আজি সুনব বারতা।
গোসাঞী পণ্ডিত আইল অহন্থেক গতি।
হোম জজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥ ৯
পরভুর চরনে মজুক নিজ চিত।
শ্রীজুত রামাই রচিলঁ মধুর সঙ্গীত ॥ ১০

টীকা-প্রতিষ্ঠা

নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্ম দুআরে ॥ ১
পচ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত সেতাই সে
চারিসঅ গতি লঅ আসি।
চন্দ্র কোটাল বোলে বস্যা আছে পাটসালে[১]
আমিনি বসুআ ঘট দাসী ॥ ২
নাট গীত করি গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে।

১। "নাটসালে"—পাঠান্তর।

বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্মর দুআরে ॥ ৩
লঙ্কার দুআরে[২] কে পণ্ডিত নীলাই সে
আটসঅ গতি লইআ বসি[৩]।
হনুমন্ত কোটাল বোলে বস্যা আছে পাটসালে
আমনি চরিত্রা ঘটদাসী ॥ ৪
নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইআ করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্মর দুআরে ॥ ৫
উদঅ[৪] দুআরে কে পণ্ডিত কংসাই জে
বারসঅ গতি লইএ বসি।
সুরজ কোটাল বোলে বস্যা আছে পাটসালে
আমনি গঙ্গা ঘটদাসী ॥ ৬
নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্মর দুআরে ॥ ৭
গাজন দুআরে কে পণ্ডিত রামাই সে
সোলসঅ গতি লইএ বসি।
গরুড় কোটাল বোলে বস্যা আছে পাটসালে
আমনি দুর্গা ঘটদাসী ॥ ৮
নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাত্তি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্মর দুআরে ॥ ৯

২। "দক্ষিণ"—বে. গ. পু.
৩। "আসি"—বে. গ. পু.
৪। "পুরব"—পাঠান্তর।

পঞ্চম দুআরে কে পণ্ডিত গোঁসাই সে
আইল অনেক গতি লইএ বসি।
উল্লূক কোটালে বোলে বস্যা আছে পাটসালে
আমনি অভআ ঘটদাসী ॥ ১০
শ্রীধর্ম্মচরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাঅ।
কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ[৫]।
ভকত লাএকে ধরএ হব বরদাঅ ॥ ১১
সুনার খেড় মন্দির হইল তখন সুনার হৈল কপাট।
জঅনা জাত্রি এহি ধর্ম্মর মণ্ডপ বেড়িআ গেল
দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥ ১
বেচা কেনা কর নর শ্রীধর্ম্মর আছিল বর
রাজা রাণী দেখএ কুতূহলে।
বাঘে কপিলাঅ এক ঘাটে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥ ২
রূপার খেড় মন্দির হইল তখন রূপার হৈল কপাট।
জঅনা জাত্রি এ ধর্ম্মর মন্দির বেডিআ গেল
দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥ ৩
বেচা কেনা কর নর আছিল ধর্ম্মর বর
রাজা রাণী দেখএ কুতূহলে।
হনুমান রাক্ষসে একই ঘাটে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥ ৪
তামাকর খেড়-মন্দির হইল তখন তামাকর হৈল কপাট।
জঅনা জাত্রি এ ধর্ম্মর মণ্ডপ বেড়িআ গেল
দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥ ৫
বেচা কেনা কর নর আছিল ধর্ম্মর বর
রাজা রাণী দেখএ কুতূহলে।

৫। "ধর্ম্মচরণ গুণে শ্রীজুত রামাই ভনে
রচে কবি অনাদ্যের দাস।
অর্চ্চনা করিএ মনে ভেবে পূজ নিরঞ্জনে
ভক্তগণের বিঘ্নি কর নাস॥" ইতি পাঠ—বে. গ. পু.।

সাপে গরুড়ে একই ঘাটাতে জল খাঅ
কেহ কাবে নাহি ধরে বলে ॥ ৬
তামাকর খেড় মন্দির হইল তখন তামাকর
হইল কপাট।
জঅনা জাত্রি এ ধর্ম্মর মণ্ডপ বেড়িআ গেল
দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥ ৭
বেচা কেনা কর নর আছিল ধর্ম্মর বর
রাজা রাণী দেখএ কুতূহলে।
সাপে নেউলে একই ঘাটে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥ ৮
শ্রীধর্ম্মচরন গুনে শ্রীজুত রামাই ভনে
হউ কবি অনাত্থর দাস।
ভকতি অচলা কবা পূজ নিবঞ্চনে
জদি হব ভবনদী পার ॥ ৯

সংজাত পদ্ধতি (২)

বারমতি পূজা পদ্ধতি

॥ অথ বারমতি পূজার পদ্ধতি লিখ্যতে ॥

অথ বেড়ামন্নুই

পচ্চিম দুআরে উরি মাআ ধরে ধর্ম্ম জথা আদিস্থান।
সেতাই পণ্ডিত মনে আনন্দিত পাদ্দ অর্ঘ বহুমান॥ ১
পাখালি চরনে মুছিলা বসনে বসিল সুনার খাটে।
নারাঅন তৈল অঙ্গেত লেপিল সিনান করি বৈসে পাটে॥ ২

চিনি চাঁপা কলা সেত ফুল মালা
অগোর চন্দন আর।
ঘ্বত মধু ফল আতপ তণ্ডুল
গঙ্গাজল ভারে ভার॥ ৩
নানা দব্ব জত আনএ সত সত
সর্করা পুবিআ থালা।
দধি দুগ্ধ খাঁড় পূরিআত ভাঁড
ধর্ম্ম পূজএ সুব বেলা॥ ৪
পণ্ডিত সেতাই চিত্ত আন নাই
দব্ব কৈলা নিবেদন।
মুত্রাত আরোপন দিল আচমন
মুখসুদ্ধি কপ্পূর পান॥ ৫
চৌদিকে জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজে।
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত মিত্ত
সঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজে॥ ৬
লোটাইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
প্রদখিন সত বার।

মন্নুই করিআ আনন্দিত হইআ
দখিনেত আগুসার ॥ ৭
দখিন দুআরে উরি মাআ ধরে
ধর্ম্ম জথা আদি স্থান।
নীলাই পণ্ডিত মন আনন্দিত
পাদ্দ অর্ঘ বহু মান ॥ ৮
পাখালি চরণ মুছিল বসন
বসিল রূপার খাটে।
নারাঅন তৈল অঙ্গেত লেপিল
সিনান করি বৈসে পাটে ॥ ৯
চিনি চাঁপা কলা সেইত ফুলমালা
অগৌর চন্দন আর।
ঘৃত মধু ফল আতপ তাঁউল
গঙ্গাজল ভারে ভার ॥ ১০
নানা দব্ব জত আনে সত সত
সর্কবা পুরিআ থালা।
দধি দুগ্ধ খাঁড পুরিআত ভাঁড
ধর্ম্ম পূজএ সুব বেলা ॥ ১১
পণ্ডিত নীলাই চিত্ত আন নাই
দব্ব কৈল নিবেদন।
মুদ্রা আরোপন দিলা আচমন
মুখসুদ্ধি কপ্পূর পান ॥ ১২
চৌদিকে জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজে
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিত্ত
সঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি বাজে ॥ ১৩
লোটাইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
প্রদখিন সতবার।
মন্নুই করিআ আনন্দিত হঞা
পূরব দুআরে আগুসার ॥ ১৪

পূরবে দুআরে উরি মাআ ধরে
ধর্ম্ম জথা আদিস্থান।
কংসাই পণ্ডিত মন আনন্দিত
পাদ্দ অর্ঘ বহুমান॥ ১৫
পাখালি চরনে মুছিলা বসনে
বসিল তামর খাটে।
নারাঅন তৈল অঙ্গেত লেপিল
সিনান করি বৈসে পাটে॥ ১৬
চিনি চাঁপা কলা সেইত ফুলমালা
অগৌর চন্দন আর।
ঘৃত মধু ফল আতপ তাঁউল
গঙ্গা জল সত ভার॥ ১৭
নানা দব্ব জত আনএ সত সত
সক্করা পূরিআ থালা।
দধি দুগ্ধ খাঁড় পূরিআত ভাঁড়
ধর্ম্ম পূজে সুব বেলা॥ ১৮
পণ্ডিত কংসাই চিত্ত আন নাই
দব্ব কৈল নিবেদন।
মুদ্রা আরোপন দিল আচমন
মুখ সুদ্ধি কপ্পূর পান॥ ১৯
চৌদিকেত জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজে।
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিও
সঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজে॥ ২০
লোটাইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
প্রদখিন সত বার।
মসুই করিআ আনন্দিত হআ
উত্তরেত আগুসার॥ ২১
উত্তর দুআরে উরি মাআধরে
ধর্ম্ম জথা আদিস্থান।

রামাই পণ্ডিত মনে আনন্দিত
পাদ্দ অর্ঘ বহুমান ॥ ২২
পাথালি চরনে মুছিআ বসনে
বসিল পিতল খাটে ।
নারাঅন তৈল অঙ্গেত লেপিল
সিনান করি বৈসে পাটে ॥ ২৩
চিনি চাঁপা কলা সেইত ফুলমালা
অগৌর চন্দন আর ।
ঘৃত মধু ফল আতপ তাঁউল
গঙ্গাজল ভারে ভার ॥ ২৪
নানা দব্ব জত আনে সত সত
সক্করা পূরিআ থালা ।
দধি দুগ্ধ থাঁড় পূরিআত ভাঁড়
ধর্ম্ম পূজএ সুব বেলা ॥ ২৫
পণ্ডিত রামাই চিত্ত আন নাই
দব্ব কৈল নিবেদন ।
মুদ্রা আরোপন দিলা আচমন
মুখসুদ্ধি কপ্পূর পান ॥ ২৬
চৌদিকে জঅ জস কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজে ।
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিত্ত
সঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজে ॥ ২৭
লোটাইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
প্রদখিন সতবার ।
মহুই করিআ আনন্দিত হঞা
সম্মানেত আগুসার ॥ ২৮
চৌদিকে জঅ জঅ সঙ্খ বাজনা হঅ
ধর্ম্ম নিলা নিজ ধামে ।
পূজা অনুসারে দআ কর তারে
বলিল পণ্ডিত রামে ॥ ২৯

অথ ধুনাজ্বালা

বৈকণ্ঠেত জীএ ধর্ম্ম বল্লুকাতে স্থিতি।
রত্ন সিংহাসনে বার দিল জুগপতি॥ ১
বিচিত্র দেহারাঅ কনক চন্দ্রচূড়ে।
সুসীতল আনামতে জাহার ধ্বজা উড়ে॥ ২
বেআল্লিশ বাজনা বাজে জঅঢাক বাজে।
ধর্ম্মর আনাম ভাল বল্লুকাত সাজে॥ ৩
এক দিন মার্কণ্ড মুনি ধর্ম্মনিন্দা করেছিল।
সেই অপরাধে মুনি গলিত হইল॥ ৪
পতি লএ ঋস্যানি আইল ধর্ম্মস্থানে।
তাহর কাজ সিদ্ধি হইল ধর্ম্ম দরসনে॥ ৫
তবেত মানিল মুনি এ গৃহ ভবন।
সেধার সুধিলেন ঋসি সুন নিরঞ্জন॥ ৬
রুদ্রপাল ধুনা চূর জোগাইল লএ।
লইলা ধুনার চূর দখিনাস্ত হএ॥ ৭
গঙ্গা জল দিআ সুদ্ধ কৈল ধুনাচূর।
চন্দনর কাট তাহে দিলান প্রচুর॥ ৮
চন্দনর কাট দিলা ঘৃত ধুনা দিআ।
ব্রহ্ম অগ্নি দিআ রামাই দিল জালাইআ॥ ৯
ধৃ ধৃ সবদে আগুনি উঠিল বিস্তার।
ধর্ম্মর গাজনে দেও জঅ জঅকার॥ ১০
কর পুটে ঋসানি করেন্ত স্তুতিবানী।
তুম্মার চরন বিনু আন নহি জানি॥ ১১
গাএন পণ্ডিত রামএ ধর্ম্মপদতলে।
ভকত নাএক পরভু রাখিব কুসলে॥ ১২

অথ ঘোড়া সাজান

একই তিটকি পরভুর একই দুই হানা।
বার বৎসর পরভুব একই দুই হানা ॥ ১
আগুনির পাঅ পরভুর একই দুই হানা।
আগুনির পাঅ পরভুর একই পাটর টনা ॥ ২
মুক্তর হার লেগেছে রতনে পাকানা।
সুনার ঘণ্টা আদি তাহে বাজিছে বাজনা ॥ ৩
সাজাইল সেই ঘোড়া কি বলিব আর।
জাহর পিঠে সভা পাত্র নিবঞ্জন নৈরাকার ॥ ৪
ঘোড়া কানি নাধুনি পবন করি বেগ।
তিন দিনর পথ করে একই দিনে বেগ ॥ ৫
সতেক হাথ নেতে কৈল ঘোড়ার নিছনি।
সরগ মরত পাতালেত লেগেছে ঘুবসানি ॥ ৬
এক ধরিল আগে এক ধরিল বাগে।
পাটের ডুরি ধার দিল পরমেসরের আগে ॥ ৭
লম্ফ দিআ পরভু রথ সাজনে জাঅ।
নানা রতন দিআ তথা রথ সাজাঅ ॥ ৮
তামা তুলসী হএ গেল স্তুতি।
রথ উদঅ করিল জুগের জুগপতি ॥ ৯
গাইল পণ্ডিত রামএ ধর্ম্মপদতলে।
ভকত নাএকে পরভু রাখিব কল্লানে ॥ ১০

অথ বারমাসি

কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকের অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কন্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি। সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল

ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাসে কোন রাসি। বৈশাখ মাস মেস রাসি। হে বসুদেব! বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি লেহ সেবকর পুষ্পপানি। সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কন্নি। গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডার পাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবেক সুখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন্ মাস কোন রাসি। বৈসাখ গেলে জৈট মাস বৃস রাসি। হে হরিহর বার ভাই বার আদিও হাথ পাতি নেহত সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল। ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল। রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন হব নাশ। কোন মাস কোন রাসি। জৈঠ গেলে আসাড় মাস মিথুন রাসি। হে ভগবান বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব মোথ মুকতি এহি দেউলে পড়ুক জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাসে কোন রাসি। আসাড় গেলে সাবন মাস কর্কট রাসি। হে গোবিন্দ বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ ফুল জল সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব মোথ মুকতি এহি দেউলে পড়ুক জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন হব নাস। কোন্ মাসে কোন্ রাসি। সাবন গেলে ভাদ্দর মাস সিংহ রাসি। হে নরসিংহ বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ জল পুষ্প পানি। সেবক হব সুখী ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরী দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস।

কোন্ মাস কোন রাসি। ভাদ্দর গেলে আসিন মাস কন্না রাসি। হে চন্দ্র বার ভাই বার আদিত্ত হাথপাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি সেবক হব সুখি। ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকাব। দাতা দানপতিব বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাস কোন রাসি। আসিন গেলে কাত্তিক মাস তুলা বাসি। হে দামোদর বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখী আমিনি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব মোখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। কোন্ মাসে কোন্ রাসি। কাত্তিক গেলে অঘান মাস বিছা রাসি। হে মধুসূদন বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআবি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতিব বিঘ্ন হব নাস। কোন মাস কোন রাসি। অঘান গেলে পৌস মাসে ধনু বাসি। হে পুরুসোত্তম বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডাবপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাস কোন রাসি। পৌস গেলে মাঘ মাস মকব রাসি। হে মাধব বার ভাই বাব আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকব অর্ঘ ফুল জল সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডাবী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবেন সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাস কোন রাসি। মাঘ গেলে ফাগুন মাস কুম্ভ রাসি। হে শ্রীধর বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ্য জল পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআর-

পাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস।

বার মাসে বার ফুল হইল সমতুল।
পাদুকা স্থাপিত হোইল ধর্ম্মর ফুল ॥ ১।
বার আদিত্ত বার ভাই।
ধর্ম্ম দেবতার লাগ নাই পাই ॥ ২
গাইল পণ্ডিতরাম ভাবি নিরঞ্জনে।
ভকত জনারে পরভু রাখিব চরনে ॥ ৩

অথ সন্ধ্যাপাবন

সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখ ধ্বনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥ ১
সত্তি জুগে সাঁজা দিল বসুআ আমনি।
সেতাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখ ধ্বনি ॥ ২
রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
চারি সঅ গতি দিলাক জঅ জঅ কার ॥ ৩
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখর ধ্বনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥ ৪
তেতা জুগে সাঁজা দিলা চরিত্রা আমনি।
নিলাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখ ধুনি ॥ ৫
রস ধুনা জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
আট সঅ গতি দিলাক জঅ জঅকার ॥ ৬
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখর ধুনি দিলএ তুষ্টু নিরঞ্জন ॥ ৭
দু আপরেত সাঁজা দিলা গঙ্গা আমনি।
কংসাই পণ্ডিত সেথা দিলা সংখর ধ্বনি ॥ ৮
রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
বার সঅ গতি দিলাক জঅ জঅকার ॥ ৯

সাজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখর ধ্বনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥ ১০
কলি জুগে সাঁজা দিলা দুর্গা আমনি।
রামাই পণ্ডিত আসি দিলা সংখর ধ্বনি ॥ ১১
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
সোল সঅ গতি দিলা জঅ জঅকার ॥ ১২
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখর ধ্বনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥ ১৩
সুন্ন জুগে সাঁজা দিলা অভআ আমনি।
গোঁসাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখর ধ্বনি ॥ ১৪
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
অহনেক গতি দিলা জঅ জঅকার ॥ ১৫
গাএন পণ্ডিতরাম ভাবি নিবঞ্জনে।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম রাখিব কল্লানে ॥ ১৬

অথ মন্নুই

মন্নুই চিন্তহ ধর্ম্ম হে গোসাঞি করতার
অনাদি অবতাব।
এ তিন ভুবন জিনি রাজত্বি তুহ্মার ॥ ১
পচ্চিম দুআরে ধর্ম্ম দিআ দরসন।
তেনা মন্নুই দিলা সুনহ নিবঞ্জন ॥ ২
পচ্চিম দুআরে আছে পণ্ডিত সেতাই।
তেনা মন্নুই দিলা সুনহ গোসাঞি ॥ ৩
তেনা মন্নুই ধর্ম্ম করিআ তখন।
উত্তর দুআরে ধর্ম্ম দিআ দরসন।
তেনা মন্নুই দিলা সুনহ নিরঞ্জন ॥ ৪
আতপ তাঁড়ুল দিলা কেস্থুর পাম্নিফল।
অমর্ত্ত গুটিকা দিলা জোড়া নারিকল ॥ ৫

অমর্ত্ত গুটিকা ধর্ম্ম করিয়া ভখন।
আচমন করিবাকু হৈল ধর্ম্মর গমন।
পূরব দুআরে ধর্ম্ম দিআ দরসন ॥ ৬
পূরব দুআরে আছেন্ত পণ্ডিত কংসাই।
জল খড়িকা জোগাইলা অনাদ্দর ঠাঞি ॥ ৭
সুনার খড়িকাঅ ধর্ম্ম দসন খুটিআ।
বত্তিস কুলকুচাঅ ধর্ম্ম পবিত্র হইআ ॥ ৮
সতেক হাত ডালিম্বত মুখানি মুছিআ।
দখিন দুআরে ধর্ম্ম দরসন দিআ ॥ ৯
দখিন দুআরে আছেন্ত পণ্ডিত রামাই।
কপ্পুর তাম্বূল দিলা অনাদ্দর ঠাঞি ॥ ১০
কপ্পুর তাম্বূল ধর্ম্ম করিলা ভখন।
সুন্ন দুআরে ধর্ম্ম দিলা দরসন ॥ ১১
সুন্ন দুআরে আছেন্ত পণ্ডিত গোসাঞি।
খাট পালঙ্ক দিলা অনাদ্দর ঠাঞি ॥ ১২
খাট সিংহাসনে ধর্ম্ম ঢালিআ দিলেন গা।
আলালিলা পদ্মজা কেন হাথ পা ॥ ১৩
চারিদিকে পড়এ সেইত চামরর বাঅ।
রত্ন সিংহাসনে পরভু সুখে নিদ্রা জাঅ ॥ ১৪
চারি দিকে রহিল তারা চারি মহারথী।
মাইঝ খানে রহিল জুগর জুগপতি ॥ ১৫
গাইল পণ্ডিত রামএ ভাবি নিরঞ্জনে।
ভকত নাএকে পরভু রাখিব কল্লানে ॥ ১৬

অথ ঢেকী মঙ্গলা

কৌতুকেত দেবগণ করিতে মঙ্গলন
বসিলা বম্ভা বিষ্টু হর।
তেত্তিস কোটী দেব বসিলেন সব
গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ ১
পণ্ডিত চারিজনে আনন্দিত পূর মনে
দ্বাদশ ভকত আমনি।

মুক্ত হার ধান্ন আনি মুকুতা প্রবাল মানি
দুর্লভ জগতেত বাখানি ॥ ২
কোটাল চারি জনে আদেসি দেবগনে
নারদে আনাহ তরাগতি।
চলিল ততঃপর মুনি বরাবর
কহিল দেবর ভারতী ॥ ৩
স্থনিআ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ
ঢেঁকী পিঠে করি আরোহন।
ভাবি জুগেসর চলিল মুনিবর
স্থনিআ বারমতি ভরন ॥ ৪
তেঠঙ্গা হইআ জাঅ ভেকর সঙ্গীত গাঅ
উড়িল দেব বিদ্দমানে।
দেখিআ দেবগণ আদবে ততখন
বসাইল রত্নসিংহাসনে ॥ ৫
ত্রিদেব মহারাজা ঢেঁকীব কবিলা পূজা
স্থগন্ধি পুষ্পর মালা দিআ।
দেবকন্না মেলি দিআ হুলাহুলি
আনন্দেত ঢেঁকী মঙ্গলিআ ॥ ৬
বাজএ জএঢাক মেঘব সম ডাক
স্থনিতে স্থধনি বাজনা।
মৃদঙ্গ কাড়া বাজে ফুলর মালা সাজে
আনন্দেত ধর্ম্মর পূজনা ॥ ৭
পণ্ডিতে বেদগান নিছিআ পেলেন পান
হুলুই পড়এ ঘনে ঘন।
সমধুর বাজনা স্থনি মুকুতা হার আমনি
ঢেঁকী এ কর আরম্ভন ॥ ৮
সৌঁউরি কর তার দখিন পদে পার
মুকুতা করিল নিরমান ॥
আনন্দেত পদতল মধুকর কোকনদ
পণ্ডিত রামাই গাঅন।

এহি মোর মনস্কাম তুহ্মি না হইও বাম
দানপতির চিন্তহ কল্লান ॥ ৭

অথ গাম্ভারী মঙ্গলা

মঙ্গল রাগ

চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পূবল
কৌতুকেত বাজএ বাজনা।
গামারি মঙ্গলে চলিল ভকতাগনে
স্থনিআ ধাএ সর্ব্বজনা ॥ ১
আনন্দে কুতুহলে নিও গীত ভালে
পতাকা চলে সারি সারি।
সোল সংখর ধ্বনি দেহি নিতম্বিনী
অঙ্গনা চলে সারি সারি ॥ ২
ভমন করি বুলে গাম্ভারি লইআ মিলে
পাইল তাহার দরসন।
প্রদখিন করি বলে হবি হরি
বক্ষেত করিল আলিঙ্গন ॥ ৩
বোসিল তরুতলে পবিত্র কুস মুলে
পূজা করিল রচনা।
পণ্ডিত বাম্ভন বেদ নিনাদন
জালিয়া ধূপ দীপ ধুনা ॥ ৪
কুম্ কুম্ চন্দন করিআ রোপন
স্থগন্ধি আর পুষ্পমালা।
বেদর বিধানে পূজি দেবগণে
নৈবিদ্দ পুরিআ থালা ॥ ৫
সাঙ্গ পূজাব্রত করি দণ্ডবত
অষ্টাঙ্গ লোটাএ খিতি।
কৃপা কর মোরে অনাদি করতারে
জুগল পদেত করি স্তুতি ॥ ৬

ভক্তার প্রধানে করিলা বরনে
বসন ভূসন চন্দনে।
কুঠারি হাতে করি বলে হরি হরি
গাছ কাটে সুভখনে॥ ৭
ধর্ম্ম করি মনে আন নাহি জানে
তুমি সর্ব্ব দেব ধাতা।
সুনিএ বচন ওহে নিরঞ্জন
উরিল দেব করতা॥ ৮
পড়িল পূর্ব্ব মুখে আনন্দ সর্ব্ব লোকে
সেবকে করিতে উদ্ধাব।
আনন্দজুত হএ চলিল সভে লএ
পবেসে কামার ঘরে॥ ৯
কানু নাম ধরে ডাকে বাবে বাবে
সাজন করি দেহ মোরে।
করিল অঙ্গীকার সব মোর ভার
সাজন দিব তুহ্মারে॥ ১০
বলিব কি আর সুন হে তৎপব
বিদাএ সভারে কর।
একান্ত করি মন ভাবি নিরঞ্জন
পণ্ডিত রামে কৈল সার॥ ১১

ইতি গামারিকাটা সমাপ্ত।

অথ ঘাট-মুক্তা

ছাড়িআ সুন্ন পরভু ধবল সিংহাসন।
সান কইতে পরভু করিলা গমন॥ ১

পচ্চিম দুআরে পরভু দিলা দরসন। পচ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুঁকার। আস বাছা চন্দ্র পহরি বাটাল তাম্বুল খাব রূপার রঞ্জিত ঘাটে নির্ম্মান করি দিব।

তখনত চন্দ্র পহরি প্রভুর আজ্ঞা পাইল।
রূপার রঞ্জিত ঘাট নির্ম্মান করিল॥ ২

ঘাট নির্ম্মাইল পরভু দেখি বিদ্যমান।
এই ঘাটে সিনান কর সোরূপ নারান ॥ ৩
সে ঘাট তেজিআ ধর্ম্ম করিল গমন।
দখিন দুআরে ধর্ম্ম দরসন দিল ॥ ৪

দখিন দুআরে হনুমন্ত পহরিক হুঁকার পাড়িল। আস বাছা হনুমন্ত পহরি বাটাঅ তাম্বুল খাব সুনার রঞ্জিৎ ঘাট নির্ম্মান করি দিব।

তখন হনুমন্ত পহরি পরভুর আজ্ঞা পাইল।
সুনার রঞ্জিৎ ঘাট নিরমান করিল ॥ ৫
ঘাট নিরমান হৈল পরভু দেখ বিদ্দমান।
এই ঘাটে সিনান কর সোরূপ নারান ॥ ৬
সে ঘাট তেজিআ ধর্ম্ম করিলা গমন।
পূরব দুআরে ধর্ম্ম দিল দরসন ॥ ৭

পূরব দুআরে স্বজ্জ পহরিকে পাড়িল হুকার। আস বাছা স্বজ্জ পহরি বাটাল তাম্বুল খাএ। তাম্বর রঞ্জিৎ ঘাট নির্ম্মান করি দিব।

তখনত স্বজ্জ পহরি পরভুর আজ্ঞা পাইল।
তাম্বর রঞ্জিৎ ঘাট নিরমান করিল ॥ ৮
ঘাট নিরমান হৈল পরভু দেখ বিদ্দমান।
এই জলে সিনান করেন সোরূপ নারান ॥ ৯
সে ঘাট তেজিআ ধর্ম্ম করিলা গমন।
উত্তর ঘাটেত ধর্ম্ম দিলা দরসন ॥ ১০

উত্তর ঘাটেত গড়ুর পহরিকে পাড়িল হুহুঁকার। আস বাছা গড়ুর পহরি বাটাএ তাম্বুল খাঅ। পাসানের রঞ্জিৎ ঘাট নিরমান করি দেয়।

তখনত গড়ুর পহরী পরভুর আজ্ঞা পাইল।
পাসানের রঞ্জিত ঘাট নিরমান করিল ॥ ১১
গঙ্গাজল কূপ জলে বএ জাঅ বান।
এহি জলে সিনান করেন সোরূপ নারান ॥

অথ ধর্ম্মস্থান

ওঁ কার জঅঙ্কার জঅদেব ধম্ম করতাব নিব খাএ নিবমান খাএ জোগাএ সদ্ধেশ্বরি অমৃতমুখে বৈস বিদি বিদি কাল কেমন ঘরে বামন্তি রাম রামেশ্বর। ভুচ্ছ কুম্ভীর সতেক হাত অগ্নি সতেক হাত জল এতটা জলে স্নান করেন নিল্লেপ নৈরাকার।

সংখ উপজিল সংখ সংখব বিচাব।
কহ কহ পণ্ডিত সংখর সাব।
কোন সংখ জলে স্নান কবেন অনাদ্দ কবতাব ॥ ১
আদ্দ সংখ জলার জুতি।
হবি হবি সংখ পাপ মুকতি ॥ ২
কোন সংখে না ছোঁএ পানি।
দখিন সংখে না ছোঞ পানি ॥
দখিন সংখে আপ পঅমানি ॥ ৩
কে সিবজিল গঙ্গাকে সিবজিল পঙ্ক।
তাহে উপজিল দ্বাদশ অঙ্গুল সংখ ॥ ৪

হে জঅসন্ধ হে বিজঅসন্ধ তুম্মি সংখ হইএ চিবাই। তুম্মাব জলে স্নান কবেন শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি। অভিসেক জলে স্নান মনখিব কৈসেব পাবন সইতের পাবন সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ভকত বৎসল। সুবন্নের কোদাল রূপার বাঁট। মহাদেব কুদালেন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল। জটার কুলে পেলেন নীর সে নীর লইআ দসমদ্ধ গতি বাখানি। ব্রহ্মা হইলেন পণ্ডিত বিষ্টু হইলেন কন্নি—মহাদেব মেলি করেন জলপাবন; মূলপাবন স্থলপাবন গোষ্ঠীপাবন ছায়াপাবন পণ্ডিতপাবন উত্তব দখিন পূব পচ্চিম পাবন। জীত্তাপাবন। কাআপাবন মুণ্ড পাবন ধড় পাবন। সুবন্নর পুস্কর্নি রূপাব ঘাট এহি ফুল জলে স্নান করেন শ্রীদেব করতার। আদ্দপতি অনাদ্দপতি করিব সার। এহি সুদ্ধ পাটে ধর্ম্মর আগুসার। অস্‌সখ বেল পলাস মোউলর পাত। সিনান করেন তিদসর নাথ। স্নান সন্ধ্যা গোসাঞির চাম্পান দিব ঘাট। ধবল সংহাসন গোসাঞর ধবল পাট। উরিলেন গোসাঞি ঝলমল করিএ কন্ধে শুন পৈতা।

সোপ করিয়া উঠিলেন গোসাঞি পত্তুস বিহানে।
উল্লুক করেন স্তব পরভু বিদ্দমানে ॥ ৫
উঠিলেন গোসাঞি দেবচক্রপানি।
তিভুবন করহ মুক্ত তিদসর মনি ॥ ৬
ধবল বন্নর আইট ঘোড়া স্থজ্জর রথ বঅ।
কনক বিচিত্ত রথ তিভুবনমঅ ॥ ৭
সোজ পাএ ধরিল গোসাঞির স্থনার সিকল।
উদঅ করিলেন ভানু ভাস্কর ॥ ৮
সত মাল সাস্ত্র ভুমস্ত জল ভুমস্ত পানি। (?)
এহি পুপ্প জলে স্তান করেন নিরঞ্জন আপুনি ॥ ৯
স্তান তপ্পন ক'রা ধম্ম অঙ্গে হৈল জোতি।
রামাঞের বচন ধম্ম কর অবগতি ॥ ১০

অথ তীর্থ আবাহন

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী ॥ ১
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বাস্তাঃ স্থমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ২

নিরঞ্জনং রূপং জলং ধ্যায়েৎ ; মূলমন্ত্রং অষ্টধা জপন্। কূর্ম্মমৎস্যাঙ্কুশমুদ্রা প্রদর্শয়েৎ। অথ স্নানমন্ত্র :—

নমঃ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৩
কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তীহ ॥ ৪
শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্ননাশনং।
সর্ব্বপরঃ পরোদেবঃ তস্মাত্ত্বং বরদোভব ॥ ৫

॥ দেবনিরঞ্জনায় নমঃ ॥

ঘটপট মুক্তিকেস।
ঘট লাআতে পডিত আদেস ॥ ৬
দেবীর ঘট বারি জগতে জানি।
নিঅম ঘটবারি নেহ পুষ্পপানি ॥ ৭
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি ! নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৮
নমঃ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তীহ ॥ ৯

শ্রীকামিন্যৈ দেব্যৈ নমঃ ॥
গণেশাদি পঞ্চদেবতাঃ পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥
সিন্ধুজলে সাঁঝা জাল গতি ভাই আনন্দিত মনে।
জয় সংখ ধুনি দিলে তুষ্ট নিরঞ্জনে ॥ ১০
পচ্চিমে সুবন্নদীপ জানিয়া সাঁঝাকালে।
সাঁঝা দিলে হঅ সুমঙ্গলে ॥ ১১
সত্তি জুগে দিল সাঁঝা বসুআ আমনি
সেতাই পণ্ডিত তথা করএ সঙ্খর ধনি ॥ ১২
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
চারি সঅ গতি দেহ জঅ জঅকার ॥ ১৩
দখিনর জত দীপ জলিআ উজ্জল।
সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিল হঅ সুমঙ্গল ॥ ১৪
তেতা জুগে সাঁঝা দিল চরিত্রা আমিনি।
নীলাই পণ্ডিত সেথা দেএ সংখ ধুনি ॥ ১৫
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
আট সঅ গতি দেএ জঅ জঅকার ॥ ১৬
পূব দিকে তামক দীপ জালিআ উজ্জল।
সাঁঝার বোলে সাঁঝা দিলে হএ সুমঙ্গল ॥ ১৭

দাপরেত সাঁঝা দিলা গঙ্গা জে আমনি।
কংসাই পণ্ডিত সেথা করেন সংখ ধ্বনি ॥ ১৮
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
বারসঅ গতি দেএ জঅ জঅকার ॥ ১৯
গাজনে পাসান দীপ জলিআ উজ্জল।
সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিল হএ সুমঙ্গল ॥ ২০
কলি জুগে সাঁঝা দিল দুর্গা জে আমনি।
রামাই পণ্ডিত সেথা করেন সঙ্খর ধ্বনি ॥ ২১
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
সোল সঅ গতি দেএ জঅ জঅকার ॥ ২২
সাঁঝা জাল গতি ভাই সাঁঝাঅ দেহি মন।
সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিলে তুষ্টু নিরঞ্জন ॥ ২৩
গাইল পণ্ডিত রাম ধম্মপদ সার।
গাজন সহিত দেহ জঅ জঅকার ॥ ২৪

অথ ধর্ম্মস্নান

করন্তি ধর্ম্ম স্তান পণ্ডিতে বেদগান
দিলেন সভে হুলাহুলি।
সুগন্ধি গন্ধ চুআ ফুল তৈল লইআ
ধর্ম্মর অঙ্গর তুলএ মলি ॥ ১
পচ্চিম ঘাটে রূপাতে বিরাজিত
বিবিধ কুসুম ফুটে কূলে।
রকত উৎপল সোভিত পানিফল
উল্লাস পাখ করএ জলে ॥ ২
মল্লিকা জাতি জুতি মালতী নানা ভাতি
চম্পক কদম্ব নানা ফুল।
মাধবীলতা জত কস্তুরি বিকসিত
কেতুকি রঙ্গন বকুল ॥ ৩

পুরবে ঘাটে জত তামাক বিরাজিত
বিবিধ নানা ফুলে
দেবতা কন্নাগন করেন আগমন
আসিআ সিনান কুতূহলে ॥ ৪
গুবাক নারিকল অমৃত সম ফল
দাড়িম্ব টাবা সারি সারি।
সেইত ঘাট দিআ অমৃত ফল লইআ
জাএন গন্ধর্ব্বর নারী ॥ ৫
উত্তর ঘাটে জত ফটিকে বিরাজিত
পবাল মুকুতা থরে থর।
সে ঘাটে নিরঞ্জন থাকএ অনুখন
দেখিআ সভা সরোবর ॥ ৬
পণ্ডিত বাম আছে উল্লূক মুনি কাছে
রহিল সোল সএ গতি।
ধর্ম্মর সিনান কালে জতেক তিথি মিলে
ধায়ন্তি সভে লঘুগতি ॥ ৭
পণ্ডিত দ্বিজ রাম সকলি গুনধাম
জনন পত্তন সাধনে।
অনাদি পদতল মধুকর কমল
শ্রীরাম পণ্ডিত ভনে ॥ ৮
সিনান করেন্ত দেব নিরঞ্জন
নাম্বিআ আগমর জলে।
আখণ্ড তুলসী হনু লইআ আসি
দিলেন ধর্ম্ম পদতলে ॥ ৯
সাগর সঙ্গম সিনান কালে ধর্ম্ম
কুরুখেত্ত গোদাবরী।
নর্ম্মদা গণ্ডকী আইল কৌসকী
ধর্ম্ম সিনানে অবতরি ॥ ১০
পৈরাগ মাধব নিরন্তর সভ
আইল ধর্ম্ম স্নান কালে।

আরতী ভারতী আইল সরস্বতী
সিন্ধু আইল হেন বেলে ॥ ১১
সেইত গঙ্গা আসি মনে অভিলাসি
আসিআ করিল ভকতি ।
জত তিথি সঙ্গে আইলেন গঙ্গে
ধর্ম্ম থানে পাইব মুকতি ॥ ১২
সরগে মন্দাকিনী পতিত পাবনী
পাতালেত ভোগবতী ।
প্রভাস পুস্করা আইল তীর্থ বারা
বারানসী লঘুগতি ॥ ১৩
তৈল আমলকী ধর্ম্মে লএ লেপি
দিল সভে ধর্ম্মরাজে ।
জঅ জঅ ধুনি দেই নিতম্বিনী
সংখ ঘণ্টা রাজনা বাজে ॥ ১৪
নাম্বিআত জলে সিনান কুতুহলে
ডাঁড়ান সমুদ্দ তটে ।
সংসার তারিতে ধর্ম্ম করি চিতে
বসিলেন হেম খাটে ॥ ১৫
এ ভব সংসার তাহে কর্নধার
ধর্ম্ম বিনে গতি নাঞি ।
রামাই পণ্ডিত রচিলেন গীত
অন্তকালে দিব ঠাঞি ॥ ১৬

অথ ধর্ম্ম-সাজন *

পুব দিগ মাঝে কনকলঙ্কা পার ।
কনকমণ্ডপ পরভুর কনক বেহার ॥ ১
সুইল কামধেনু জথা করএ বিসরাম ।
* * * ২

"পঞ্চ দেবতার পুজা ধর্ম্মপুজা রথসাজন পরে অর্ঘ্যদান ।"—একখানি আধুনিক পুথির অধিক পাঠ ।

ডাইনে ডুম্বুর মাই বামে হনুমান।
কর জোড় করিআ দুই পাত্র বুঝান ॥ ৩
মরতে আগমন পরভু কর ভগবান।

* * * ৪

উদঅ করহ গোসাঞি তিদসর গতি।
তুম্মি উদঅ করিলেক নর পাইব মুকতি ॥ ৫
উদঅ করহ গোসাঞি তিদসর হরি।
তুম্মি উদঅ করিলে গোসাঞি এ সংসার তরি ॥ ৬
এতক বচন দুহি পাএ জে বলিল।
পাএর বচনে পরভুর ধেআনে জে ভাঙ্গিল ॥ ৭
এমনি কপাট তবে ছাড়িআত দিল।
কূর্ম্মর পিঠেত দুই ভঁডি জে ঠেকিল ॥ ৮
ধর ধর সাইনি ভোগর গুআ খাএ।
সপ্ত রথ ঘোডা আন্ধার আনিআ জুগাএ ॥ ৯
ঘোডা নিলা ধুলি পবন কর বেগ।
তিন দিনর পথ ঘোড়া কর এক ডেগ ॥ ১০
মাধাই নামত ঘোড়া কি কহিব আর।
জার পিঠে সোভা করেন নেঞা অবতার ॥ ১১
নাঞি খাএ ঘাস ঘোডা নাঞি খাএ পানি।
সতেক হাথ নেতে কৈল ঘোডার নিছনি ॥ ১২
সরগ মরত পাতাল ঘোডার খরসানি।
ধবল বরন ঘোড়া নিল্লঅ না জানি ॥ ১৩
এক ধরিল আগে এক ধরিল বেগে।
পাটর ডোর ধরিআ দিল পরভুর আগে ॥ ১৪
ঘোড়া দেখি পরভুর হরসিত মন।
আপন সাজন পরভু করেন ততখন ॥ ১৫
ডাহিনে কাচন্তি পরভুর বিকৃথ মরা চন্তা।
বাম দিগে কাচন্তি পরভুর তিধার খন্তা ॥ ১৬

মাথার মুকুট গগনে উঠিআ লাগে।
সরগর ইন্দ্র কাঁপএ পাতালেত বাসুকী লাগে ॥ ১৭
একই আটকি পরভুর একুই হানা।
বার আদিও পরভুর আগুনির কনা ॥ ১৮
আগুনির কনা কিম্বা পাটর টোপলা।
মুক্তাহার তথাএ লাগেছে ফোপলা ॥ ১৯
লম্ফ দিআ গোসাঞি জে রথসাল জান।
নানা রত্ন দিআ তখন রথ জে সাজান ॥ ২০
তামা তুলসী জে হইআ গেল স্থিতি।
রথে উদঅ করিলেন পরভু জুগর জুগপতি ॥ ২১
দস গিরিথর কেহ বলএ নিকট কেহ বলএ দুর।
উদঅ কর গোঁসাঞি খচরা সমুদ্দর কুর ॥ ২২
উঠিলেন গোসাঞি ঝলমল করিআ।
কান্ধে নব গুন পৈতা নূতন করিআ ॥ ২৩
কারে দেন গুটী গুটী কারে দেন মুটী মুটী
দরিদ্দকে ধন দেন তরাজু ধরিআ।
কান্দে কান্দে দরিদ্দ মাথাএ হাথ দিআ ॥ ২৪
না কান্দ দরিদ্দ তোর পূরিব আস।
তোরে ধন দিআ জাব তিদস কৈলাস ॥ ২৫
বেদসাস্ত্র শ্রীনিরঞ্জনর পাএ।
বারমাসি সাস্ত্রর আনিআ জুগাএ ॥ ২৬
ধর্ম্মর চরনে জে পণ্ডিত রামএ গান।
ভকত নাএকে পরভু চিন্তিব কল্লান ॥ ২৭

অথ পুষ্পাঞ্জলি

সোল সঅ গতি লএ রামাই পণ্ডিত।
ধর্ম্মর কর়েন পুজা হইআ আনন্দিত ॥ ১
নানান বাজনা নিও গীত আনন্দে পুরিত
এমন ধর্ম্মর সেবা ভুবন মোহিত ॥ ২

ধর্ম্ম সেবা করএ জারা একান্ত ভাবনা।
জে বাঞ্ছিত মনস্কাম পুরএ বাসনা॥ ৩
পচ্চিম দুআরে রাজা হৈল উপনীত।
আমিনি সন্ন্যাসী রানী পণ্ডিত সহিত॥ ৪
নিপতি করিল পূজা বুলাইল নীব।
কপাট এড়িআ দেহ চন্দ্র মহাবীর॥ ৫
সুনার খাটে পাটে জাত্তিব বৈসএ হাট।
ভেটিব সোরূপ নারান ঘুচাহ কপাট॥ ৬
পচ্চিম দুআরে রাজা জল পুষ্প লএ।
চারি সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিএ॥ ৭
অবনি লোটাআ রানী কবে স্তুতি বানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নহি জানি॥ ৮
লিখিতে নারিল আহ্মি তুহ্মাব মহিমা।
জীবর জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা॥ ৯
বম্ভা বিষ্টু মহেসর জাহার তনএ।
রজ সত্ত তম আদি সব্ব গুনমএ॥ ১০
আমার বিসেস দোস খেমা কর মোবে।
সঙ্কটে তারিব মোরে সমন দুস্করে॥ ১১
সত সত পদখিন করেন্ত বাজা রানী।
অঞ্জলি করিআ পাএ দিল পুষ্পপানি॥ ১২
দখিন দুআরে রাজা হৈল উপনীত।
ধর্ম্মর করেন পূজা হএ আনন্দিত॥ ১৩
ভূপতি করিল পূজা বুলাইল নীর।
কপাট এডিআ দেহ হনু মহাবীর॥ ১৪
রজতর খাট পাটে জাত্তিব বৈসএ হাট।
পূজিব সোরূপ নারান ঘুচাহ কপাট॥ ১৫
দেখিল দুআরে রাজা জল পুষ্প লৈআ।
আট সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ॥ ১৬
অবনী লোটাএ রানী করএ স্তুতিবানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নাহি জানি॥ ১৭

লিখিতে নারিলাম আহ্মি তুহ্মার মহিমা।
জীবর জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা॥ ১৮
বম্ভা বিষ্টু মহেসর জাহার তনঅ।
রজ সত্ত তম তুহ্মি সর্ব্ব গুণমঅ॥ ১৯
অসেস বিসেস দোস খেমা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিব মোরে সমন হুস্করে॥ ২০
সত দণ্ডবৎ করে রাজা রানী।
অঞ্জলি করিআ পাএ দিলা ফুল পানি॥ ২১
পূরব হুআরে রাজা হৈল উপনীত।
ধর্ম্মর করেন পূজা হৈআ আনন্দিত॥ ২২
নিপতি করেন পূজা বুলাইল নীর।
কপাট এড়িআ দেহ সূরজ মহাবীর॥ ২৩
সুনার খাটে পাটে জাত্তির বৈসএ হাট।
ভেটিব সোরূপ নারান ঘুচাহ কপাট॥ ২৪
পুরব হুআরে রানী জলপুষ্প লৈআ।
বার সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ॥ ২৫
অবনী লোটাআ রানী করএ স্তুতিবানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নাহি জানি॥ ২৬
লিখিতে নারিলাম আহ্মি তুহ্মার মহিমা।
জীবর জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা॥ ২৭
বম্ভা বিষ্টু মহেসর তুহ্মার তনএ।
রজ সত্ত তম আদি সর্ব্ব গুণমঅ॥ ২৮
অসেস বিসেস দোস খেমা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিব মোরে সমন হুস্করে॥ ২৯
সত সত দণ্ডবৎ করএ রাজা রানী।
অঞ্জলি করিআ পাএ দিল পুষ্পপানি॥ ৩০
গাজন হুআরে রাজা হৈল উপনীত।
ধর্ম্মর করেন পূজা হআ আনন্দিত॥ ৩১
নিপতি করেন পূজা বুলাইল নীর।
কপাট এড়িআ দেহ গরুড় মহাবীর॥ ৩১(ক)

সুনার খাট পাটে জাত্তির বৈসে হাট।
ভেটিব সোরূপ নারান ঘুচাহ কপাট ॥ ৩২
গাজন দুআরে রাজা জলপুপ্প লআ।
সোল সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥ ৩৩
অবনী লোটাআ পাএ করএ স্তুতিবানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নহি জানি ॥ ৩৪
লিখিতে নারিল আহ্মি তুহ্মার মহিমা।
জীবর জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা ॥ ৩৫
বম্ভা বিষ্টু মহেসর জাহার তনএ।
রজ সত্ত তম তুহ্মি সর্ব্ব গুণমঅ ॥ ৩৬
অসেস বিসেস দোস খেমা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিব পরভু সমন দুস্করে ॥ ৩৭
সত সত দণ্ডবৎ করএ রাজা রানী।
অঞ্জলি করিআ পাএ দেএ পুপ্পপানি ॥ ৩৮
পুপ্পঞ্জলি গীত পণ্ডিত রামএ গান।
ভকত নাঅকে ধর্ম্ম চিন্তিঅ কল্লান ॥ ৩৯

দেবস্থান

ডাক দিআ বলে হর জত দেবগনে।
সুনিব অনাদ্দ কথা ধর্ম্মর পুরানে ॥ ১
জার জেবা রথেত উরিল সেই স্থানে।
দুল্লর্ভ ধর্ম্মর সেবা পাই বহু পুন্নে ॥ ২
তপসা করেন বম্ভা দেহে দিআ জত্র।
বিষ্টু দেব তপ করএ আবাহন মন্ত্র ॥ ৩
উদ্ধ পদ হেট মাথা করিএ পসুপতি।
সিঙ্গা ডুম্বুর সিব করিআ সংগতি ॥ ৪
সিঙ্গাএত গান গীত ডুম্বুরে ধরএ তাল।
ধর্ম্ম খিআইআ সিব বাজাইছে গাল ॥ ৫

মুনি গনে তপ করএ ভাবি এক মনে।
ধর্ম্ম বিনু আন নাহি দেব এ তিন ভুবনে ॥ ৬
ঋসিগন তপ সাধএ ন ভখিআ নীর।
পুরন্দর তপ করএ দহিআ সরীর ॥ ৭
আর জপ তপ সাধে তুলসী ভখন।
সর্ব্ব দুখ খণ্ডি বৈসএ বিনে নিরঞ্জন ॥ ৮
বিমানএ চাপিআ পুন বৈকুণ্ঠ গমন।
একান্ত হইআ ভজ ধর্ম্মর চরন ॥ ৯
বৈকুণ্ঠ ভুবনে ধর্ম্ম হইলেন স্থিতি।
রামাই পণ্ডিত গান জে মধুর ভারতী ॥ ১০

অথ মুক্তা-মঙ্গলা

মেলিআ দেবতা লইআ মুকুতা
মঙ্গল করেন তার।
করি সুভখন কৈল মঙ্গলন
ধর্ম্ম পদ করি সার ॥ ১
মনে আনন্দিত বারমতি গীত
পুরিল ঘর।
দেবগন মেলি বজ্রকার বালি
আনিলেন ততপর।
বাক্ষিআ মঙ্গল দেবতা সকল
তাঁহা ভরিলেন ঘর ॥ ২
সেতাই পণ্ডিত হৈল উপনীত
দিঢ় করি নিল মুঠি।
জয় জয় ধর্ম্ম হুঙ্কারিআ বস্ত
রাখিলেন কুর্ম্মর পিঠি ॥ ৩
নীলাই পণ্ডিত হৈল উপনীত
প্রবেশিল ঘর।

পবাল মুকুতা আনিআত তথা
সুখী জম নিপবর ॥ ৪
দব্বর মহিমা কি দিব উপমা
চৌদিকে রোপিল কলা।
মনে অভিলাস গন্ধ অধিবাস
দিআ সাত পুষ্পমালা ॥ ৫
আনন্দে তরল বান্ধিআ মঙ্গল
দিঢ করি নিল মুঠি।
জঅ জঅকার সকলি সংসার
রাখিল কুর্ম্মর পিঠি ॥ ৬
রজত কাঞ্চন করিআ জতন
আনিল মার্কণ্ড মুনি।
অন্তরে তরাস মুখে ধর্ম্ম ভাস
রাখ দেব চুড়ামনি ॥ ৭
সোল উপাচার করি একাকার
পূজেন আনন্দ হৈআ।
তবে জুগপতি দেখিআ ভকতি
পুর পূজা কৈল বৈআ ॥ ৮
কংসাই পণ্ডিত করি নিত্ত গীত
দিঢ় করি নিল মুটি।
দেবতা রমনি . দিল জঅ ধুনি
রাখিল কুর্ম্মর পিঠি ॥ ৯
আতপ তাঁম্বুল দেবতা সকল
মুকুতা করিল তার।
দেব ঋসিগন সভার জীবন
তুর্ল্লভ সংসারর সার ॥ ১০
হরিচন্দ্র রাজা তপে মহাতেজা
বারমতি ভরিল ঘর।
বৈকণ্ঠ তেজিআ ভকতি বুঝিআ
উরিলেন জুগেসর ॥ ১১

রাজা দিজে ভক্তি আনন্দিত অতি
একভাবে ধর্ম্মপূজে।
দিআ পুষ্পঞ্জলি মনে কুতুহলি
নাচে নিপ উর্দ্ধ ভুজে ॥ ১২
হাম মূঢমতি নাঞি ভক্তি স্তুতি
পকাসিআ লেহ পূজা।
তুহ্মি জুগপতি অনন্ত মুরতি
অখিল ভুবনর রাজা ॥ ১৩
রামাই পণ্ডিত ভুবনে বিদিত
দিঢ করি নিল মুঠি।
ভাবি ধম্মপদ পাঢি পঞ্চবেদ
রাখিল কুম্মর পিটি ॥ ১৪
মাএকর মঙ্গল করত সকল
নিবেদন তুঞা পাএ।
ধম্ম পদতলে দ্বিজ রামএ বোলে
সর্ব্বত্রে হইব সহাএ ॥ ১৫
চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পুর মঅ
করেন মুক্তা মঙ্গলনে।
অনাদি নিরঞ্জন করিলেন আগমন
বার মতি ইন্দর ভবন ॥ ১৬
মেলিআ রামা গন আনন্দে পুর মন
পণ্ডিতে মেলি গাএ গীত।
বেদর বিধানে পূজিল দেবগনে
মঙ্গল জেমন বিহিত ॥ ১৭
মহী গন্ধ আদি পাসান জগলাদি
দধি পদীপ সুচারু চামরে।
অঞ্জন রূপা সনা কজ্জল গোরচনা,
দুর্ব্বা ধান্ন তত্তপরে ॥ ১৮

আরোপিএ ঘট দিলেন হক্‌ সট্‌
তাঁডুল ফল গন্ত পুরি।
সিন্দুর সুসোভন সুগন্ধি চন্দন
বসন দিএ পূজা করি ॥ ১৯
তুন্দুভি বাজনা বাজাএ ঘনে ঘনা
বরজ ভোর ধিরকালি।
ভকিতা আমিনি করিল জঅ ধুলনি
সুসংখ ঘণ্টা করতালি ॥ ২০
জালি দিল চারি চৌদিকে সাবি সারি
মুকুতা করিআ বেটিত।
মনে অভিলাস অঙ্গরি সুতরাস
দিআত পূজিল পণ্ডিত ॥ ২১
ধর্ম্ম চরণ গুনে রামাই পণ্ডিত ভনে
রচএ কবি অনাদ্দর দাস।
অচ্চনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিরঞ্জনে*
ভকতর বিঘ্নি কর নাস ॥ ২২

অথ ধর্ম্মপূজা

ধানসী রাগ

দেব নিরঞ্জন পূজার কারন
ডাক দিআ হনুমানে।
করিআ তুষিত পুখরি নিম্মিত
দেহ মোর সন্নিধানে ॥ ১
হনুমান আসি মনে অভিলাসী
পদখিন সতবার।
করি জোড়কর পবন কোঙর
হনু কৈল অঙ্গীকার ॥ ২

---

* 'ছট্‌পুট্‌'- পাঠান্তর

দেব আজ্ঞা লএ পন্নাম করিএ
হনু জান লঘুগতি।
করিআ কৌতুকে কুড়ে বজ্জ নখে
করিআ অনেক ভকতি ॥ ৩
ঝুড়ি কদাল নাঞি সঙরে গোসাঞি
সাপটীআ ধরে মাটি।
ধম্ম করি চিতে কুড়িতে কুড়িতে
ঠেকিল কূর্ম্মর পিঠি ॥ ৪
পাটত বত্তিস গম্ভীর বিসেস
মালভাণ্ডার রই ঘর।
পাএ ধর্ম্মবর পবন কোঙর
কুড়িলেন সরোবর ॥ ৫
আড়া পরিসর জেন মহীধর
চন্দনর মাল জাট।
রচন সুবন্ন অতি বিচখন
বান্ধিল পচ্চিম ঘাট ॥ ৬
রূপার সঞ্চার রচি থরে থার
বান্ধিল দখিন ঘাট।
করিল নিম্মান নানা অনুষ্ঠান
বিরচিত পাছু বাট ॥ ৭
তামর পাথর রচি থরে থর
বান্ধিল পূব্বর ঘাট।
কদম্ব বকুল রূপি নানা ফুল
নানা চিত্ত কৈলা সাট ॥ ৮
মুক্তার পাথর দেখিতে সুন্দর
আনিল পব্বত হৈতে।
অনেক প্রবন্ধে রচি নানা ছন্দে
নিম্মাইল উত্তরতে ॥ ৯
শুদ্ধ সরোবর দেখি বীরবর
পাতাল পয়বেস কৈল।

ভগতির জল তুলএ মহাবল
সরোবর পুন্ন হইল ॥ ১০
দখিন পবন বহএ ঘন ঘন
আসিআ বসন্ত কালে।
শিখিগন মেলি করএ কুতহলি
তাণ্ডব করেন্তি জলে ॥ ১১
মনর অভিলাস জত রাজহাঁস
চাতক চাতকী ডাক।
খঞ্জনা খঞ্জনী করে নানা ধুনি
উড় বৈসএ ঝাকে ঝাক ॥ ১২
বীর হনুমান করিল উদিআন
বেড়িআত সরোবর।
ডাড়িম্ব সীফল রূপি বিকল
নানা ফুল মনোহর ॥ ১৩
করি সুত বেলা বান্ধি বনমালা
উপনীত ধম্মথানে।
পবন নন্দন করএ নিবেদন
বামাই পণ্ডিত ভনে ॥ ১৪

অথ মুক্তিস্নান

পুখুর কুড়িআ হনু করিল গমন।
অনানি নিকট গিআ দিল দরসন ॥ ১
দুকর জুড়িআ হনু কৈল নিবেদন।
ভকত বৎসল পরভু দেব নিরঞ্জন ॥ ২
সুভখনে নিরঞ্জন চড়ি সুনার দোলা।
নানা বাজ উতরোল বাজএ সুভবেলা ॥ ৩
মিদঙ্গ মন্দিরা বাজএ জয় সঙ্খ ঘণ্টা।
সরগ লোক মরত লোক হইল উৎকণ্ঠা ॥ ৪

ব্রহ্মা বিষ্টু মহেসর জত দেব ঋষি।
মুকৃতা চান করিবারে মন অভিলাসি॥ ৫
সরগ লোক মরত লোক আইল পাতাল।
ইন্দ্র সুরপতি আইল পাএ সুভকাল॥ ৬
জেমন আছিল পুব্বে দেব নিবন্ধিত।
বসিষ্ট নারদ আইল কুলপুরোহিত॥ ৭
সুনার ঘটত বারি করিআ রোপন।
অগর চন্দন ফুল নেতর বসন॥ ৮
ব্রহ্মা পডএ বেদ আগম পুবান।
মহেস বলেন্ত কিছু সুন ভগবান॥ ৯
চারি থান ঘাট সোভা দেখি সুপকাস।
তৈল আমলকী দিআ ঘাট অধিবাস॥ ১০
হরিদা কুঙ্কুম চুআ চন্দন বাসর।
ধুপে আমোদিত কৈল সেই সরোবর॥ ১১
ফটিকর থান জাটি করিল রোপন।
অগর চন্দন ফুল নেতর বসন॥ ১২
স্বন্ন তিসংখ সোভা অতি মনোহর।
ঝলমল করএ তথি তিসংখ উপর॥ ১৩
ঝলমল করএ তথি মুকুতা পবাল।
অনাদি আনন্দর সুখ বাঢিল বিসাল॥ ১৪
সারি সারি রম্ভা রুপি গুবাক সুন্দর।
বনমালা নাম্বে তথি অতি মনোহর॥ ১৫
পুখরী পিতিঠা কৈল বেদ হুঙ্কারিআ।
নানা দিব্ব উপহার মঙ্গল রচিআ॥ ১৬
বসন অঙ্গুরি ঘাটে করিল নিছনি।
পাট নেত বস্ত্র আদি দিল নিপর্মান॥ ১৭
পলাল মুকুতা হীরা পবাল কাঞ্চন।
কৌতুকে দেখিল সুখে দেব নিরঞ্জন॥ ১৮
সেই ঘাটে সব্ব লোক করএ চান দান।
ধম্মরাজে সেবএ লোক হুআ মতিমান॥ ১৯

পুত পরিবার কেহ চাহএ ধন জন।
আনন্দে দিলেন বর দেব নিরঞ্জন ॥ ২০
আঁধা বাঁঝা রোগী কুড়ী চান করেন জলে।
অবিস্স তাহার কাজ সিদ্ধ হএ ফলে ॥ ২১
মহাপাপী বিনাসন করএ মুক্তা চানে।
রামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুরানে ॥ ২২

অথ নিয়ম-ভঙ্গ

নিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদ্দর ঘবে।
স্থকববার দিনে নিঅ নিকেতনে
সমন কি করিতে পাবে ॥ ১
আমিনি সন্নাসী ধর্ম্ম অভিলাসী
নিঅম কবিব একা।
সনিবাব দিনে বেলা অবসানে
ভেটিব শ্রীধম্ম পাদুকা ॥ ২
স্থনাব ঝারিতে বস্থআ তুরিতে
লইল নীর পুরিআ।
নিঅম ভাঙ্গে ধর্ম্ম জাত সঙ্গে
চারি সঅ গতি লইআ ॥ ৩
নিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদ্দর ঘরে।
স্থকরবার দিনে নিঅমে নিকেতনে
সমন কি করি.তে পারে ॥ ৪
আমিনি সন্নাসী ধর্ম্ম অভিলাসী
নিঅম করিল একা।
সনিবার দিনে ভাটী অবসানে
ভেটিব শ্রীধম্ম পাদুকা ॥ ৫
চরিত্রা তুরিতে রুপার ঝারিতে
লইল ধীর পুরিআ।

নিঅম ভাঙ্গে ধর্ম্ম জাত সঙ্গে
আট সঅ গতি লইআ ॥ ৬
জিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদ্দর ঘরে।
স্থকরবার দিনে নিঅমে নিকেতনে
সমন কি করিতে পারে ॥ ৭
আমিনি সন্নাসী ধর্ম্ম অভিলাসী
নিঅম করিব একা।
সনিবার দিনে ভাটী অবসানে
ভেটিব শ্রীধম্ম পাদুকা ॥ ৮
তামক ঝারিতে গঙ্গা তুরিতে
লইল পঅ পুরিআ।
নিঅম ভাঙ্গে ধম্ম জাত সঙ্গে
বার সঅ গতি লৈআ ॥ ৯
নিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদ্দর ঘরে।
শুকুরবার দিনে নিঅম নিকেতনে
সমন কি করিতে পারে ॥ ১০
আমিনি সন্নাসী ধর্ম্ম অভিলাসী
নিঅম করিল একা।
সনিবার দিনে ভাটী অবসানে
পুজিব শ্রীধম্ম পাদুকা ॥ ১১
পিতল ঝারিতে দুগ্‌গা জে তুরিতে
লৈল সুধা পুরিআ।
নিঅম ভাঙ্গে ধম্ম জাহ্‌ সঙ্গে
সোল সএ গতি লৈআ ॥ ১২
ধর্ম্ম চরন গুনে রামাই পণ্ডিত ভনে
রচে কবি অনাদ্দর দাস।
অচ্চনা করিআ মনে ভাব পুজি নিরঞ্জনে
ভকতর বিঘ্নি কর নাস ॥ ১৩

অথ চনা পাবন

সেত বন্নর ঘোড়া সেত বন্নর জোড়া
সেত বন্নর পাতুকা ।
সেতাই পণ্ডিত করএ নিত গীত
পসন্ন হইল বল্লুকা ॥ ১
বসুআ আমিনি সেত চনা আনি
পূজএ দেব নিরঞ্জনে ।
পচ্চিম তুআরে ধম্মর গোচরে
চারি সএ গতি গনে ॥ ২
নীল বন্নর ঘোড়া নীল বন্নর জোডা
নীল বন্নর পাতুকা ।
নীলাই পণ্ডিত করে নিত গীত
পূন্ন হইল বল্লুকা ॥ ৩
চরিত্রা আমিনি নীল চনা আনি
পূজএ দেব নিবঞ্জনে ।
দখিন তুআবে ধম্মব গোচবে
আট সঅ গতি গনে ॥ ৪
কংস বন্নর ঘোড়া কংস বন্নর জোডা
কংস বন্নর পাতুকা ।
কংসাই পণ্ডিত করএ নিত গীত
পসন্ন হইল বল্লুকা ॥ ৫
গঙ্গাত আমিনি কাঁস চনা আনি
পূজএ দেব নিরঞ্জনে ।
পূবরতুআরে ধম্মর গোচরে
বার সঅ গতি গনে ॥ ৬
তামর বন্নর ঘোড়া তামাকর জোড়া
তামাক বন্নর পাতুকা ।
রামাই পণ্ডিত করে নিত গীত
পসন্ন হৈল বল্লুকা ॥ ৭

দুর্গা ত আমিনি তামর চনা আনি
পূজএ দেব নিরঞ্জনে।
সোল সঅ গতি পূজএ জুগপতি
লইআ আমিনি গনে॥ ৮
ধর্ম্ম চরন গুনে রামাই পণ্ডিত ভনে
রচএ কবি অনাদ্দর দাস।
অচ্চনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিরঞ্জনে
ভকতব বিঘ্নি কর নাস॥ ৯

অথ টীকা-প্রতিষ্ঠা

বাহর কঙ্কন বান্ধি দিল জঅ জঅকার।
এক মনে পূজা কর দেব করতার॥ ১
পচ্চিম দুআরে আছএ বসুআ আমিনি।
সেতাই পণ্ডিত তথা চন্দ মহামুনি॥ ২
আতপ তাঁডুল নিল থালেত পুরিআ।
চারি সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ॥ ৩
বাহর কঙ্কন বাঁন্ধি দিল জঅ জঅকার।
এক মনে পূজা কর ধর্ম্ম করতার॥ ৪
দখিন দুআরে আছএ চরিত্রা আমিনি।
নীলাই পণ্ডিত তথা হনু মহামুনি॥ ৫
আতপ তাঁডুল তথি থালাত পুরিআ।
আট সঅ গতি পূজএ ধর্ম্ম ধিআইআ॥ ৬
বাহর কঙ্কন বান্ধি দিল জঅ জঅকার।
একমনে পূজা করএ ধর্ম্ম করতার॥ ৭
পুব দুআরে আছএ গঙ্গা গো আমিনি।
কংসাই পণ্ডিত তথা সুরজ মহামুনি॥ ৮
আতপ তাঁডুল নিল থালেত পুরিআ।
বার সঅ গতি পূজএ ধর্ম্ম ধিআইআ॥ ৯

বাহর কঙ্কন বান্ধি দিল জঅ জঅকার।
এক মনে পূজা করএ ধৰ্ম্ম কবতাব ॥ ১০
গাজন দুআরে আছএ দুগ্‌গা গো আমিনি।
রামাই পণ্ডিত তথা গড়ুব মহামুনি ॥ ১১
আতপ তাঁড়ুল নিল থালাএ পুরিআ।
সোল সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥ ১২
ধৰ্ম্ম চরণেতে পণ্ডিত রাম গান।
ভকত নাএকে ধৰ্ম্ম চিন্তিব কল্লান ॥ ১৩

অথ হোম-যজ্ঞ

হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥ ১
বিরিঞ্চি মরীচি পজাপতি আর পুবন্দব।
লঘুগতি আইলা দেব জত রথর উপর ॥ ২
বিমানে চাপিআ আইলা জত মহামুনি।
সেবক তারিতে ধৰ্ম্ম উরিলা আপুনি ॥ ৩
পচ্চিমে সেতাই আলা চারি সঅ গতি।
চন্দ কোটাল আইলা হইআ সংহতি ॥ ৪
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥ ৫
বিরিঞ্চি মরীচি পজাপতি পুরন্দর।
লঘুগতি আইলা দেব রথর উপর ॥ ৬
বিমানে চাপিআ আইলা জত দেবমুনি।
সেবক তারিতে ধৰ্ম্ম উরিলা আপুনি ॥ ৭
পচ্চিমে সেঁতাই আইলা চারিসঅ গতি।
চন্দ কোটাল আইলা হইআ সংহতি ॥ ৮
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥ ৯

বিরিঞ্চি মরীচি পজাপতি পুরন্দর।
লঘুগতি আইলা দেব রথর উপর ॥ ১০
বিমানে চাপিআ আইলা জত দেবমুনি।
সেবক তারিতে ধম্ম উরিলা আপুনি ॥ ১১
দখিন নীলাই আইলা আট সঅ গতি।
হনু কোটাল আইলা করিআ সংহতি ॥ ১২
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥ ১৩
বিরিঞ্চি মরীচি পজাপতি পুরন্দর।
লঘুগতি আইল দেব রথর উপর ॥ ১৪
বিমানে চাপিআ আইল জত দেবমুনি।
সেবক তারিতে ধর্ম্ম উরিলা আপুনি ॥ ১৫
পূব্বেত কংসাই আইল বার সঅ গতি।
সুরজ কোটাল আইলা করিআ সংহতি ॥ ১৬
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥ ১৭
বিরিঞ্চি মরীচি আর পজাপতি পুরন্দর।
লঘুগতি আইল দেব রথর উপর ॥ ১৮
বিমানে চড়িআ আইলা জত দেবমুনি।
সেবক তারিতে ধর্ম্ম উরিলেন আপুনি ॥ ১৯
গাজনে রামাই আইলা সোল সঅ গতি।
গড়ুর কোটাল আইল করিআ সংহতি ॥ ২০
জতেক পণ্ডিত কৈল বেদর বিধানে।
তামাক টীকা কপালে দিলেন্ত সেইখনে ॥ ২১
শ্রীধর্ম্ম চরণেত পণ্ডিত রামাই গান।
ভকত নাঅকে ধম্ম চিন্তিব কল্লান ॥ ২২

অথ বরারি রাগ

জুড়িয়া কোসেক বাট পাতিল ধর্ম্মর হাট
অধিষ্ঠান জঅ নিরঞ্জন।
জোড়া সিঙ্গা বাজে কালি বাজনা বাজাঅ করতালি
বেচে কিনে জার জেবা মন ॥ ১
অপরূপ ধম্মর বাজার।
কেহ বেচে কেহ কিনে গীত নাট কেহ সুনে
কেহ দূরে করএ পসার ॥ ২
ধম্মর বাজার মাঝে পঞ্চ নাদে বাজনা বাজে
কোলাহল হৈল উতুরোল।
গন্ধ পুস্প কেহ আনি দেঅ জঅ জঅ ধুনি
ঘন ঘন বাজএ ঢাক ঢোল ॥ ৩
জঅ জঅ দেই নারী তেজিআ কৈলাস গিরি
নর লোকর দেখিআ ভকতি।
নরর ভকতি দেখি আনন্দিত ধর্ম্ম সুখি
বামদিগে অভআ পার্ব্বতী ॥ ৪
ধূপ ধুনা জ্বালি মাথে পুটাঞ্জলি দুই হাথে
একে মনে ধিআন ভাবনা।
এমন জাহার সেবা পরভু তারে করএ কৃপা
সিদ্ধ হঅ মনর বাসনা ॥ ৫
ভাগ্যবান জেই জন ধম্ম পথে দেই মন
তার স্থান হঅ স্বগ্‌গপুরি।
একান্ত হইআ মন জদি পূজএ নিরঞ্জন
তারে জম দিতে নই পারি ॥ ৬

* * * *

জম বসিলেন সিংহাসনে।
চিত্র গুপ্ত দুই ভাঁই বসিলেন ধম্ম ঠাঞি
পাপ পুন্ন করি বিচারনে ॥ ৭
জেবা করএ অন্ন দান বৈকুণ্ঠে তাহার স্থান
তার পুন্ন কি বলিব আর।

দান ধেআন করি জত সরগ চলএ চড়ি রথ
জমর নাহিক অধিকার ॥ ৮
চারি দুআরে আছে কে চারিত পণ্ডিত সে
সোল সঅ গতি আনে লেখি।
চারি কোটাল কাছে চারি আমিনি আছে
নাঞি ডরাঅ জম দেখি ॥ ৯
দেখি ধম্মর আমিনি সাত পাঁচ মনে মানি
ডরএ জম কাঁপএ থর হর।
ধম্মর আমিনি পাএ দূরেত পনাম হএ
জম রাজা পড়িল ফাঁপর ॥ ১০
আসিআ জমর মাতা উপদেস কহএ কথা
বিসাদ ভাবহ কেনি মনে।
আসিআ ধর্ম্মর দূতে বসান বিমান রথে
লৈআ গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥ ১১
মাএর স্থনিআ কথা জমর হিআঅ বেথা
আমার ঘুচিল অধিকার।
ধম্ম পথে দেই মন তার সখা নিরঞ্জন
জম রাজা হইল ফাঁপর ॥ ১২
ধম্মর চরন গুনে পণ্ডিত রামাই ভনে
রচএ কবি অনাদ্দর দাস।
অচ্চনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিরঞ্জনে
ভকত গনর বিঘ্নি কর নাস ॥ ১৩

অথ বৈতরণী *

কে জাব জাব ভাই ভবসিন্ধু পার।
আপুনিত নিরঞ্জন করিব উদ্ধার ॥ ১ *
মন কর নৌকা পবন কেরুআল।
আপুনিত নিরঞ্জন হোইলা কাণ্ডার ॥ ২

* আদর্শ পুথিতে এই অংশ নাই।

পুষ্প দ্বীপ মাঝে আছে জম রাজার ঘর।
সুবর্নের সোল ক্রোস জমের নগর ॥ ৩
তাহার দুআরে আছে পারিজাত গাছ।
চন্দনে চর্চ্চিত হয়্যা জম রাজার লাছ ॥ ৪
ভাল মন্দ পাপ পুণ্য বিচার সেইখানে।
ধর্ম্ম আত্মা স্বর্গ জাএ চাপিআ বিমানে ॥ ৫
মায়াতে স্রিজিল সিন্ধু নাম বৈতরণী।
দুর্গন্ধি রুধিব বহ্যা বহে সেই পানি ॥ ৬
বৈতরণীর জল তপ্ত জে আঙ্গার।
আকাশ পাতালে ঢেউ লাগে চমৎকার ॥ ৭
উকুলের ঢেউ এসে দুকূল ভবিআ।
মাঝখানে ঢেউ উঠে গগন জুড়িয়া ॥ ৮
মকর কুম্ভীর তাতে দুর দুর ভাসনা।
সেইখানে জম রাজার নিরন্তর থানা ॥ ৯
সিন্ধুতটে দানপতি রহে দাণ্ডাইআ।
ইহাতে হইব পার কেমন করিআ ॥ ১০
জলেব কল্লোল মুনি দাণ্ডাইল তটে।
আগে পাছে জাতে নাই বিষম সংকটে ॥ ১১
চিন্তায় চিন্তিত হয়্যা ভাবে মনে মনে।
পার কর ধর্ম্ম রাজা লইলাম স্মরন ॥ ১২
সেবক বৎসল ধর্ম্ম সংসার তারন।
আকাস বিমানে থাকি বলেন বচন ॥ ১৩
অন্নদান বস্ত্রদান কর ধেনু দান।
এডাব সংকট ঠাঞি পাব পরিত্রাণ ॥ ১৪
আকাশ বিমানে থাকি বলে মহাশয়।
মন্ত্রে দিলে সর্গে পাই কহিল নিশ্চয় ॥ ১৫
মন কর নৌকা পবন কেরুয়াল।
এক মনে চিন্তা কর তবে হব পার ॥ ১৬
আকাশ ভারতী জদি স্থনি দানপতি।
মন হৈল্য নৌকা পবন হৈল্য স্থিতি ॥ ১৭

রজতের নৌকা হৈল সুবর্ণ কেরুয়াল।
আপুনিত ধর্ম্মরাজ হৈল কাণ্ডার ॥ ১৮
নম সব পড়াল পণ্ডিত চারি জন।
পণ্ডিতে দক্ষিণা দিল রজত কাঞ্চন ॥ ১৯
এক মনে দানপতি লাএ দিল ভর।
তরনি চাপিআ জান বৈকুণ্ঠ দুআর ॥ ২০
বৈতরনি পার হৈল্য দ্বারিক্যাকে রাখি।
চন্দ্র সূর্জ্জ জম ইন্দ্র সভে হৈল সুখি ॥ ২১
এড়াব জমের দায় বিষম সঙ্কটে।
আনন্দিতে ভোগ করে সুবর্ণের খাটে ॥ ২২
এমন সুনিঞা জেবা ধর্ম্মে দেই মন।
বিমানে চাপিআ জার বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ ২৩
রজতের নৌকা হইল সুবর্ণ কেরুয়াল।
আপুনি রামাই পায় করিল সয়াল ॥ ২৪
ব্রত সাঙ্গ হৈল চরনামৃত দিল।
শ্রীধর্ম্ম বলিআ সবে ভখন করিল ॥ ২৫
রামাই পণ্ডিত গান ভাবি নিরঞ্জন।
জদি এড়াব সমনের দায় পূর্ণ দেহ মন ॥ ২৬

অথ মুখ শুদ্ধিকপূরপাণ

চঊদিকে জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজএ।
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিতে নিত্ত
সংখ ঘণ্টা বাজ্জ বাজএ ॥ ১
লোটাইআ খিতি অবিলম্বে নতি
পদখিন সতবার।
মনক্তি করিআ আনন্দিত হৈআ
সঅনেত আগুসার ॥ ২

ধবল চামর পরভুর গোচর
উল্লুক মুনিত দেই।
সাঙ্গ পূজা বরত কৈল দণ্ডবত
গাইল দ্বিজ রামাঞি॥ ৩

অথ দেবীর মনঞি

মনঞি কব দেবি তুম্মার চরন সেবি
মনঞি কব সর্ব্বজআ।
তেজহ নিজপুর ঘাটেত অবতার
গাজনেত করসিআ দআ॥ ১
পচ্চিমে বসুআ গতি আনন্দেত পুরমতি
সঙ্গেত চারি সঅ জার।
পণ্ডিত সেত সঙ্গে সভাবে লইআ রঙ্গে
পূজেন্তি নানা উপচার॥ ২
গণ্ডা বলি দান অভআ কৈল পান
জবার মালা গলে দোলএ।
মেলিআ চাবি সঅ দিলেন জঅ জঅ
মনঞি চিন্ত কুতূহলে॥ ৩
সোড় উপচার ধুনাএ অন্ধকার
উপরে নামেত পুষ্পঝারা।
শিবানী ঘোর রূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুসনাসিনী দুখহরা॥ ৪
চরিত্তা দখিনেত পূজন্তি বিধি মত
সঙ্গেত আট সঅ জার।
পণ্ডিত নীল রঙ্গে সভারে লইআ সঙ্গে
পূজন্তি নানা উপচার॥ ৫
অসুস বলিদান অভআ করিল পান
জবার মালা গলে দোলএ

মেলিআ আট সঅ দিলেন জঅ জঅ
মনঞ্চি চিন্তহ কুতূহলে ॥ ৬
সোড় উপচার ধুনাতে অন্ধকার
উপরে নামেত পুষ্পঝারা ।
শিবানী ঘোর রূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুসনাসিনী দুখহরা ॥ ৭
পূবেত গঙ্গা গতি আনন্দেত ফুল্ল মতি
সঙ্গেত বার সঅ জার ।
পণ্ডিত কংসাই সঙ্গে সভারে লইআ রঙ্গে
পূজেন্তি নানা উপচার ॥ ৮
মহিস বলিদান হভআ কৈল পান
জবার মালা গলে দোলএ ।
মেলিআ বার সএ দিলেন জঅ জঅ
মনুই চিন্তহ কুতূহলে ॥ ৯
সোড উপচার ধুনাএ [illegible]কার
উপরেত পুষ্পঝারা ।
শিবানী ঘোর রূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুসনাশিনী দুখহরা ॥ ১০
গাজনে দুগ্‌গাগতি আনন্দে ফুল্লমতি
সঙ্গেত সোল সঅ জার ।
পণ্ডিত রামাই সঙ্গে সভারে লইআ রঙ্গে
পূজেন্তি নানা উপচার ॥ ১১
অজা বলিদান অভআ করিল পান
জবার মালা গলে দোলএ ।
মেলিআ সোড় সঅ দিলেন জঅ জঅ
মনই চিন্তিহ কুতুহলে ॥ ১২
সোড় উপচার ধুনাতে অন্ধকার
উপরে নামেত পুষ্পঝারা ।
সিবানী ঘোর রূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুসনাসিনী দুখহরা ॥ ১৩

বাজএ রন সিঙ্গা খমক ভেরি লিঙ্গা
দুন্দুভি জঅঢাক দামামা।
পণ্ডিতে বেদ ধ্বনি আনন্দে নারাঅণী
কি দিব মনঞিব সীমা॥ ১৪
মনঞি কৈল জআ স্থনার ঝারি লআ
অমলা জোগান তখন।
কপূর মুখ স্থদ্ধি স্থনারে খাটে জদি
অভআ কবিল সঅন॥ ১৫
অমলা পদ্মাবতী লইআ তুরা গতি
চামর ঢুলাএ অঙ্গতে।
চৌদিগে জঅ জঅ সংখব বাজ্জ হএ
বচিল রামাই পণ্ডিতে॥ ১৬

নম সত্ত সত্ত কবতাব।
নিরঞ্জন নৈরাকার॥ ১
উদআস্তি হইলেন গোসাঞি স্থন্নব সঞাব।
ভেদ নহি তিনে সেই করতাব॥ ২
অবিকার বিকার ধম্ম ধবল মূর্ত্তি।
ধবল বন্নর ধম্ম করিলা আকার স্থিতি॥ ৩
নকারে নমো নিরঞ্জন। অকারে নমো বম্ভা।
সকারে নম বিষ্টু। মকারে নমো মহাদেব।
সঅ নামে সিব সক্তি। ভঅতারণ অনাদি জুগপতি।
নিসক লজ্জি রূপ স্থন্নধর। তাহারে ভজে জত অমর॥
হয় পাপ বিমোচন।
সার করেন নিরঞ্জন॥ ৪
রামাঞির বাচা সিদ্ধ।
ভকতা বর দেহ অনাদ্দ॥

ধর্ম্মস্থান*

আগ্য রাজা ভূপতি দেহারা নির্ম্মায় তথি
ধর্ম্ম যথা অধিষ্ঠান।
তেকনা মেদনি করিছে গঠনি
সিংহলে বহুত সনমান ॥ ১
গঠন বিস্তার মানিক ভাণ্ডার
পুস্করণীর আড়ির উপর।
কামিন্যা সত্বর গড়ে ধম্মঘর
চিরিআ রেএটী পাথর ॥ ২
পাসান চিরিআ ধরিল সুত্রের ধার।
মধ্য চাল পরে দর্পন শোভা়করে
বিচিত্র করিল সার ॥ ৩
পিড়াসভারস হেমের কলস
তথি উড়ে নেতের ধুতি।
তালের কাণ্ডারি গুআর বাথারি
চিত্র কৈল নানা ভাতি ॥ ৪
ত্রিসংখ্য হাটক বিসাই পুরক
পতকা দিলেক তুলিয়া।
কামিলা বিসাই টুইত মুড়াই
অন্যান্য অস্তিক্ষ হয়া ॥ ৫ (?)
ধর্ম্মচরন গুনে শ্রীযুৎ রামাই ভনে
রচে কবি অনাথের দাস।
অর্চ্চনা করিয়া মনে ভেবে পূজ নিরঞ্জনে
ভকতের বিঘ্নি কর নাশ ॥ ৬

---

* এ অংশ আদর্শ পুথিতে নাই, বেঙ্গল গবর্মেণ্টের পুথিতে আছে

অথ যজ্ঞ

মার্কণ্ড বলেন শুনহ কারণ
কথা পাব এমন রন্ধনী।
হস্তি ঘোঁড়া পয়দল জেন দেখি সিন্ধুবল
থাকুক অন্যে কে জোগাব পানি ॥ ১
দুর্গাব আঁটিআ হাত কেমনে বান্ধিব ভাত
গলাএ মুণ্ডেব মাল।
ডাকিআ প্রবেস বনে বহ্মা বিষ্ণু ভাল জানে
কাটা কন্দে নাচে সর্ব্বকাল ॥ ২
লক্ষ্মী চারি জুগের রাই আত কাজে লাগ পাই
যার নব মহিতলে থাটে।
সরস্বতী কুআলিনী স্থন প্রভু গুনমনি
জার মেলা অর্চ্ছবেব ঘটে ॥ ৩
সচিশ্র্ভা একুত্রনি বস্তা উসা কুতত্ত্বজ্ঞানি (?)
জাব ভবে দর্বএ পাসান।
হাসিয়া জেদিকে চাএ ত্রিভুবন মোহে তায়
স্থবপতি হবএ গিআন ॥ ৪
জত আছে নাবীগণ স্থন এই বিবরণ
গঙ্গা তুলসি মহাসতি।
স্থনিআ এ সব বানি ভাবিলেন গুনমনি
গঙ্গায় দিলেন অনুমতি ॥ ৫
ধর্ম্ম চরন গুণে শ্রীজুৎ রামাই ভনে
রচে কবি অনাত্থের দাস।
অর্চ্চনা করিআ মনে ভাবে পূজ নিরঞ্জনে
ভকতের বিঘ্নি কর নাস ॥ ৬
ভোজন কারন জত দেবগন
উত্তরিল বল্লুকার তীরে।
করিল রন্ধন পঞ্চাস বেঞ্জন
কেহ বলে অনাত্থের বরে ॥ ৭

দেবগণ বসিল করি কোলাহল
বিষ্ণু বসিল লইআ রিসি।
মহাদেব বসিল্যা জতেক জটিল্যা
আইলা জতেক তপসি ॥ ৮
আগুনাথ মিননাথ সিঙ্গা চরঙ্গিনাথ
দণ্ডপানি আর কিন্নরি।
জার জেবা আছে মান দেবতা বৈসে স্থানে স্থান
পরিসএ জনক ঝিআরি ॥ ৯
জজ্ঞের পাস পরম সন্তোস
জজ্ঞ কৈল নিবেদন।
করেন ভোজন আনন্দিত মন
ভক্ষন কৈল দেবগণ ॥ ১০
করিআ ভোজন কৈল আচমন
হত্তকী বয়ড়া ভক্ষন।
ধর্ম্মের চরন ভাবি অনুখন
সভে গেলা নিকেতন ॥ ১১
ধর্ম্ম চরন গুনে শ্রীযুৎ রামাই ভনে
রচে কবি অনাগ্রের দাস।
অর্চ্চনা করিআ মনে ভেবে পূজ নিরঞ্জনে
ভক্তের বিঘ্ন কর নাশ ॥ ১২

অথ তাম্রধারণ

আগু অনাগু দেবি হইলেন স্থিতি।
জথা হইতে পণ্ডিত হইল উপস্থিতি ॥ ১
মন পবন কল্পনা মায়া।
আদি অনাদি নিরঞ্জন আগুকায়া ॥ ২
আগু রজে তাম্র উপজিল।
রজ গুন মহি তিন গুন হইল ॥ ৩

অপবিত্র তাম্রকে পবিত্র কে কৈল।
বিসাই বলিয়া গোঁসাই হুঙ্কার পাড়িল ॥ ৪
আসিআত বিশ্বকর্ম্মা দিল দরসন।
আজ্ঞা কব গোঁসাই কোন পৃয়োজন ॥ ৫
স্থন বাছা বিশ্বকর্ম্মা ভোগের গুআ খায়।
চারি বন্নের তাম্র গঠন করি দেয় ॥ ৬
বার গাছি সিমুল তের গাছি ডাল।
তাহার তলায বিসাই পাতিল সাল ॥ ৭
হনুমান টানে জাঁতা হুতার লহরি।
বিসাই গঠিল তাম্র সাদা মাঠা করি ॥ ৮
বন্ধ হুতাশনে তাম্র পবিত্র করিল।
চারি বেদেতে চার পণ্ডিত হৈল ॥ ৯
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরন্তি
জিউ খাপন্তি কায়।
সেতাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায় ॥ ১০
সেত বন্নেব তাম্র অঙ্গেতে চডায়।
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরন্তি জিউ
খাপন্তি কায় ॥ ১১
নিলাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায়।
নিল বন্নের তাম্র বাহুতে চডায় ॥ ১২
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধবন্তি জিউ
খাপন্তি কায়।
কংসাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায় ॥ ১৩
কংস বন্নের তাম্র কন্নেতে চডায়।
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরন্তি জিউ
খাপন্তি কায় ॥ ১৪
রামাই নামে পণ্ডিত পবিত্র কায়।
রক্ত বন্নের তাম্র করেতে চডায় ॥ ১৫
বিসাই দিলেন তামের টাড় বালা
অঙ্গুরি গড়িআ।

গুরু পণ্ডিত দিলেন অঙ্গে চড়াইয়া ॥ ১৬
তামার উডন তামার পাড়ন তামা করিলাম সায়।
তাম্রধারন গীত সে রামাই পণ্ডিত গায় ॥ ১৭

পাদুকে পাদুকে নমস্তে।
গগনাগগনাপারং পরং পরমেশ্বরং ঈশ্বরং উর্দ্ধমুখং।
তং প্রণমামি নিরঞ্জনং পাপহরং ॥
সর্ব্বপাপবিনাশায় সর্ব্বদুঃখহরায় চ।
মম বিঘ্নবিনাশায় ধর্ম্মরাজ নমোঽস্তু তে ॥
ধর্ম্ম ঈশস্তু দেবানাং দেবতাহিতকারকঃ।
মম বিঘ্নবিনাশায় ধর্ম্মরাজ নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা

জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কন্নয় যুন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন ॥ ১
মালদহে লাগে কর দিলঅ কন্ন যুন।
দখিন্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাঞি পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন ॥ ২
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ট হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধম্মিরে করএ বিনাস ॥ ৩
বেদ করে উচ্চারন বের্য্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান ॥ ৪
এই রূপে দ্বিজগন করে স্থষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।

বৈকণ্ঠে ডাকিআ ধম্ম মনেত পাইআ মৃম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥ ৫

ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥ ৬

নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজাব ॥ ৭

ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গনেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥ ৮

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥ ৯

আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহঁ হৈল্যা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবিনূর।
জতেক দেবতাগন হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ ১০

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড বিসম গণ্ডগোল ॥ ১১

॥ শূন্যপুরাণ সমাপ্ত ॥

ধর্মপুরাণ

অথ যমপুরাণ

অথ মার্কণ্ডপুরাণ

অথ চাস

অথ ছাগজন্ম

অথ যম-পুরাণ

মঞ্চপরে দূত স্থকল ধরএ ছাতা।
হাথ করএ নিল দূত সজর ডালা ॥ ১
দূতরূপ ছাড়িআ মনুষ্যরূপ ধরিএ।
(হিন্দুর ভূত নগরে সেন্ধাঅ) ॥ ২
সজ বাড়াইএ দিল মণ্ডপ ভিতরে।
পণ্ডিত রাম কেবল আইসে টীকা দিতে ॥ ৩
একেত পণ্ডিত কড়ি লোব পান।
বাম হাথত টীকার বাটি বারি হএ জল ॥ ৪
টীকা জদি দিলান দূতর কপালে।
দুই হাথত দুই দূত ধরিলাক রামে ॥ ৫
কোমরেত তোপ দিল পাএত ডাড়ুকা।
ধরি লএ জাঅ সজর গুআ চোর ॥ ৬
জেখানে বসিআ আছে জম ধর্ম্মরাজ।
রামাএ ধরি লএ গেল ধর্ম্মর সাক্ষাত ॥ ৭
স্থন স্থন দূত ভোগর গুআ খাঅ।
করাত ভেজাএ রামাএ কর দুই খান ॥ ৮
একেত দূত দুর্জ্জ আজ্ঞা পান।
কোলর মৃদঙ্গ জেন দুহাথে বাজান ॥ ৯
করাত ভেজাএ দিল রামর মাথে।
চেরা না জাঅ রাম সঙরে করতার ॥ ১০
ধার খসে পড়এ করাত রামাই হৈল পার।
স্থন স্থন দূত আহ্মার রাখ মান ॥ ১১
হাথত পাএত বাঁধিএ ফেল আগুনির উপর।
সোল জোজন জুড়িআ অগ্নিপ্রভা উথল তৎপর ॥ ১২
হাথত গলএ বান্ধি ফেল আগুনির উপর।
পুড়া লইআ জাএ রামাই সঙরে করতার ॥ ১৩
হেমসীতল আগুন হইল তথি পর।
স্থন স্থন দূত আহ্মার রাখ মান।
হাথত গলত বান্ধি ফেল সমুদ্র ভিতর ॥ ১৪

বুক তুলি দেহ পাসান জগদল।
হেলিতে হেলিতে তুহি মাস জাএ রসাতল ॥ ১৫
মরএ নাই রাম সঙরে করতার।
এক জন্মত হইল জল তথি হইল পার ॥ ১৬
শ্রীধর্ম্মচরনে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ।
কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ ॥ ১৭

যমদূতসংবাদ

ধর্ম্মর আমনিকে ছুঁও নাই জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঁই ॥ ১
চিট্যা ফটা দেখ দূত গলাঅ তুলসী।
নিজ সেবক বটি মুবা নিরঞ্জনর দাসী ॥ ২
পলাঅ জমর দূত পলাএ জাএত দূর।
ফেলিআ মারিব হাথর ধূনা চুর ॥ ৩
সুনার খেড মন্দির সুনার নাটসাল।
চন্দ্রহাস খাঁডা হাথত চন্দ্র কোটাল ॥ ৪
পথ ছেড়ে দেহ মোহরে জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঞি ॥ ৫
পালা পালা জমদূত পালাও জারে দূর।
ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চুর ॥ ৬
রূপার খেড় মন্দির রূপার নাটসাল।
গাছ পাথর হাথে হনুমন্ত কোটাল ॥ ৭
পথ ছেড়ে দেহ মোহরে জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঞি ॥ ৮
পালা পালা জমদূত পলাএ জারে দূর।
ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চুর ॥ ৯
তামাকর খেড় মন্দির তামাকর নাটসাল।
সেল ভকবুষ হাতে সুরজ কোটাল ॥ ১০

পথ ছাড়ি দেহ মোহরে জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঞি ॥ ১১
পালা পালা জমদূত পালাএ জারে দূর।
ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চুর ॥ ১২
আবকর খেড় মন্দির আবকর নাটসাল।
ঝাটি ঝগড়া হাথ গরুড কটাল ॥ ১৩
পথ ছাড়িএ দেহ মোহরে জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঞি ॥ ১৪
পালা পালা জমদূত পালাএ জারে দূর।
ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চুর ॥ ১৫
হীরকর খেড মন্দির হীরার নাটসাল।
জীবনাস চূড় হাথ উল্লুক কটাল ॥ ১৬
গাইল পণ্ডিত রামাই ধর্ম্মপদে মতি।
এ সুখসাগরে পার করহু জুগপতি ॥ ১৭

যমরাজ সংবাদ

জমরাজ বসাআছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ দূত জমর বিগুমানে ॥ ১
ঘড়াটি ঘড়াটি হাঁকিতে মেদিনী করে টলমল।
কেউনা ধরিতে পারে ধর্ম্মঘরর আমনি ॥ ২
যমরাজা পড়িল ফাঁপরে।
আসিআ জমের মা জমকে দিল গালি ॥ ৩
পুত্র আজ করিলি রে সর্ব্বনাস।
শ্রীধর্ম্মর দূত নগরে বেঢ়িএ গেল ॥ ৪
নিচ্চয় পড়িল পরমাদ।
কাণ্ড মাণ্ড করএ জম দাঁতে করএ খড় ॥ ৫
সুন হে পণ্ডিত রাম ভাই।
ইঅর ভরিব আহ্মি সমন বধিব তুহ্মি
পান ফুল দিআ পাঠাই ॥ ৬

পচ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত।
সেতাই জে চারিসঅ গতি আনি লেখ্যা ॥ ৭
চন্দ্র কটাল জে বসুআ ঘটদাসী।
দূত নাহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥ ৮
জমরাঅ বসাছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ দূত জমর বিগুমানে ॥ ৯
লঙ্কার দুআরে কে পণ্ডিত।
নীলাই জে আট-সঅ গতি আন লেখ্যা ॥ ১০
হনুমন্ত কোটাল জে চরিত্রা ঘটদাসী।
দূত নহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥ ১১
জমরাজ বসাছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ
দূত জমর বিগুমানে ॥ ১২
উদঅ দুআরে কে পণ্ডিত।
কংসাই জে বারসঅ গতি আন লেখ্যা ॥ ১৩
সুরজ কোটাল জে গঙ্গা ঘটদাসী।
দূত নহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥ ১৪
জমরাঅ বসাআছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ
দূত জমর বিগুমানে ॥ ১৫
গাজন দুআরে কে পণ্ডিত।
রামাই জে সোলসঅ গতি আন লেখ্যা ॥ ১৬
গরুড় কোটাল জে দুর্গা ঘটদাসী।
দূত নহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥ ১৭
জমরাঅ বসাআছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ
দূত জমর বিগুমানে ॥ ১৮
পঞ্চম দুআরে কে পণ্ডিত।
গোসাঞি জে অহনেক গতি আন লেখ্যা ॥ ১৯

উল্লূক কোটাল জে অভআ ঘটদাসী।
দূত নহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ॥ ২০
শ্রীধর্ম্মচরন গুনে শ্রীজুত রামাই ভনে
হউ কবি অনাথ্যর দাস।
অর্চ্চনা করিআ ভাবি পূজ নিরঞ্জনে
জদি হব ভবনদী পার॥ ২১

অথ বৈতরনী

বৈতরণী ভাল বৈন্যার হঅ ন হারে।
কে জাব কে জাব ভাই ভবনদীপার॥ ১
আড়াঅ বাঘর ভঅ জলত কুম্ভীর।
দেখিল কতেক জাতি আসি ছিল তথা॥ ২
বৈতরণী বৈতরণী আড়া পর্ব্বত সমতুল।
চারিভিতে রুএ বিসাই নানা বন্নর ফুল॥ ৩
বৈতরণী আড়ে দীঘে উবু সোল কোস।
চারিভিতে কলা গাছ জলর ভিতর॥ ৪
খেলা করেন্ত নানা বন্নর মাছ।
রুইল বসন্ত গাছ রাখিল পল্লব।
নানা বন্নর পাখী আছি তথির উপর॥ ৫
গঙ্গাজল ভবনদী গোহির গভীর।
নামএত রক্ত বহে উপরেত নীর॥ ৬
বৈতরণীত গঙ্গা উভএ চৌদ্দতাল।
বৈতরণীর জল ফুটি করএ টকভক॥ ৭
বৈতরণীর কূলে দানপতি আছে ডাণ্ডাইআ।
দুকূলর ঢেউ আইসে দুকূল ভাইসাইআ॥ ৮
উপরর ঢেউ আসে গগনগিরি ছুআ।
তা দেখিএ পাপীর পান গেল জে উড়িআ॥ ৯
সইতর দানপতি পার হব নাকে।
কানর সুনা ভাঙ্গাইএ গড়ান নৌকাখানি॥ ১০

সুনার সে নৌকা রূপার কেরআল।
সাত পাঞ্চ তাহে ধর্ম্মে নাএ দিল কাছি।
ধীরে ধীরে টানে নৌকা ডুআরি ডাঁড় রাখি ॥ ১১
নিরঞ্জনর ধনভাণ্ডার নাএ দিল ভরা।
গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি করএ পার ॥ ১২
রজত কাঞ্চন দান করএ ততখন।
ওরে নাউড়ে জলেত রচিলা স্থান ॥ ১৩
আপুনি নিরঞ্জন ধরেছ কাণ্ডার।
ধর্ম্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটালি ॥ ১৪
চারিদিকে আনাম দেখ ভয়ঙ্কর।
ইন্দ্রভবন হএছে সরগদুআর ॥ ১৫
নিস্তার ভাব রে পরানি।
কেমন মত হব পার ভববৈতরণী ॥ ১৬
তরাতরি পার হএ জান দানপতি।
ঘাটর ঘাটলি রাজা বিনে মুক্ত জাঅ ॥ ১৭
সেইত দীবর কাছ জমরাজার ঘর।
উবু সোল কোস বটে জমর সুনার গড় ॥ ১৮
চন্দনে চর্চ্চিত বটে জমরাজার নাছ।
গড়র উপরে আছে পারিজাত গাছ ॥ ১৯
সেহিখানে বটে জমরাজার বসিবার থানা।
চারি জুগর বট বস্ত তুহ্মি ধর্ম্ম হইও সাথী।
বৈতরণী পার হএ ডুআরিথা রাখি॥ ২০
মন হৈল নৌকা পবন কেরআল।
সুনার নৌকা জে রূপার কেরআল॥ ২১
হাথ ধরিএ দ্বিজ রাম সআগে কৈল পার।
পার হএ দানপতি আর নই গাঙ্গ।
দেখাল অধর্ম্ম ঘর একখানি জাঙ্গাল ॥ ২২
শ্রীধর্ম্মচরণে পণ্ডিত রামাই গান।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম করিব কল্যান ॥ ২৩

(ইতি যমপুরাণ সমাপ্ত)

অথ মার্কণ্ড-পুরাণ

সোল সয় গতি নিঞা পণ্ডিত রামাঞি জান।
সেই পথ দিয়া মার্কণ্ডমুনি জান॥
ধুপ ধুনা ঘোর অন্ধকার।
বলেন কোপিল মুনি স্থন হে মার্কণ্ড রিষি
কোথা স্থনি জয় জয়কার।
মিথ্যায় বাদ্য বাজে মিথ্যায় আলম চড়ে
মিথ্যায় সঙ্খ বাজে মিথ্যায় দিজ করতার॥

কি বোল বলিলে দোরি, হা মার্কণ্ড রিসি, অষ্টাঙ্গ জিভ্রা তোর খোসিঞা পোড়িব ; ধ্যানে জানিলা নিরঞ্জ॥

বলেন পণ্ডিত রাম স্থন প্রভু গুণধাম
তুমা পূজা কি কারণে কোরি।
ওমা নিন্দা কৈল মার্কণ্ড মুনি লর্জা পাইল রিসিপুরি॥

সম্পাৎহো করি সিকে দেখিব বিদ্যমান্।
অষ্ট কুষ্ট চোল্যা জাক শ্রীমার্কণ্ডের স্থান॥
আদ্যের ধবল কুষ্ঠ স্থখে জাঞা বৈষে।
কালা গলন্ত কুষ্ঠ্যা নাগিল ভালে॥
চড়চড্যা কুষ্ঠে রিসি নাঞি পান স্বাস্ত।
কাঁদিঞা বিকল রিসী নাঞি পান প্রথ॥
মাংশ গোলিঞা তার অস্তি হোল্য সার।
কাদিঞা চোলিল রিসানি কোরিতে গোহার॥
গুরুবার দিনে রিসাদি নিয়মে বোহিল।
স্থক্কর্বার দিনে রীশানি সজুক্ত কোরিল॥
পোহাইল রাম রাত্রি প্রর্ত্তুষ বিহান।
প্রভাতে কোরিল ঋষানি প্রাতস্নান॥
আলচাল্ কাঞ্চা দুগ্ধ নিঞা ধর্ম্ম মণ্ডপ গেল।
অেকমনে এর্কাচত্রে নিরঞ্জনে অর্ঘ্য দিল॥
মাগ মাগ রিষানি মাগিয়া লেয় বর।
কি বর মাগিব প্রভু দেব গদাধর॥

নাঞি চাইব ধন জন নিফল ভাণ্ডার।
বারেক স্বামি দান দেহ তৃদ্দর্সের নাথ ॥
তখন প্রমেশ্বর কোন কার্য্য কৈল।
সাটি হাজার ঋষিকে ডাক দিঞা আনিল ॥
ঘোর তৃণা কোর‍্যা মহারিসিকে বান্ধিঞা পেলিল।
শ্রীপত্ হাত মার্কণ্ডের গায় বুলালেন ॥
সলষাস পূর্ণ হোল্য নিরঞ্জনের বরে।
জে মুখে ধর্ম্ম নিন্দা কৈল মহা ঋষি।
তীল প্রমাণ কুষ্ঠ মুখে রোহিল ধর্ম্ম শান্ত কোরি সার।
বর দেন য়নাদি করতার ॥

অথ চাস

জত দূর ধম্মর ওঁকার জান।
গারস্তের মহাপাপ তুরত পলান ॥ ১
সাম জজু ঋক অথব্ববেদ
ওঁকার লইআ ধম্মর পঞ্চম বেদ।
স্থন স্থন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥ ২
জখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর ॥ ৩
রজনী পরভাতে ভিক্খার লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই ॥ ৪
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্খাএ ভাত ॥ ৫
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥ ৬
পুখরী কাঁদাএ লইব ভূম খানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি ॥ ৭
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ ॥ ৮

ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব ॥ ৯
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড।
কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর ছড় ॥ ১০
তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতি গুলা গাএ ॥ ১১
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামর্ত্তর আস ॥ ১২
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই জেন ধম্মপূজার বেলা ॥ ১৩
এতেক সুবিধা হর মনেত ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল ॥ ১৪
সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।
আগে পিছু লাঙ্গলেত এ তিন গোজাল ॥ ১৫
আস জোতি পাস জোতি আওদর বড় চিন্তা।
দুদিগে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা ॥ ১৬
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দস কুআ দিআ সাজাইল মই ॥ ১৭
তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।
চাস চসিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি ॥ ১৮
মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গলিল।
জতগুলি ভুম পরভু সকলি চসিল ॥ ১৯
ভুমে চাস দিআ পরভু ভুম কৈল তথা।
বীচ ভোজ নহি দুগ্‌গা বল তার কথা ॥ ২০
পাব্বতী বোলেন পরভু না চসিব চাস।
ধেআনে বসিলেন পরভু ছাড়িআ নিসাস ॥ ২১
এক দিন রস হাসে কৈলাসে ভোলানাথে।
পেম রসে তিলোচন পাব্বতীর মাথে ॥ ২২
কৌতুক করিতে সিবে উপজিল কাম।
কামে উপজিল ধান কামদ বলি নাম ॥ ২৩

এক ধানে হইবাক সহস্রেক নাম।
ইহাতে আসিআ লকৃথী করিব বিরাম ॥ ২৪
জতেক ধান গোসাঞি সকলি বুনিল।
চাস চসিআ গোসাঞি লাঙ্গল তুলিল ॥ ২৫
সাবন মাসেত ধান হইলেন গছা।
ধান দেখিআ পরভুর মনে বোড় ইচ্ছা ॥ ২৬
ভাদ্দর মাসেত হৈল ধান অতি মনুহর।
ডহব ডাঙ্গর সব একুই সুসর ॥ ২৭
আসিন মাসেত মেঘে বারিসএ ঝিমিকানি।
নদীএ আছেন কূপ জল পূরিত জে পানি ॥ ২৮
কাত্তিকের সোলুণ্ডেতে নাহিক আফুলা।
অঘানে পাকএ সিস নামএ পড়এ কলা ॥ ২৯
তখন গোসাঞি কোন বুদ্ধি জে করিল।
ধান দাইতে পরভুর চিন্তা জে হইল ॥ ৩০
বিসনাথ বিসকম্মা হুঁঙ্কার পাড়িল।
আসিআত বিসকম্মা পরনাম করিল ॥ ৩১
বনর মিগীক পরভু হুঁকার পাড়িল।
আসিআত মিগবর উপনীত হৈল ॥ ৩২
জীঅন্ত মিগীর ছাল ছাডিআ লইল।
বাতাস মণ্ডল জাঁতা ছাইআ লইল ॥ ৩৩
জাঁতা ছাইআ তথা খোঁটা জে পুতিল।
বিসকম্মাক হর অনুমতি দিল ॥ ৩৪
ধর ধর বিসকম্মা ভোগর গুআ খাএ।
সত পল সুনার কাস্ত গঠিআ জুগাএ ॥ ৩৫
তাতা করিআ নন্দি মহাতাক ছাড়িল।
সুনার কাস্তা খানি গঠিআ জুগাল ॥ ৩৬
সাত নারিকল জলে দাখানি পানিঅল।
মরা মিগ পুনরাএ পরান দান পাইল ॥ ৩৭
নাম সপ্ত জপিআ মারিল মিগর গাএ।
বনর মিগ তখন বনেত পালাএ ॥ ৩৮

সরগর ভীম খেত্তীক জে হুঁঙ্কার পাড়িল।
আসিআত ভীম খেত্তী পরনাম করিল ॥ ৩৯
আজ্ঞা দিলেন হর ধান জে দাইতে।
দখিন মুখেত উপনীত হইলেন খেতে ॥ ৪০
ডুব্বার গাঙ্গেত বহুত খানি জোলি।
ভীম ধান দাইলেন আড়াই হাকুলি ॥ ৪১
মুড়াগিরি পব্বল জুড়িআ পালই দিআ।
হনুমান মহাবীরে পহরি রাখিআ ॥ ৪২
ভীম খেত্তী হরে গিএ সব জানাইল।
জত ধান ছিল পরভু সকলি দাইল ॥ ৪৩
ডুব্বার গাঙ্গেত বহুতখানি জোলি।
ভীম খেত্তী ধান দাইলেন আড়াই হালি ॥ ৪৪
সুনিআ ক্রোধিত হইল হর মহাসএ।
সুনু ভীম খেত্তি সে ধানে আগুনি ভেজাএ ॥ ৪৫
ভীম তবে বরুনর সাখী জে রাখিল।
হিঙ্গুলা দেবীক ভীম সঙ্গেত লইল ॥ ৪৬
আগুন দিল ধান পুড়ে সবেগে উঠএ ধুঞা।
পালোএতে আগুন দিআ পালাইল ভীমা ॥ ৪৬
আড়াই হালা ধান পুড়এ দুআদস বছর।
দেবী সুতা কাটএ দেখএ ধুঞাত অম্বর ॥ ৪৭
চুঁঞা পড়া আঘান দেবী পাইল তখন।
দেবতা সভাত গিআ দিল দরসন ॥ ৪৮
বিস্তর দুখেত পরভু জনমাইল ধান।
ভীমক চাই বাঅন পটল তাঁউলর আন ॥ ৪৯
তিন পুখুরীর জল চাই গণ্ডুসেকে।
সাত পুখরীর জল চাই একু নিসাসেকে ॥ ৫০
কিরূপেত রকৃখা পাইব সব লোক।
এ সকল সুনিআ হরর হৈল সোক ॥ ৫১
ইন্দর বলিআ হর পাড়িল হুঁকার।
ছিস্‌টি রকৃখা কর ইন্দর হৈল ছারখার ॥ ৫২

ধীর কুণ্ডব ধীর অমর্ত কুণ্ডর পানি।
অমর্ত বরিসন ইন্দর কবিল আপুনি ॥ ৫৩
গোসাঞি দিলেন তবে বিউনিব বাঅ।
জত ছিল ছাব পাঁস উড়িআত জাঅ ॥ ৫৪
পুনরপি গোসাঞি ছিহথ বুলাইল।
জেমতি ধান ছিল পূর্ব্ব তেমতি হইল ॥ ৫৫
এখন মুক্তাক কোন্ কোন্ ধান চাই।
সভাপব মুক্তাহাব লাগএ তথাই ॥ ৫৬
জেঠ ধান বুলেন গোসাঞি ছিছবা আমলো।
আলোচিত ফেফেবি দেখিতে জেবা কালো ॥ ৫৭
সনা খড়কি দুগ্‌গাভোগ আসআঙ্গ কল।
আস মুক্তাহাব বুলেন দিগুন জাব ফল ॥ ৫৮
কালা মুগড় বুলেন গোসাঞি ছড়া মারিবাব তরে।
নাগব জুআন বুনেন পবভু বাছিআ ভাঙ্গরে ॥ ৫৯
তুলা সালি বুনেন পবভু তুলা জাব গাএ।
আসতিব বুলেন পবভু বাঅ গন্ধ বাএ ॥ ৬০
ধান মাঝে ধান বুনেন বক কড়ি।
গোতম পলাল বুনেন পাতল জার ছড়ি ॥ ৬১
পাঙ্গুসিআ ভাদ্দমুখি বুনেন খেমরাঅ।
তুলন ধান বুনেন বিরিঞ্চি তুতুবাঅ ॥ ৬২
গুজুবা বোআলি দাড় হাতি পাঙ্গব।
বুড়া মাত্তা ধান বুনেন দেখিতে সুন্দর ॥ ৬৩
হাটিআ হুটিআ কথা তিল মাগবি আব।
জার মুক্তাঅ ধম্ম হৈল আগুসাব ॥ ৬৪
লতামৌ মৌকলস আর খেজুরি ছড়ি।
পব্বত জিবা গন্ধতুলসী আর দলা গুড়ি ॥ ৬৫
বঙ্কি বাঁস গজা আর সীতামালী।
হুকুলি হরিকালি বুলেন কুসুমমালী ॥ ৬৬
বঙ্কসাল চন্দনসাল বুনেন এক ভিতে।
রাজদল মৌকলস বুলেন তুরিতে ॥ ৬৭

উড়াসালী বিন্ধসালী আর লাউসালী।
নানা ধান বুনেন পরভু ধান জে ভাদোলী ॥ ৬৮
রাজদল মৌকলস আজান সিআলি।
কালা কাত্তিক মেগি বুলিলেন ভুলি ॥ ৬৯
খীর কম্বা বুলেন পরভু পছাল রনজঅ।
কামদ ধান বুলেন পরভু জেবা বাতি জলে হঅ ॥ ৭০
খুদ্দ দুহ্‌রাজ বুলেন ভজনা বাঁকই।
যুলা মুক্তাহার পরভু বুনেন একু ঠাঁই ॥ ৭১
পিপিড়া বাঁসগজা বুলেন ককচি।
স্থধু মাধবলতা বুলেন বাগন বিচি ॥ ৭২
কোটা মেটা রাঅগড় তোজনা আর বোর।
কোঙর ভোগ জলা রাঙ্গি আর কনকচুর ॥ ৭৩
লালকামিনি সোলপনা বুনে পার্চ্ছা ভোগ।
আন্ধারকুলি ঘুমলে উলি আর গোপালভোগ ॥ ৭৪
বুখি আজান লক্ষী বুলেন বাঁসমতী।
সাল ছাটী পসি কাঁঙদ গন্ধমালতী ॥ ৭৫
আম পাবন গআ বালি বুলেন পাথরা।
মসিলোট ঝিঙ্গাসাল বুলেন তসরা ॥ ৭৬
সম ধুনা স্থআ সান বুনেন টাঙ্গন।
হরি মহীপাল বাঁকসাল বুনে মঙ্গলন ॥ ৭৭
বাঁকচুর পুআন বিড়ি গেঁড়ি গোপাল।
হড়া বাঁসকাটা বুনে মরিচ মইপাল ॥ ৭৮
জলার ধান বাঁকুই বুনে লোটাইআ জঅ।
আথল পলিএ দাঅ বিড়া বঅ লাঅ ॥ ৭৯
কহেন রামাই পণ্ডিত ধানর জনম সাঅ।
ভকত নাএকে ধম্ম হব বরদাঅ ॥ ৮০

অথ ছাগজন্ম

একদিন নারদ আল্যা মরত ভুবনে।
ভ্রমন করেন রিসি সর্ব্বদেব স্থানে ॥ ১
বারমতি করে রামাই লয়্যা দিজগন।
ছাগবলি দিআ করে জজ্ঞ সমপন ॥ ২
তা দেখিআ বিস্ময় হইল নারদমুনি।
ছাগবলি কেমন জজ্ঞ আমি নাঞি জানি ॥ ৩
এতেক চিন্তিআ মুনি ভাবে মনে মন।
ব্রহ্মাব স্থানেতে গিআ জনাব কারন ॥ ৪
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসে তিন জনে।
হেন কালে আইল নারদ তপোধনে ॥ ৫
হাসিয়া ব্রহ্মারে মুনি জিজ্ঞাসেন বানি।
ছাগবলি কেমন জজ্ঞ আমি নাঞি জানি ॥ ৬
কহিবে ইহার তত্ত্ব স্থন পিতামহে।
ছাগবলি কেমন জজ্ঞ স্থনিব সভায়ে ॥ ৭
ব্রহ্মা বলেন নারদ মুনি কর অবগতি।
কহিব ছাগের জথা হইল উৎপতি ॥ ৮
ই সকল কথা মুনি না কর প্রকাশ।
স্থনিলেত সর্ব্বজীবের উপজিব হাস ॥ ৯
জোতি সতি দুই জনে আছিল সয়নে।
একাদশি ব্রত করি ভজ নারায়নে ॥ ১০
সতি বলে স্থন জোতি আমার বচন।
সিঙ্গার নইলে মোর না রহে জীবন ॥ ১১
ই বোল স্থনিঞা জোতি ধরে তার পায়।
মা হয়্যা পুত্রকে কেবা হেন কথা কয় ॥ ১২
তুমি মাতা আমি পুত্র ইথে বিপরীত।
সতি হয়্যা ব্রতভঙ্গ নহেত উচিত ॥ ১৩
এইরূপে বলাবলি হয় দুই জনে।
দুই জনে জায় তবে যমের সদনে ॥ ১৪

জোতি সতি দেখি যম উঠিল আপনে।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া দিল বসিতে আসনে ॥ ১৫
আসনে বসিয়া যম জিজ্ঞাসে কারন।
কি জন্যে আইলে তুঁহে কহ বিবরন ॥ ১৬
কহিতে লাগিল সব নিজ নিজ কথা।
সুনিত সভাখণ্ডে হেট কৈল মাথা ॥ ১৭
রাম রাম বলি সবে হস্ত দিল কানে।
ছাগ হয়্যা জন্ম গিয়া মরত ভুবনে ॥ ১৮
দেবের স্থানেতে গিআ হৈবে বলিদান।
তবে সে তোমার হবে সর্গপুরে স্থান ॥ ১৯
অনুহিত পাপ ছাগি যাবি অপমানে।
গলে ছুরি দিয়া তোরে কাটিবে জবনে ॥ ২০
ইহা হৈতে ছাগলের পাতক খণ্ডিল।
লোকের হিত করি ছাগ স্বর্গপুরে গেল ॥ ২১
কহিল ছাগের জন্ম জনমিল যাতে।
কহিল রামাঞি পণ্ডিত ধর্ম্মের পিরিতে ॥ ২২

॥ পরিশিষ্ট ॥

শ্রীঅর্জুন কর্মকার পণ্ডিত লিপিকৃত

রামাই পণ্ডিতের

শূন্যপুরাণ

১। মুখবন্ধ।

২। আগুডাক বা সৃষ্টিপত্তন।

৩। সংজাত পদ্ধতি বা ধর্মপূজার ছড়া।

৪। ধর্মপুরাণ ও কালিমাজাল্লাল।

মুখবন্ধ

(১)

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির একটি তালপাতার পুথি, সংখ্যা জি. ৪৩৮, অক্ষর বাংলা, সুগঠিত অক্ষর। কালি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। বিষয় ধর্ম-
ম্বাব সংস্কৃত মন্ত্র ও রামাই পণ্ডিতেব বারমতি পূজাপদ্ধতির ছড়া। সংস্কৃত-
ন্ত্রে বহুস্থলে বেদমন্ত্র উদ্ধৃত, এ-ছাড়া তান্ত্রিক বীজ, পৌরাণিক ও অর্বাচীন
ত্তাত্রাদি, সূর্য-শিব-দুর্গা প্রভৃতির প্রচলিত ও বহুল পরিচিত স্তব-মন্ত্র। সংস্কৃত-
নভিজ্ঞ পণ্ডিতের ভুলেভরা মন্ত্রাদিও আছে। পুথিটিব মন্ত্রাংশ আমাদের
‌লোচ্য নয়। এই সকল মন্ত্রের মাঝে মাঝে রামাই পণ্ডিতের ছড়া ছড়িয়ে
‌ছে, এবা বাংলায় রচিত। পুথির শেষাংশেও রয়েছে রামাই রচিত বারমতি
‌জাপদ্ধতিব ছড়া। এই অংশই শূন্যপুবাণ, এই অংশই আমাদেব বিষয়বস্তুব
‌ন্তর্ভুক্ত।

পুথিটির লিপিকার অর্জুন পণ্ডিত কর্মকার। পিতার নাম দয়ারাম
‌ণ্ডিত। লিপিকাল আনুমানিক ১১১৭ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি কোন সময়।
‌ক্ষ্যমান গ্রন্থের আদর্শলিপিতে লিপিকাল নেই, আছে লিপিকারের নাম।

"দেবগোত্রংপরিতর্য্য আত্মগোত্র প্রবেশয় ॥ ইতি ॥ শ্রীঅযুর্ণ পণ্ডিতঃ
‌র্ম্মকারস্ত পুস্তক লিখনমিতি।"

এই অর্জুন পণ্ডিতেরই লিপিকৃত প্রভুরাম ও রামচন্দ্রের ধর্মমঙ্গলের একটি
‌থি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতেই আছে, পুথিটির সংখ্যা ৫৪৪১,—এর
‌কটি পুষ্পিকা নিম্নরূপ :

"লিখিতং শ্রীঅর্য্যুণ কর্ম্মকার পণ্ডিত। জথা দৃষ্টমিত্যাদি কর্ম্মকার কুলেজাতঃ
‌দআরাম পণ্ডিতঃ॥ তস্তাত্মজং মর্দ্ধম শ্রীমদর্জ্জুন দাস পণ্ডিতঃ॥ শ্রীগুরবে
‌মঃ। শ্রীমল্লাবনীনাথঃ। শকাব্দা সন ১১০১৭ সাল। মাহ শ্রাবণ ৩২ রোজ
'ক্রান্তি ইতি॥"

পুষ্পিকাটির গুরুত্ব সমধিক। কারণ এতে অর্জুন পণ্ডিতের পরিচয় প্রায়
‌স্তুতই রয়েছে। এ-ছাড়া শূন্যপুরাণের লিপিকালের একটি নির্দেশও এতে
‌াওয়া যাবে।

দয়ারামের মধ্যমপুত্র লিপিকার অর্জুন। উপাধি কর্মকার দাস-পণ্ডিত।

দাস পদবী, জাতি কর্মকার, পেশায় পণ্ডিত অর্থাৎ পুরোহিত। অবশ্যই ধর্ম-পুরোহিত। শূন্যপুরাণ থেকে উদ্ধৃত পুষ্পিকাংশে রয়েছে “দেবগোত্রং পরিতর্য্য আত্মগোত্র প্রবেশয়”, এ-থেকেই অনুমান, দয়ারামের পণ্ডিত-বংশ পতিত ব্রাহ্মণের বংশ, কালক্রমে জাতি হারিয়ে কর্মকার হলেও পেশায় পণ্ডিতি ছাড়ে নি। ধর্মপুরোহিতের সামাজিক পরিচয়ের সংগে এর সঙ্গতি আছে।

পুথিটির লিপিকাল নিঃসন্দেহে সন ১১১৭ সাল, এটি বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ। লিপি সমাপ্তির তারিখ ৩২শে শ্রাবণ, সংক্রান্তি।

ভূমিকায় পরিচিতি অংশে আমরা দেখিয়েছি যে, জি. ৫৪৩৮ এবং ৫৪৪১ সংখ্যক পুথিদ্বয়ের লিপিকার একই ব্যক্তি। সুতরাং একটি পুথিতে লিপিকাল থাকলে অন্যপুথিটির লিপিকাল অনুমান করা যেতে পারে। এবং এই হিসাব মতই অর্জুন পণ্ডিত কর্মকারের লিপিকৃত শূন্যপুরাণের লিপিকাল যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ধরি, তবে মনে হয় অন্যায় হবে না।

(২)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শূন্যপুরাণ একটি বিশিষ্ট রচনা, কিন্তু মুদ্রিত শূন্যপুরাণের পাঠে যে প্রমাদ নগেন্দ্রনাথ বসু ঘটিয়েছেন, তার নিরসন আজও হয় নি। এই ত্রুটি সংশোধন হবে আমাদের প্রদত্ত শূন্যপুরাণের পাঠে। পরিশিষ্টে আমরা অর্জুন পণ্ডিত কর্তৃক লিপিকৃত রামাই পণ্ডিতের যে ছড়াগুলি সন্নিবিষ্ট করেছি তা একটি প্রাচীন পুথির বিশ্বস্ত ও অপরিবর্তিত পাঠ। পুথিতে যেমনটি আছে, আমরা তেমনিই তুলেছি। পার্থক্য শুধু চরণ সন্নিবেশে। তালপাতার পুথিতে একটানা লেখা, আমরা পয়ার ত্রিপদীতে তাকে ছন্দ অনুসরণে সাজিয়েছি। প্রাচীন পুথি মুদ্রণের সময় চরণ বিন্যাসে এরূপ রীতি একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।

আমাদের আদর্শ পুথিটির (জি. ৫৪৩৮) ভিত্তিতেই ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মপূজাবিধান প্রস্তুত করেন। তাঁর প্রদত্ত পাঠও নগেন্দ্রনাথ বসুর মতই বহু প্রমাদে ক্লিষ্ট। তবে পার্থক্য, নগেন্দ্রনাথ বসুর আদর্শ পুথি অদৃশ্য হয়েছে, এক্ষেত্রে পুথিটি হারায় নি। পাঠের তুলনামূলক আলোচনার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠ থেকে পৃথক পাঠ যেখানে আমরা গ্রহণ করেছি তা পাদটীকায় প্রদত্ত হয়েছে। পাদটীকায় স্থানে স্থানে শব্দার্থও

আছে, সেখানে শব্দ ও প্রদত্ত অর্থের মাঝে একটি '—' চিহ্ন রয়েছে। আদর্শ পুঁথিতে যেখানে অক্ষরপাত ঘটেছে, সেখানে সম্ভাব্য অক্ষরটি বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হ'ল।

প্রাচীন পুঁথির পাঠকমাত্রই জানেন, প্রাচীন পুঁথিতে অক্ষর গঠনে কত বৈচিত্র্য এবং পরস্পর জড়ানো একটানা চরণ থেকে ছন্দ ও অর্থ সঙ্গতি রেখে রেখে শব্দগুলিকে পৃথক করে সাজান কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার। এ বিষয়ে সামান্যতম অসাবধানতা চরণের অর্থবিধানে অমার্জনীয় ভ্রান্তি ঘটাতে পারে। পাঠ-বিভ্রাটজনিত অর্থ-বিভ্রাট অনেক সময় হাস্যকরও হয়। আমরা সাধ্যমত এরূপ ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করেছি।

আলোচ্য পুঁথির কু, রু, ঙ্গ, তু, ক্ষ, অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গঠনের। ল-ন, ন-ণ, তু-ও, প্রায়-স্থলেই একরূপ। ড-ড়, ঢ-ঢ়, প্রাচীন পুঁথিতে প্রায়ই এক, এখানেও অক্ষরের নীচে বিন্দু দিয়ে প্রায়ই দুটি ধ্বনির পার্থক্য দেখান হয় নি। বানানে ন-ণ-ল, য-জ, শ-ষ-স, ই-কার, ঈ-কার প্রভৃতির পার্থক্য মানা হয় নি। ফলে শব্দ-গঠনে কিছু বৈচিত্র্য এসেছে,—এর কতকগুলি স্বাভাবিক, কতকগুলি ভ্রান্তিজনিত।

ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য কোন কোন স্থলে লক্ষ্যণীয়।

বর্গের প্রথম বর্ণ দ্বিতীয় বর্ণে (ত=থ), তৃতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণে (ব=প), চতুর্থ বর্ণ দ্বিতীয় বর্ণে (ধ=দ), দ্বিতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণে (খ=ক) পরিবর্তিত হয়েছে। ই-কার স্থানে স্থানে এ-কার হয়েছে, কিশোরী=কেশোরী। পদান্ত অ পরিবর্তিত হয়েছে ও-কারে, ষোল=ষোলো। পদস্থিত ও-কার অ-কারে এবং অ-কার ও-কারে রূপান্তরিত হয়েছে, সোনার=সনার, অশোক=অশক এবং বহিল=বোহিল, করিল=কোরিল। স্থানে স্থানে একটি অতিরিক্ত রেফ্-এর আগম ঘটেছে, ম্লেচ্ছ=ম্লের্চ্ছ, জয়ধ্বনি=জয়র্ধ্বনি। সমীকরণের উদাহরণ আছে, বৌদ্ধ=বুদ্দ বা বোদ্দ। 'ৎস' রূপান্তরিত হয়েছে ছ-তে, উৎসর্গিয়া=উছর্গিয়া।

কারক-বিভক্তিতে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না, যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন চিহ্ন বলে অভিহিত হতে পারে। দ্বিতীয়ায় '—ক', '—কে' বিভক্তি, তৃতীয়ায় '—র', চতুর্থীতে '—ক', '—কে', পঞ্চমীতে 'হইতে', 'হৈতে' ষষ্ঠীতে '—র' এবং সপ্তমীতে '—তে', '—এতে', '—এ' ব্যবহৃত হয়েছে।

সর্বনামগুলিও প্রাচীন নয়। উত্তমপুরুষে আমি, আমার, মোর, আহ্মা (কে), আমা (হৈতে) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। ষষ্ঠীতে উত্তমপুরুষে '—ক' বিভক্তির প্রয়োগ একবার দেখা যায়, এটি প্রাচীনতার লক্ষণ,—"অপর বলিব আমি শুন মএক কর্ম্ম"। মএক=মোর, আমার। মধ্যম পুরুষে তুমি, তব, তোমা তুমাতে, তোমার তুমার, তার, তাহার রয়েছে। প্রথম পুরুষে সে, সেই, ইহা, এ(ই), কেহ। কোন কোন স্থলে রয়েছে ইথ, ইথের, তথি।

ক্রিয়াতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রচলিত রীতিই বিদ্যমান, কিছুটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে 'কহন্তি', 'পহন্তি', 'বৈষন্তি' পদত্রয়ে।

দুটি পদের ব্যবহারে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ের চিহ্ন বিদ্যমান,—'বট্' ধাতুর প্রয়োগ ও না বা বিনা অর্থে মিনি শব্দের ব্যবহার। "তুমি নিরঞ্জন বট", "মিনি দোষে"। মিনি শব্দটি কম বা ছোট অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে।

শূন্যপুরাণের কালিমাজালাল অংশটিকে ইসলামী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়, এটি ধর্মভক্ত্যা কোন ফকিরের রচনা। অবশ্যই রামাই পণ্ডিতের রচনা নয়। এতে আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য বিস্ময়কর।

স্থানবিশেষে অ-চলিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও লক্ষ্যণীয়,—"গোবাক্যজালার পথে দিখিলা নিরঞ্জন।" রঘুবংশে (৬।৪৩) আছে, "জালান্তর প্রোষিতদৃষ্টিরন্যা।" গোবাক্য হচ্ছে গবাক্ষ।

শূন্যপুরাণের শব্দভাণ্ডার লক্ষ্যণীয়। বহু কবির হস্তাবলেপের ফলেই বোধ করি এরূপ বিপরীতধর্মী বৈচিত্র্য ঘটেছে। তৎসম শব্দের প্রয়োগ, পাশাপাশি আঞ্চলিক শব্দ, সেই সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দ বাহুল্য শব্দ-ব্যবহারে নিদারুণ অসমতা সৃষ্টি করেছে। কেবলমাত্র শব্দের জাতি-প্রকৃতি ও শব্দ-ব্যবহার-রীতির আলোচনা দ্বারাই শূন্যপুরাণে বহু কবির হস্তাবলেপ প্রমাণ করা যায়। অনেক অ-চলিত শব্দ শূন্যপুরাণে ঠাঁই পেয়েছে,—পাবন, মন্থণি, জালা, রুহা এরূপ শব্দ। অজস্র শব্দ আছে যেগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রত্যন্ত বাংলার উপভাষার শব্দ, যেমন—থলা, খুড়ুই, জেঠুই, মাউসি, মিনি, কুঞ্জিল্যা, রাড়ি, বৌড়ি, সাঙাড় প্রভৃতি। উত্তর-প্রত্যুত্তরে কালিমাজাল্লাল আরবী-ফারসী-হিন্দুস্থানী কণ্টকিত, কিন্তু রচনার নাটকীয়তায় বেশ উপভোগ্য।

বিচিত্র শব্দ-সমবায় শূন্যপুরাণের একটি বৈশিষ্ট্য।

(৩)

মূল পুথিতে পূজাবিধান অংশে মন্ত্রের মাঝে মাঝে নিম্নলিখিত ক্রমানুযায়ী শূন্যপুরাণের কতিপয় পরিচ্ছেদ রয়েছে।

অথ স্থাপন ডাক। আশীর্ব্বাদ। ধর্ম্মধ্যান। অথ রথ সাজন।

অথ দিগডাক। অথ মনুঞি। অথ দ্বারভেট। অথ ছাগজর্ম্মকথা।

স্থাপনডাক ও আশীর্ব্বাদের মাঝে 'অথ টীকা পাবন' এবং 'অথ পুষ্প পাবন'। একটানা ছড়ায় পরে এ-দুটিই পুনরাবৃত্ত হয়েছে বলে এস্থলে এ-দুটি বাদ দিয়েছি তবে 'টীকা পাবনের' আরম্ভে যে চারটি চরণ আছে যা একটানা ছড়ায় সন্নিবিষ্ট 'টিকা পাবনে' অনুপস্থিত, সেই চরণ-চতুষ্টয় উদ্ধৃত হল।

"ওঁ কার শব্দে পণ্ডিত বেদ
বৈশন্তি কোন কোন বেদ।
ঋগযজুঃসামাথর্ব্ব স্থনিতে
স্থনাইতে পাপ হয়ে চ্ছেদ।"

মন্ত্রাংশ শেষে পুথিতে একটানা রামাই পণ্ডিতের ছড়াগুলির ক্রম নিম্নরূপ—ধর্ম্ম আবাহন। অথ টিকা পাবন। পুষ্প পাবন। পুষ্প সোধন। আদ্য ডাক। অথ মণ্ডপ দরসনং। কালিমাজাল্লাল। অথ তাম্রজর্ম্ম। অথ ধান্যজন্মঃ। অথ মঙ্গল। অথ চনা পাবন। কায়া সম্ভেদ। অথ মার্কণ্ডপুরাণ। সঙ্খজর্ম্ম।

পুথির ক্রম আমরা অনুসরণ করিনি। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত শূন্য-পুরাণের যথেচ্ছ ছড়িয়ে থাকা পরিচ্ছেদগুলিকে যে ভাবে পূজারীতির ক্রম ও ভাবানুসঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা পুনর্বিন্যস্ত করেছি এক্ষেত্রেও সেই রীত্যনুসারেই পরিচ্ছেদগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রথমে দিয়েছি সৃষ্টিপত্তন—এস্থলে আদ্যডাক, তারপর ধর্ম আবাহন থেকে ধর্মপূজাপদ্ধতির ছড়াগুলি এবং সব-শেষে পুরাণ অংশ অর্থাৎ সেই কাহিনীগুলি যারা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম-সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ধর্মঠাকুরের পূজা-প্রবর্তন বা মাহাত্ম্য বর্ণনাকে উপলক্ষ্য করে। মূল পুথিতে 'কালিমাজাল্লাল' অংশ মাঝখানে থাকলেও আমাদের সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সবশেষে, কারণ আমাদের মনে হয়েছে রামাই পণ্ডিতের পূজাপদ্ধতির ছড়া বা পুরাণ অংশ থেকে এটি সম্পূর্ণ পৃথক এক শ্রেণীর রচনা। এটিকে আমরা ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে ইসলামী রচনা বলতে পারি।

আশীর্ব্বাদ, ধর্ম্মধ্যান, ধর্ম্ম আবাহন, অথ রথ সাজন, অথ মনুঞি, মার্কণ্ড-পুরাণ ও মার্কণ্ডপুরাণান্তর্গত যমদণ্ড পরিচ্ছেদ-নাম আমাদের প্রদত্ত। মূলপুথিতে

বিনা নামেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিচ্ছেদ থেকে পৃথক করতে '॥ * * ॥' চিহ্ন দিয়ে অংশগুলি লিখিত। আমরা অর্জুন পণ্ডিত লিপিকৃত রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণটিকে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ-ক্রমে সাজিয়েছি।

১। আত্মডাক। ২। ধর্ম্মধ্যান। ৩। ধর্ম্ম আবাহন। ৪। তথে স্থাপন ডাক। ৫। অথ মণ্ডপ দরসনং। ৬। অথ টিকা পাবন। ৭। পুষ্প পাবন। ৮। পুষ্প সোধন। ৯। অথ চনা পাবন। ১০। অথ রথ সাজন। ১১। অথ দিগডাক। ১২। অথ মনুক্তি। ১৩। অথ দ্বাবভেট। ১৪। আমিনী। ১৫। অথ মঙ্গল। ১৬। আশীব্বাদ। ১৭। কায়া সন্তেদ। ১৮। অথ তাম্রজর্ম্ম। ১৯। অথ ধান্যজন্মঃ। ২০। অথ মার্কণ্ডপুরাণ। ২১। মার্কণ্ড-পুরাণান্তর্গত যমদণ্ড। ২২। অথ ছাগজর্ম্মকথা। ২৩। সঙ্খজর্ম্ম। ২৪। কালিমাজাল্লাল।

আত্মডাক সৃষ্টিপত্তন, ধর্মধ্যান থেকে আশীর্বাদ পর্যন্ত ধর্মপূজা বিধির ছড়া অথ তাম্রজর্ম্ম থেকে সঙ্খজর্ম্ম পর্যন্ত ধর্মপুরাণ অংশ। কালিমাজাল্লালটি ধর্ম-ঠাকুর সম্বন্ধীয় ইসলামী রচনা। মাঝের কায়াসন্তেদ একটি পৃথক রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ও লিপিকৃত অনেক পুথিতে এই জাতীয় কায়া-সন্তেদের উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব নিবন্ধেও দেহ কড়চ জাতীয় রচনা অপ্রতুল নয়। শূন্যপুরাণের 'কায়াসন্তেদ' কায়-মার্গী সহজ সাধনার যোগপন্থা নির্দেশক একটি অপরিচ্ছন্ন রচনা। ধর্ম-সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত যোগী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে হয়ত এই পন্থায় দেহ-সাধনা প্রচলিত ছিল।

(৪)

শূন্যপুরাণে কবিত্ব বড় নেই। কাব্য চাতুর্যও অনুপস্থিত। বরং বলা যায় রচনার গতানুগতিকতা প্রায়ই একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিকর। কিন্তু এই শূন্য-পুরাণটিতে স্থানে স্থানে কবিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে, স্থানে স্থানে রচয়িতার সংস্কৃত বিশেষ করে কালিদাসের গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, যা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। প্রশ্নোত্তরে ছড়ার আশ্চর্য প্রয়োগও লক্ষ্যণীয়।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রশ্নোত্তরে তত্ত্বালোচনা হ'ত, এটি একটি বিশিষ্ট রচনা-রীতি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বৈদিক সাহিত্যের 'ব্রহ্মোদ্য' যজ্ঞানুষ্ঠানে হোতা ও অধ্বর্যুর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তরমালা। উপনিষদে বহু-

স্থানেই প্রশ্নোত্তরে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। মহাভারতে ধর্মবক ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর একটি সুবিদিত জনপ্রিয় অংশ। নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত শূন্যপুরাণ প্রশ্নোত্তর-বিরল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট শূন্যপুরাণে প্রশ্নোত্তর অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহৃত। এটি শূন্যপুরাণেরই বৈশিষ্ট্য। প্রশ্নোত্তরে কবিত্বের আকস্মিক বিদ্যুৎ দীপ্তি বিস্ময়কর, ঘাসাঘাতের ছন্দে অপূর্ব দ্যুতি-বিচ্ছুকর। এরূপ একটি উদাহরণ প্রদত্ত হল।

প্রশ্ন ॥ তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দেব
কোথা থুবে ফুলের সাজি
কোথা পূজিবে দেব ॥

উত্তর ॥ হয় না তিল প্রমাণ দেউল
আকাশ প্রমাণ দেব।
হৃদয়ে যুব ফুলের সাজি
ভাবে পূজিব দেব ॥"

(৫)

অধুনা সমাজ-বিজ্ঞান সর্ববিধ আলোচনায় গুরুত্ব লাভ করেছে, সাহিত্যালোচনায় বিশেষ করে লোক সংস্কৃতি ও সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত রচনায় সমাজ-পরিচয় ও প্রবণতা বিশ্লেষণ সমালোচকের অবশ্যকৃত্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। শূন্যপুরাণ এদিক দিয়ে একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা। সুপ্রাচীন বেদ-সংস্কৃতি কতদূর ভ্রষ্ট ও ধূলিশায়ী হতে পারে শূন্যপুরাণে সে পরিচয় আছে। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণাম ধর্মঠাকুরে, জৈন-আচারও কিছু কিছু ধর্মসম্প্রদায় গ্রহণ করেছেন। মাদারী সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলামী ফকিরদের সংস্কারও ধর্ম সম্প্রদায়ে বিদ্যমান। সামাজিক কত বিধি-ব্যবস্থা, কত দেবতা, কত ধর্মমত যে পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এসে একাকার হয়েছে এবং সমাজে এক সূক্ষ্ম, গভীর, সুদূরপ্রসারী কিন্তু দুর্লক্ষ্য প্রভাব বিস্তার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আদিম সমাজ-বিশ্বাস, যৌনাচার, যৌথ জীবনযাত্রা, কিছু আরণ্যক সংস্কার, তপশীলী চিন্তাধারা, উপজাতীয় বিশ্বাস, উর্বরাশক্তির প্রতীক উপাসনা, ফসল-ফলানোর কাল সম্পৃক্ত আদিম পূজাচার ও উৎসবানুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের গাজন ও ধর্মঠাকুরের যোগসূত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। তুর্কী আক্রমণের কোন অলিখিত বেদনার ইতিহাস কেহ কেহ শূন্যপুরাণের

কালিমাত্রাম্নাসে আবিষ্কার করেছেন। রাঢ়ে এমনিভাবে সুপ্রাচীন কালা-বধি চলমান মৃৎলগ্ন বিপুল একটি জনমণ্ডলীর জীবনধারায় গ্রহণ-বর্জনের-ইতিহাস যে ধর্মাশ্রয়ে লালিত হয়েছে, পরিপুষ্টি লাভ করেছে, নিজেকে আবিষ্কার ও দর্শন করেছে, নিত্য-নব পরিবর্তনে নূতন সজ্জা গ্রহণ করেছে তার অধিদেবতা ধর্মঠাকুর। সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রের নিকট বিষয়টি লোভনীয় সুখপ্রদ বিস্ময়াবহ, কিন্তু জটিল। বর্তমান মুখবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ অনুপস্থিত, রিষয়টির গুরুত্ব ও মনোহারিত্বের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানই আমাদের লক্ষ্য।

সুস্থ গার্হস্থজীবনযাত্রার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে কিভাবে ধর্মাশ্রয়ে সমাজের সুপরিকল্পিত শাসন ও নিদেশ প্রচারিত হয়েছিল মার্কণ্ডপুবাণান্তর্গত সমগ্র যমদণ্ড পরিচ্ছেদটিই তাব চমৎকার দৃষ্টান্ত। আমবা সামান্যমাত্র উদ্ধৃত করলাম। পরিচ্ছেদটি সামাজিক মানসিকতার একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবেও গৃহীত হতে পারে।

অর্ন বস্ত মোহি তিল কাঞ্চন হেম
সুরভি দুহিতা কন্যাদান।
পূর্বজর্ম্মেতে সেই উর্ত্তম স্থানে ভোগ ভুঞ্জে
দলাঘড়া নৃপের সমান॥
মা বাপকে নাঞি পুষে ইষ্ট কুটুম্ব মুষে
ভূকি সো(ন্যা)সি করয়ে নৈরাস।
কাপাস বিচে উনতুলে পোথুর গোচারণ ভাঁগে হালে
সস্ত জর্ম্ম সোকর গরাস॥

... ...

খুড়ুই জেঠুই হরে মাউসি মামিনী।
গুরুপত্নি ব্রাহ্মণি করয়ে বিবাস।
কুড্যা কুঠ্যা হয়ে ছাগল হোঞা ঘাস খায়।
কন্দ ছেদ হয়ে সাতবার॥

... ...

রামাঞি পণ্ডিত কহে সুনহ সর্ব্বজন।
কলির মাহিত্ত এই করিল
সুনহ সর্ব্বজন॥

আদ্যডাক বা সৃষ্টিপত্তন

স্থন সভাজন প্রলয় বর্ন্ন (ন)
পূজার প্রচার হেতু।
দেব নিরঞ্জন পরমকারন
ভব পারাবার ষেতু॥
নাঞি জল স্থল অষ্ট কুলাচল
স্থাপর জঙ্গম আদি।
সব হল্য নাস তেজ বার্য্যাকাস
হত হল্য রবি সসি॥
গত দিবারাতি হত হল্য খেতি
চতুর্দ্দশ ভুবন আদি।
দিকপালগন না ছিল তখন
না ছিল পণ্ডিত জাতি॥
ভবে নাহি য়ার মোহান হুঙ্কার
নাহিক গগণ তারা।
নদনদিগন না ছিল তখন
না ছিল সহস্রশিরা॥
রেখ রুপ ষর্ন্ন নাহি চিহ্ন বর্ন্ন
না ছিল বেদ সঞ্চার।
খগ মৃগগন না ছিল তখন
নাহিক জোগ তিথি বার[১]॥
একাদশ রুদ্র না ছিল সমুদ্র
না ছিল বিজ অঙ্কুর।
ভজন জজন দেবা দেবি গন
সকলি হইল দুর॥
না ছিলেন কুর্ম্ম সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ধর্ম্ম
নাহিক অস্ত উদয়।

১। জোগতি থিবার

স্থন কহি আর সব অন্ধকার
দেখি স্থন্ন সব ময় ॥
কহি স্থন [ম] র্ম্ম ইথে[১] য়েক ব্রহ্ম
দিতিয় নাহিক আব।
নাহি গতি ভাঁতি স্থান অবস্থিতি
কেবল মর্নের সঞ্চার ॥

স্থন্ত ভাবি মনে আনিল বআনে
ছাড়িল এক হুঙ্কার।
হুঙ্কারের হতে হল্য আচম্বিতে
ত্রিগণু বাউ সঞ্চাব[২]॥
শ্রিষ্টির কারণে আনিল বআনে
বিম্ব হল্যা উপনিতি।
অনাদি কারন প্রভু নিরঞ্জন
জনম লভিলা তথি ॥

পরুষশরুপে আছিলা বিম্বুকে
জগত শ্রিজন আসে।
অনাদি কারন দিড় করি মন
রামাঞি পণ্ডিত ভাসে ॥ ১ ॥
বিম্বুক ভিতরে দেখি রুপা অবিকার।
স্থন্তেতে পুতলি জ্যোতি ধবল আকার ॥
এক ব্রহ্ম প্রকাশিল বিম্বুক ভিতরে।
আনিল হরীশ অতি হইল অন্তরে ॥
রুপ দেখি বিস্ময় হইলা মহামতি।
করপুট হয়্যা কিছু কহেন ভারথি ॥
স্থন্তেতে জ্যোতিদেহ ধর মহাসয়।
কে তুমার বাপ মা কহ ণা[৩] নিস্নয় ॥
জোগেন্দ্র কহেন কিছু কহিতে না পারি।
কোথা হতে জনম লভিণু দেহ ধরি ॥

১ হথে ২. বাউসঞ্চার ৩ কহণা

দেহ মুর্ত্তি ধরি আমি ধর্ম্ম অবতার।
সর্ব্বাধারে গতি পূর্ণ হই নিরাকার॥
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়ে অবহেলে।
পরমাত্মা রুপে থাকি শরির শকলে॥
অপর বলিত আমি শুন মএক[১] কর্ম্ম।
সংশারেতে জত কিছু আমা হতে জন্ম॥
অনিল[২] কহেন পুণ স্থন নিরঞ্জন।
গুপ্ত করি ব্যাখনায় আপন জনম॥
চাতুরি কহিয়া বুঝি না কহ আমারে।
দেবতা হইলে নাকি দেবতা প্রচারে॥
ভাল হল্যে না কহিলে আমি বলি শুন।
জন্ম হৈল জাহা হতে অনুভাবে জান॥
আমি মাতা পিতা জন্ম বিম্বুক ভিতরে।
শৃষ্টির কারণে অতি করিলুঁ প্রচারে॥
অপর বলি যে কিছু স্থন মন দিয়া।
সংশার শৃজন কর মোর আজ্ঞা লয়া॥
সত্ত রজ তম তিন গুনা স্থিত হয়া।
স্থজন করহ ক্ষিতি রজগুন লঞা[৩]॥
সত্তগুণে বিষ্ণুরুপে করহ পালন।
তমগুণে রুদ্ররুপে করিবে ভক্ষন॥
অনিলের কথা শুনি দেব মায়াধর।
সকরুন হয়া পুণ করেন উত্ত[র]॥
দশদিগ নিরক্ষিতে সব অন্ধকার।
ইথে কি করিয়া হবে স্থষ্টির শঞ্চার॥
জদি না তুমার বাক্যে না করি পালন।
আর নাঞি হয় এই মহির শৃজন॥

১। শুনম এক
২। অনিল
৩। নঞা

বিশ্বয় পায়িয়া প্রভু ছাড়িল নিশ্বাস।
নিশ্বাস হয়িতে হইল উল্লুক প্রকাস ॥
ধর্ম্মপদ সরসিজে করি অভিলাস।
রামাঞি পণ্ডিত আদ্য করিল প্রকাস ॥ ২ ॥
সম্মুখে[১] দেখিয়া ধর্ম্ম পক্ষ অবতার।
সমাদরে জিজ্ঞাসা করেন নিরাকার ॥
কিবা নাম ধর তুমি কেথা হৈতে আলে।
কে তোমার মাতা পিতা কোথা বা জন্মিলে ॥
স্থনিঞা উল্লুক করপুটে কয় কথা।
তোমার নিশ্বাসে জন্ম তুমি মাতা পিতা ॥
পুণ জিজ্ঞাসিলা ধর্ম দেখ কিমাকার।
উল্লুক কহেন দেখি ঘোর অন্ধকার ॥
অপর ণা দেখি কেনে পুরুষ শঙ্কার।
সভে মাত্র দেখি তোমা ধবল আকার ॥
ধর্ম কহেন পুণ স্থন উল্লুকাই।
বসিতে না পাই স্থল পৃষ্ঠে দেহ ঠাঞি ॥
উল্লুক কহেন কথা স্থন করতার।
মোর পৃষ্ঠে ভর করি কর আগুশার ॥
উল্লুকের পৃষ্ঠদেশে করিয়া আসন।
ভাবিতে লাগিলা তত্ত্ব, পরম কারন ॥
জতেক ইন্দ্রিয় সব উর্দ্ধ করি মনে।
উর্দ্ধমুখে রহে ধর্ম্ম ধরিয়া পবনে ॥
পৃষ্ঠে করি পক্ষরাজ উড়িলা গগণে।
চতুর্দ্দশ জুগ গেল উল্লুক আশনে ॥
ভ্রমন করয়ে খগ না পায় আশ্বাস।
শ্রমযুক্ত হয়া কয় ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
উল্লুক কহেন জল দেহ নিরাকার।
ত্রিষ্ণায় বিদরে বুক স্থন করতার ॥

১। সম্মুখে।

ধর্ম্ম বলেন বলি স্থন উল্লুকাই।
তুমি আমি বিনে ইথে আর কেহ ণাঞি॥
সন্মেতে মণ্ডল দেখ ঘোর অন্ধকার।
আমিত না জানি কোথা জলের শঞ্চার॥
খগ বলে কেনে মায়া কর মায়াধর।
উৎপতি প্রলয় তুমি স্থন পরাৎপর॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি রাত্রি দিবা।
চন্দ্র স্ময্য পবন তুমি দেবি দেবা॥
গআ গঙ্গা বারাণসি শাগর জংগম।
ব্রহ্মাণ্ডে আছয়ে জত তুমি যে কারন॥
উল্লুক বলেন স্থন পুণ মহাশয়।
তুমাতে আছয়ে জল কহিলুঁ নিশ্চয়॥
ইর্চ্ছা আছে জদি মোর বাঁচাতে জিবন।
মুখের অমৃত দেহ করি যে ভক্ষন॥
পক্ষ[1] বানি পরাৎপর স্থন্যা মহাস্থখে।
মুখের অমৃত দিলা উল্লুকের মুখে॥
ভক্ষন করিতে কিছু হইল গলিত।
সন্যময় সব হল্যা জলে আপ্লাবিত॥
পক্ষ সঙ্গে ভুবনেতে ভাসেন গোশাঞি।
আশ্বাস করিতে উপলক্ষ কিছু নাঞি॥
বারিতে পাইয়া ব্যোম বলেন উল্লুক।
বিষম বারি যে বাপা বড পাই দুখ॥
প্রমাদ পদ্মের পাকে পাতালেতে জাই।
সৃষ্টে মন দেহ প্রভু তবে প্রাণ পাই॥
পক্ষের পাসেতে পরাৎপর পায়্যা ভেদ।
মৎসরুপে উর্দ্ধার করিলা চারি বেদ॥
ধর্ম্মপদ সরসিজে করি অভিলাস।
রামাঞি পণ্ডিত আত্ম করিল প্রকাস॥ ৩॥

১। পক্ষ—পক্ষী। এর পূর্বে উল্লুককে খগ ও পক্ষীরাজ বলা হইয়াছে।

মিন অবতার হয়্যা চারি বেদ উর্দ্ধারিয়্যা
সয়ম্ভু শদনে দিলে আনি।
হয়্যা কুর্ম জগন্নাথে অবনি ধরিলে মাথে
তুমি প্রভূ দেব চক্রপাণি॥
বরাহ রুপেতে সারা খিতি কৈলে বসুন্ধরা
নিরাণন্দে নিরয়ে ঠাকুর।
নরশিংহ রুপ ধরি হিবণ্য কস্যপ মারি
প্রল্লাদের দুষখ কৈলে দুর॥
হইয়া বায়ন রুপে ভুলাইলে বলি ভূপে
অধ ভুবনেতে দিলে ঠাঞি।
ভাবুকালি কর্য্যা সার ধরাদান নিলে তার
দ্বিজরুপে আপনি গোসাঞি॥
হয়্যা ভৃগুরাম বিরে পরুষ নঞিঞা করে
নিখেত্রি করিলে কতবার।
ভায়্যা বলরাম হয়্যা মুষল করেতে নয়্যা
অসুরের ক[রি]লে সংহার॥
হয়্যা দশরথ সুত রাবনে কোরিলে হত
সাগর বাঁধিলে অবহেলে।
সঙ্গে লঞা কোপিগন দুর্য্যয় করিয়া রন
জনকদুহিতা উর্দ্ধারিলে॥
নবম মূর্ত্তেতে হরি জগন্নাথ নাম ধরি
জলধির তিরে কৈলা বাস।
প্রশাদ কোরিয়া দান নরে লিলে সন্নিধান
সমনের করিলে নৈবাস॥
কোল্কি অবতার সার চারি বর্ন্ন অেকাকার
ধর্মপথ হইবেক দুর।
বিধিরুপে স্রিষ্টি করি বিষ্ণুতে পালন করি
রুদ্ররুপে আপনি ঠাকুর॥
প্রথমেতে নিরাকার হয়্যা মিন অবতার
মহাল্যবে বেদ উর্দ্ধারিলে।

বিস্তার করিতে অতি কর্ম্মরূপে জুগপতি
মস্তকেতে অবনি ধরিলে ॥
সঙ্খ চক্র গদা ধরি বরাহ রুপেতে হরি
দন্তে মোহি কর‍্যা উর্দ্ধারন।
হয়্যা নরশিংহরুপ বোধ্যে হিরণাক্ষ ভূপ
ভক্ত দুষখ কৈলে বিমোচন ॥
বটু ব্রহ্মদত্ত ধরি বোলি রশাতল পুরি
মায়া পাতি নঞিলে[১] তাহারে।
তিন সপ্ত খেত্রিগণে বিনাস করিলে রণে
ভৃগুপতি পরুশের ধারে ॥
দশরথ সুত হয়্যা দসাননে সংহারিয়্যা
শিতা দেবি করিলে উর্দ্ধার।
অশুরে বিনাস করি নাঙ্গল মুষল ধরি
বলভদ্ররুপে করতার ॥
জলধির তিরে স্থান বোদ্দরুপে ভগবান
হয়্যা তুমি কৃপাবলোকন।
প্রশাদ করেতে দিয়্যা নরে শন্নিধান লিয়্যা
কৈলে তুমি নৈরাস সমন ॥
হবে কল্কিরুপ হয়্যা ম্লেচ্ছ রুপে শংহারিয়্যা
পুণঃ সৃষ্টি করিবে সৃজন।
রামাঞি পণ্ডিত ভনে এ কথা জে জন সুনে
তারে বর দেন নিরঞ্জন ॥

উর্ম্ম কুর্ম্ম না ছিল জে মেদিনী আকাস।
দিবা নিযি নাঞি ছিল গতি ভাতি ভাস ॥
চন্দ্র সূর্য্য না ছিল না ছিল জে পাতাল।
উৎপতি না ছিল না ছিল জমকাল ॥
তেকনা পৃথিবী না ছিল সকল ধুন্দকার ॥

১। নঞিলে—লইলে।

তেকনা পৃথিবী না ছিল সকল ধুন্দময় ।
ধুন্দকার উপরে প্রভূ মায়াবিম্ব রয় ॥
ধূন্দুকার উপরে রহিলা মায়াবিম্ব ।
তথি ভর করিল ধর্ম্ম অনাদি সিম্ভু ॥
বিম্বুর উপরে ধর্ম পাতিলেন মায়া ।
আপনে শ্রিজন কৈল্য আপণার কায়া ॥
হস্ত পদ নাথ মুখ নির্মাল্য আপণি ।
আপনার কলেবরে ধর্ম আপনি সে দেখি ॥
বৃদ্ধ হল্য বিম্বুক সহিতে নারে ভর ।
বিম্ব ছাড়ি পড়িলেন প্রভূ সর্ন্যের উপর ॥
আখি পালটিয়া প্রভূ চতুর্দ্দিগে চান ।
সকলি জে ধুন্দকার দেখিবারে পান ॥
ক্রোধিত হইয়া প্রভূ ছাড়িলেন হাই ।
তথি জম্মিলেন দেখ পক্ষ উল্লুকাই ॥
জম্মিয়া উল্লুক পক্ষ পালাইয়্যা জায় ।
কথার কারণে ধর্ম্ম ডাকিয়া রহায় ॥
ফিরু[1] আস্য উল্লুক তোমায় করিব বাহন
উল্লুকের পৃষ্ঠেতে বসিলা নিরঞ্জন ॥
উল্লুক ধরিয়া বলে নিরঞ্জনের পায় ।
জিবন সংশয় গোশাঞি আহার জল চাই ॥
কারে বল জল উল্লুক কারে বল স্থল ।
অে ভব সংশারে নাঞি জলের সঞ্চয় ॥
তুমি নিরঞ্জন বট আমি ভাল জানি ।
মুখের অম্বৃত দিয়া রাখহ পরাণি ॥
এ বোল স্থনিঞা ধর্ম হাসিতে লাগিল[2] ।
হাসিতে হাসিতে মুখের অম্বৃতি খসিল ॥
তিল প্রমান অমৃত উল্লুকের মুখে দিল ।
কিছু উল্লুক খাল্য কিছু সন্যেতে পড়িল ॥

১। হিরু ২। নাগিল

সর্ব্ব শপ্পি জলে তখন উছলিতে লাগিল[১]।
জলে ভরে মহাপ্রভু ভাসিতে লাগিল ॥
উল্লুকের পৃষ্ঠে গোশাঞি বশিলেন ধেয়ানে।
চোদ্দ চৌজুগ গেল গোসাঞি ব্রহ্ম গিয়ানে ॥
অষ্টনাগ[২] শ্রিজিল গোশাঞি সহস্তেক মাথা।
তবে হৈল্য মহাপ্রভু কনক পইতা ॥
কনক পইতা গোশাঞি ব্রাহ্মণে দিল।
মালা তিলক লঞা গোশা[ঞি] ভক্ত জনে দিল ॥
উর্ম্মল বস্ত্র গোশাঞি জং সন্যাসে দিল।
নবগুন পইতা গোশাঞি ব্রাহ্মণে দিল ॥
আদ্দি মাস্ত ক্রিয়া সার।
লেয় পুষ্প জল অনাদ্দি করতার ॥
॥ সর্ন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জনায় নমঃ ॥

আগমের নিন্নয়

উল্লুক বলেন গোশাঞি কহ সন্ধি বিচার।
এই প্রিথিবির মদ্ধে কেবা করতার ॥
কে সে কর্ম।
কে [চ]তুর্দ্দশ ভূবন মদ্ধে ব্যাপিত ধর্ম ॥
কে করিল খল্ল কে করিল বিহল্ল।
কে পর্ব্বত মদ্ধেতে উপজিল সল্ল ॥
কে হস্তপা। কাক মুখ গর্ভে সঞ্চিৎকায়।
পুষ্প ফুটিলে কে গন্ধ চড়ায় ॥
চন্দ্র স্থর্য্যকে কে গড়িয়া স ভাঙ্গে।
পুর নিরকে কে ভাসায় গাঙ্গে ॥
স্থরেশ্বরি গঙ্গা উপজিলা কার য়ঙ্গে।
জার্হ্নবি স্থরেশ্বরি গঙ্গা কে করিল বঙ্ক।
মেরু পর্ব্বত কে কোরিল ভিঠা।
স্থন্যে স্থল কার দিষ্ঠা ॥

১। নাগিল ২। অষ্টলাগ।

স্থন্যে আইসে কে স্থন্যে জায়।
স্থন্যে ভর করয়া কে সন্যাকে ধিয়ায়॥
বিক্ষরূপে কে ফলে ফল।
মেঘে ভর কোরয়া কে বোরিসে জল॥
ঘরে ঘরে পূজে কে পূজা লেই।
কে বলায় জগতের মাই।
এই তর্ত্ত স্থধান উল্লুক শ্রীধর্ম্মের ঠাঞি॥ ১॥
ধর্ম বলেন উল্লুক আমি করতার।
আমি সে কর্ম।
আমি চতুর্দ্দশ ভূবনমর্দ্ধে ব্যাপিত ধর্ম্ম॥
আমি কোরিল থল্ল আমি কোরিল বিহল্ল।
আমি পর্বত মর্দ্ধেতে উপজিল সল্ল॥
আমি হস্তপা। কাক মুখগর্ভে সঞ্চিৎ কায়ই
পুস্প ফুটিলে আমি গন্ধ চডাই॥
চন্দ্র সূর্য্যকে আমি গোড়িয়া স ভাঙ্গে।
পুর নিরকে আমি ভাসাই গাঙ্গে।
স্থরেশ্বরি গঙ্গা উপজিলা আমারি অঙ্গে॥
জার্নবি স্থরেশ্বরি গঙ্গা আমি কোরিল বঙ্ক।
মেরু পর্ব্বত আমি কোরিল ভিঠা।
স্থন্যে স্থল আমার দিষ্ঠা॥
স্থন্যে আসি আমি স্থন্যে জাই।
স্থন্যে ভর কোরয়া আমি স্থন্যকে ধিয়াই॥
বিক্ষ রূপে আমি ফলি ফল।
মেঘে ভর কোরয়া আমি বরসি জল॥
ঘরে ঘরে পূজি আমি পূজা লি।
আমি বলাই জগতের মাই॥
এই তত্ত স্থনে উল্লুক শ্রীধর্ম্মের ঠাঞি॥
প্রথম মুরতে গোশাঞি মিন রূপ হয়্যা।
সপ্ত সাগর নদি গোশাঞি আলেন ভূমীয়া॥

দোজ মুরুতে গোশাঞি বায়বর্ন্ন রূপ।
বাচে বাচা বাধিলে গোশাঞি বল্লুকা সমদ্র॥
তেজ মুরুতে গোশাঞি বরাহ রূপ হয়্যা।
সাতালি পর্ব্বত গোশাঞি পেলিলে টালিয়া॥
পাতালের পঙ্ক দিল মহাদেবের হস্তে।
তেত্তিষ কোটি দেবতাগণ তুলিয়া ধরিল মস্তে॥
চতুর্থ মুরুতে গোসাঞি নিশিংহরুপ।
কোপে বর্দ্ধ করিলে গোশাঞি হিরনাক্ষ ভূপ॥
দশনখ দিয়া হিরণ্যের বিদরিলে বুক।
তের্ত্তিষ কোটি দেবতার মনে বড স্থক॥
পঞ্চম মুরতে গোশাঞি বায়ন রূপ হয়্যা।
বোলির দুয়ারে ভিক্ষা মাগিলেন গিয়া॥
বলিকে ছলিয়া প্রভূ পহন্তি পাতাল।
ছয় মুরুতে গোশাঞি শ্রীরাম অবতার॥
সেতুবন্ধ বাঁধিলে গোশাঞি হনুমন্তের বলে।
রাবনেস বধ কোইলে লোক্ষির ছলে॥
চোদ্দ চৌজুগ ছিল রাবণের প্রমাঞি।
সীতাকে ছলিয়া রাবন গেলেন অল্প আই॥
সপ্তম মুরুতে গোশাঞি বলালে গোপি কান।
বিপ্রকুলে জন্মিঞা গোয়ালাকুলে নাম॥
কালিদয়ে কমল তুলিলে একসও ভার।
কংশ বোধিয়া কৈলে দেবের উর্দ্ধার॥
অষ্টম মুরুতে গোসাঞি আপনি হলধর।
পৃথিবীর মুণ্ডে গোসাঞি জুড়িলা নঙ্গল॥
মন পবনের বস গোশাঁঞি ডাক নাঞি যয়।
গঙ্গা জমুনা তারা হালে রেকে বয়॥
লয় মুরুতে গোশাঞি কলংখিনী রুপ।
কলংখ মারিয়া বুলে ঘড়ায় রায়ুত॥
ব্রহ্মা পড়েন পুথি বিষ্ণু [করে]ন ধ্যান।
ঠাকুর মহাদেব বলেন কিছু স্থনিব জ্ঞান॥

বালির ঘট পত্র কৈল প্রভু বালির মুকুতা।
ডাক দিয়া আনেন গোশাঞি জতেক দেবতা
দশ মুরুতে গোশাঞি বলালে জগর্ন্নাথ।
নিমের পৃতিম গোশাঞি স্ববর্নের তুটি হাত॥
হিন্দু মুছুলমান তোথা একছত্র করিঞা।
আপনা জানান প্রভু জানান জানিঞা॥
হাতে লিলে তির কামঠা পায় দিয়া মজা।
গোউডে বলান গিয়া ধর্ম্ম মহারাজা॥
গাইল পণ্ডিত রাম নম সপ্তশার।
মানিক পাটনে সেবা হইব তোমার॥

॥ শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমো নমঃ॥

১॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবগণে।
এক মনে স্ত ব করে দেব নিরঞ্জনে॥
কেহ ত আনলে জলে কেহ স্তব করে।
কেহ তপুস্যা কোবিল সপ্তমালের উপরে॥
কেহো তপুস্যা কোরিল তবে না ভূখিযা নির।
কেহো তপুস্যা কোরে অঙ্গ ডাহিঞা সরির॥
কার তপ নিরাহার কার পবন আহার।
হরের কঠোর তপুস্যা কোহিতে অপার॥
হেঠ মাথায় তপুস্যা করেন তৃলোচন।
দেখিতে না পাইলেন ঠাকুর নিরঞ্জন॥
ধর্ম্ম বলেন দেখা দিব কেমনে ইহায়।
উল্লুক পাত্র মোরে কহ ণা উপায়॥
উল্লুক বলেন গোশাঞি দেব করতার।
সকল গোচর প্রভু কি কহব আর॥
জদি মহাদেবে দেখা দিবে করতার।
হর বিষ্ণুরূপে হয় ধর্ম্ম অবতার॥
উল্লুকের বচনে গোশাঞি নিরঞ্জন।
গঙ্গাকে দেখা দেহ কমললোচন॥

তবে মহাদেবের সফল হবে কাম।
গঙ্গ দরসনে হবে সভার পোরিত্রান ॥
ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
হংশরথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন ॥
মহাদেব মহাদেব বোল্যা ডাকেন করতার।
গঙ্গা বলে কেবা ডাকে কোন জন বলরে ওঁঙ্কার ॥
তপস্থলে আছেন রাউ বোল্লুকার তিরে।
আমি ত কেষোরি হোঞা আছি হরের মন্দিরে ॥
ধর্ম্ম বলেন মহাদেবে কৈবে পরিচয়।
ব্রত সাঙ্গ হৈলে সর্ব্বে দিবে জয় জয় ॥
উঠিঞা ভাণ্ডাল্য গঙ্গা তেজিয়া আসন।
গোবাক্যজালার পথে দিখিলা নিরঞ্জন ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হৈল গঙ্গার ধবল আকার।
ঘুচাঞা দিলেন গঙ্গা কুঞ্জের দোয়ার ॥
লোটায়্যা ধোরিল দেবি ধর্ম্মের চরণে।
করিতে লাগিলা স্তুতি দেব নিরঞ্জনে ॥
ধর্ম্ম বলেন গঙ্গা তুমি সর্ব্বেশ্বরি।
আজি হৈতে মহাদেব তুমা বৈবেন সিরে কোরি ॥
গঙ্গা বলেন দেব কমললোচন।
জেকি হরের তরে দেহ নিরিসন ॥
গঙ্গা গামারের পেড়িআনে সিন্দুরে মণ্ডিয়া।
রাখিলা ধর্ম্মের পাদপদ্ম স্থাপনা কোরিয়া ॥
সোল সঙ্খ তুই পদ্ম নিরিসন দিলা।
নিরীশন দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
এই তুই পদ্ম মহাদেবে দিবে নিরিসন।
বোল্লুকার তীরে কোর্য্যাই ঘর ভরন ॥
তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম মরতে হবেক প্রকাস।
কহিল রামাই পণ্ডিত অনাদ্যের দাস ॥

সংজাত পদ্ধতি বা ধর্মপূজার ছড়া

ধর্ম্মধ্যান

তুমি দেব নিরঞ্জন অতি মনোহর।
কণ্ঠ[ঠা]হার দীপ্তি করে গলার উপর॥
তুমার চরণ ধ্যান করি জে আমার।
পূজা লেহ গোসাঞি দুঃখ শোক হর॥
॥ শ্রীধর্ম্মায় নমঃ॥ গা॥

ধর্ম্ম আবাহন

॥ শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ॥

উর প্রভু নিরঞ্জন স্বরূপ নারায়ন।
সর্ব্যমূরুতি নিরঞ্জন।
গোসাঞি॥ আমি কি করিব স্তব তুমার শ্রিজন সব
শ্রিষ্টি স্থিতী প্রলয় কারণ॥
কে জানে তুমার তন্ত্র নাঞি জানী বিজ মন্ত্র
নাঞি জানি করিতে আদ্দাস।
ত্রিলোক তারিতে হেলে প্রকাশিলে মোহিতলে
বারমতি পূজার প্রকাস॥
তুমার মোহিমা জত আগম পুরাণে ক্ষাত
প্রধান পুরুষ নিরাকার।
নিবেদিয়ে নিজে ধর্ম্ম সাধিলে শভার কর্ম্ম
মহিমাজে মোহিমা আপার॥
কহি য়েক নিবেদন কিছু মাত্রে আয়োজন
বারমতি কৈলাস আরম্ভন।
মন্ত্রহিন ক্রিয়াহিন কিছু না বাসিয় ভিন
পূর্ন্ন আস্থা কর নিরঞ্জন॥
সুদিষ্ট কোরিয়া মনে পূর্ণ কর নিজগুণে
নায়কের মনের বাসনা।

নিজগুণে কৃপাবান্ রামাঞি পণ্ডিৎ গান
জয় জয় দেয় সর্ব্বজনা ॥

অথ স্থাপন ডাক

কৈলাস ছাড়িয়া গোসাঞি করহ গমন।
দানপতিকে আশীর্ব্বাদ কর অনুক্ষণ ॥
তুমি সে আইলে গোসাঞি পূজাতে করি ভর
ঝাঁট করি এই স্থানে পদ্মে[১] কর ভর ॥

কেহ নাঞি করে গোসাঞি সংকল্প আবাহন।
বার ভক্ত্যা বস্যা আছে করিয়া স্মঙরণ ॥
ঝাঁট করি আইস ধর্ম্ম দেবের দেবরাজ।
দানপতির বাসনা পূর্ণ সিদ্ধি কর কাজ ॥
তবে দেব ধর্ম্মরাজ অনন্ত শয়নে[২]।
রামাঞি মুনির ডাক সুনিলা সপনে ॥
ত্রস্ত উঠিলা গোসাঞি দেব মায়াধর।
উল্লুক বাহনে আল্যা গম্ভিরা[৩] ভিতর ॥
রামাঞি ডাকিয়া গোসাঞি কহিলা বচন।
কোন কার্য্যে তুমি মোরে করিলে স্মঙরণ ॥
তবেত রামাঞি দ্বিজ চরণে পড়িয়া।
ধর্ম্মকে কহেন কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥
বার্ম্মতি গৃহভরণ মানান আছিল।
সুধিবেন দানপতি বাসনা হইল ॥
তবে দেব নারায়ণ সুনিল কথন।
সুন সুন রামাঞি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥
আমার দুয়ারে দ্বিজ ব্রাহ্মণের মানা নাঞি।
অন্নজল খায়রাইয়া সুধাহ তার ঠাঞি ॥

১। পদ্মোপরি উপবিষ্ট বুদ্ধের চিত্রানুকল্প। ২। ধর্মে বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা।
৩। চৈতন্যদেবের প্রভাব?

ব্রাহ্মণ কেবল তনু ব্রাহ্মণ ঈশ্বর।
ব্রাহ্মণের দুঃখ হল্যে কাঁপি থর থর॥
এককালে সুঞা আছি সরিরে ভকতি।
ভৃগুমুনি আস্যা মোকে মাল্য এক লাথি॥
বজ্র সরিরে বড বাজিল চরণ।
নিশাভাগে কৈলাঙ তার পদসম্বাহন॥
ব্রাহ্মণ সয়নে আছে কিছু নাঞি জানে।
ভৃগুরামের নাথি মুঞি রাখ্যাছি জতনে॥
এই দেখ নিরবধি বক্ষস্থলে আছে।
স্মঙরণ মাত্রেকে আসি থাকি তার কাছে॥
ইহাত জানিঞা মোকে না করিহ ভেদ।
প্রথমেতে বলিদান দিবে মোরে ছেদ॥
মোর নাম করি শূদ্র জত সব খায়।
পিতৃমাতৃ শ্বশুর তার ঘোব নরক পায়॥
আম্র দেখিয়া যেন খায় অতিসুখে।
চুসিতে চুসিতে যেন আঠি লাগে বুকে॥
তেমন আমার দ্রব্য লোভেতে মরণ।
সবংশে তাহারে নাশ করিজে নিধন॥
ঘরে ঘরে দেবতা হলু ভক্তি দেখিয়া।
দুই সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের লাগ[1] পাবেক বসিয়া॥
চরণে ধরিয়া রামাঞি করি নমস্কার।
উঠ উঠ রামাঞি আমার সংসার॥
ঝাঁট করি সংকল্প করাহ ভক্তগণে।
ধর্ম্মের চরণে রামাঞি মন্ত্র অধ্যয়নে॥
একে একে ভক্তগণে উত্তরি দিল কাঁন্ধে।
পূর্ণিমা পর্য্যন্ত রহিলেন সবে নির্ব্বন্ধে॥

১। নাগ

রামাঞির বাক্যে বাচা সিদ্ধ হউক।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সকল ভক্ত ডাকুক ॥
জয় জয় নিরঞ্জন দেব।
॥ ওঁ ধোঁ শ্রীধর্ম্মায় স্বাহা ॥

শতপ্রণামং সমাপ্য ॥ সত্যযুগে শ্বেতপণ্ডিত। ত্রেতাযুগে নীলপণ্ডিত। দ্বাপরে কংসারি পণ্ডিত। কলিযুগে রামাঞি পণ্ডিত।

বৌস আমিনি সত্যযুগে। বিত্র আমিনি ত্রেতাযুগে। গঙ্গা আমিনি দ্বাপর যুগে। দুর্গা আমিনি কলিযুগে ॥

সত্যে চন্দ্র কোটাল। ত্রেতায়ে হনুমান কোটাল। দ্বাপরে সূর্য্য কোটাল। কলিযুগে গরুড় কোটাল ॥

চারি দ্বারি ॥ অহক। নত্বক। সংখরি। ভীষণ। এই চারি দ্বারি ॥

॥ ইতি স্থাপনবিধিঃ সমাপ্তঃ ॥

৮। অথ মণ্ডপ-দরসনং

ধন্য ধন্য দামপতির সার্থক জিবন।
পুরি শহিৎ দেখিতে যাইলা গোশাঞের চরন ॥
বিশ্বকর্ম্মা আপনি সাজিলো ধর্ম্মের ঘর।
ফটিকের সোল স্থম্ব দৈউল ভিতর ॥
ফটিকের স্থম্ব দেখ চন্দনের রল্লা।
উনকোটি শিবলিঙ্গ দেখ বায়ন্ন কোটি তারা ॥
কমল আসনে পদ্দ দেখহ নিরঞ্জন।
কুর্ম্মের পিঠে পাদপদ্ম করিল স্থাপন ॥
বাসুকি নাগ দেখ আস্তের উল্লুক।
বামে দেখ পার্ব্বতি গোসাঞের সম্মুখ[১] ॥
হংশ বাহনে ব্রহ্মা গোড়ুড়ে নারায়ন।
বৃষ বাহনে শিব দেখ ত্রিলোচন ॥
ঐরাবতে ইন্দ্র দেখহ সুরেশ্বর।
মনুষ্যবাহনে কুবের ধনের ইশ্বর ॥

১। সনমুখ

পুবে দেখ ভানু পচ্ছিমে দেখ চাঁদ।
উর্ত্তরে গোড়ুড় দক্ষিণে হনুমান॥
সিংহ বাহনে দুর্গা কার্ত্তিক গণপতি।
দশ দিকপাল দেখ বার আদির্ত্তি॥
নিলাম্বব[১] নাগ[২] দেখ লল চাকবক[৩]।
সর্ন্য ভাবিয়া ধর্ম্ম আছেন নিল্লক[৪]॥
রামাঞি পণ্ডিত কহে স্থন করতার।
গাজন সহিতে দেহ জয় জয়কার॥

অথ টিকাপাবন

অতি পরিচয় প্রভূর ভাঙ্গিল ধিয়ান।
টিকাপাবন সভে কর অবধান॥
সত্যযুগে॥ সনি বার ব্রত করিল বল্লুকাব তীরে।
ব্রহ্মা হরিহর আছেন প্রভূর বরাবরে॥
সাটি সহশ্র ঋষি আছেন জত সকল মুনি।
চারি ঘাট দাসী আছেন চারি বাহিনী॥
চারি দ্বারে চারি পণ্ডিত চারি কোটাল।
আলম চাঁদোয়া ধুতি উড়ে বাহু আল॥
নীর ক্ষীর মধু ঘৃত পূর্ণ ভরিয়া সব বাটী।
একমনে পূজহ ঠাকুর জুগপতি॥
এককালে বল্লুকায় করিল এ গৃহভরন্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুভক্ত্যা সকল দেবগন্॥
বালির মুকুতা করিল ছায়া জে মণ্ডপে।
করেন ধর্ম্মের পুজা ত্রিভুবন লোকে॥
ধ্যান করি রহিলা সকল দেবগণ।
পণ্ডিৎ রামাঞি করেন নিয়মপাবন॥

১। লিলাম্বর   ২। লাগ
৩। ললজাক বক। আমাদের প্রদত্ত পাঠের অর্থ লল—লোল (চঞ্চল), চাকবক—চক্রবাক
৪। নিল্লক—নিরালোক (প্রকাশশূন্য)।

বিষ্ণু বলেন ইহা ব্রহ্মার পাসে।
চন্দন নাহিক প্রভূকে গন্ধ দিব কিসে ॥
এতেক স্তনিয়া ব্রহ্মা কচে হস্ত দিল।
একগাছি চিকুর তাহাতে খসিয়া আইল ॥
বাম হস্তে করি দুরে ফেলে পিতামহে।
মলয়জ বলি তরু উপজিল তাহে॥
এক পাসে হল্য আগর কুঙ্কুম কস্তুরি।
সিতল দেখিয়া পবন রহিলা সেই পুরি ॥
সেই চন্দনে পুজিব ঠাকুর নিরঞ্জন।
এমন বলিল ব্রহ্মা দেব নারায়ন ॥
তিন খুরা করিয়া নির্ম্মান কৈল পেড়ি।
চন্দন ঘসিতে গন্ধেশ্বরী আইল্যা তড়বড়ি ॥
তেত্তিষ কোটি তীর্থ আইলা প্রভুর গাজনে।
আনন্দে ঘষিয়া চন্দন দিব নিরঞ্জনে ॥
তেত্তিষ কোটি দেবগণে গোশাঞির চন্দন ঘুরি।
জাতে উপজিল চন্দন সেই মলয় গিরি ॥
সকল তীর্থের জল করিয়া এক স্থানে।
সকল তীর্থের জলে ঘুরিল চন্দনে ॥
ঘুরিল চন্দন শ্রীধর্ম্মকে দিব আগে।
সর্ব্বেশ্বর রাজা আর বিপ্রকুল ভাগে ॥
মান অভিমান আছয়ে তাহাথে।
ধর্ম্মের প্রশাদি টিকা দিব সভার মাথে ॥
কহিল পণ্ডিত রাম নম সতবার।
ধর্ম্মের গাজনে পড়ে জয় জয়কার ॥ ০ ॥
বোম্মা য়োহে দানপতি পবিত্র কোরি টিকা।
জাহাতে শিবের প্রিয়া হইলা অম্বিক্যা ॥
পাশানে রোচি রোচি পেঁড়ি বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান।
তিন খুরা কুর্ম্মপিষ্ঠ সান্তপ্রমান ॥
মলঅঙ্গ কাষ্ঠ আনি পবননন্দন।
গঙ্গা আনিঞা দিল সাগর জিবন ॥

চতুর্দ্দিগে বেষ্টি বেষ্টি জতেক দেবগন।
মর্দ্ধে চন্দন ঘুরেন চারি জন॥
বোষুয়া চোরিএ গঙ্গা আপণি পার্ব্বতি।
জয় জয় জয়র্দ্ধণি পড়ে দিবারাতী॥
বোত্তিষ আলম সঙ্গে অপর উল্লুক
নানা বাদ্য মোহর্চ্ছব সভায়ে বোল্লুক॥
খুরি বাটি পুরিয়া জে টীকা কৈলাঙ সার।
টিকাপাবনে পড়ে জয় জয়কার॥
নিয়ম টিকার বয় জতত্তুর জায়।
দসবিধ পাপ সব তুরেতে পালায়॥
আনামিকা অঙ্গুলে টিকা কর স্বুরঞ্জিত।
অগোর চন্দন তাহে করহ মিশ্রিত॥
টিকা নঞা পুজা কর দেব নিরঞ্জন।
টিকাতে অঙ্গেব পাপ কিছুই না বন॥
ধর্ম্মের গাজনে টিকা পাবন বিস্তার।
গ্রহন করিলে টিকা সম্পত্তি সঞ্চার॥
সাংস্বর ভোকিত্যা তুমুরা পুজ নিরঞ্জন।
টিকা পাবন রামাঞি কৈল বিরোচন॥ ০॥
সত্যযুগে সনিবার ব্রত করিল
বোল্লুকা নদির তিরে।
ব্রহ্মা হরিহর বসিলেন প্রভূর বরাবরে॥
সোলো সয় গতী বসিলেন সাটি হাজার মনি।
চারি ঘ+দাসি বসিলেন চারি যামিনি॥
চারী দ্বারে চারি পণ্ডিৎ এ চারি কোটাল।
আলম চাঁহুয়া ধুতি বেষ্টিৎ বনমাল॥
নির খির মধু পুন্নিত বাটি বাটি।
একভাবে পূজিতে বসিলা জুগপতি॥
ধ্যান ধর্য়া বোষিলেন জতেক দেবগন।
পণ্ডিত রামাঞি করেন টিকাপাবন॥

তন খুরা চারি জুগে বিষাই
নির্ম্মাইলা পেড়ি।
ছত্তিষ কোটি দেবতা মেলিয়া গোসাঞির
চন্দন ঘুরি ॥
ধন্য গিরি মলয়া হইতে হনু জগাল্য চন্দন।
সেই চন্দনে পুজিব ঠাকুর নিরঞ্জন ॥
গঙ্গামীর্ত্তিকা জল আনিলা সেই স্থানে।
একে একে তির্থের জল আনিলা হনুমানে ॥
আদিগ্রান্তি ব্রহ্মগ্রান্তি শিবগ্রান্তি মূলে।
বোত্তিষ শঙ্খ ফুকরন্তি বল্লুকা নদির কুলে ॥
অষ্ট গ্রান্তি শোলো শঙ্খি বাহার্ত্তোর কোঠা।
নিয়ম লাগে ধর্ম্মের ঘরে[১] তাম্ব্র আঁগঠা ॥
আর্দ্ধে উর্দ্ধে শারিল টিকা আপন হাথে
গত্তির মাথে।
রামাঞি পণ্ডিতের টিকা তুলে দিব
সভাকার মাথে ॥
আপাবন টিকাপাবন করি শার।
টিকাপাবন করিতে পড়ে জয় জয়কার ॥
মলয়জ কাষ্ঠ আন সারিন বটিকা।
হরশিতে পুজিব শ্রীধর্ম্মের পাদুকা ॥
তিন খুরা চারি জুগে পেঁড়ির নির্ম্মান।
বিষাই নির্মিত পেঁড়ি হনুয়ে জগান ॥
গঙ্গামৃত্তিকা জল করিয়া এক স্থানে।
চন্দন ঘষেন গঙ্গা হয়্যা একমনে ॥
গঙ্গা যমুনা আসিয়াছেন হয়্যা একমেলি।
সরজু শারদা আল্যা করি নানা কেলি ॥
গোমতি গণ্ডকী আইলা আর বেগবতি।
মন্দাকীনি ভোগবতি আইলা তুরিতি ॥

১। যার

গোদাবরী চাঁপাই আর মধুবতি।
বিন্দুনদী রেখানদী আইলা সাবিত্রী ॥
নর্ম্মদা সাবর্ণি আইলা আর বৈতরণী।
বিমলা চঞ্চলা নদী আইলা মোহিনী ॥
কৌশিকী কৌমদি নদী করিয়া যুগতি।
কর্ম্মণাশা করতোয়া আইলা তুরিতি ॥
দামোদর বাঁকামর হইয়া একধারা।
ক্ষীরনদী শোন নদ আইলা ধর্ম্মের দেহারা ॥
জয়নদী মহানদী আইলা কুতুহলে।
কুমিরা কাল্যাই আইলা তাহার মিসালে ॥
সকল তীর্থের জল করি এক স্থানে।
চন্দন ঘষিলা গঙ্গা হরসিত মনে ॥
ঘুরিল চন্দন শ্রীধর্ম্মকে দিব আগে।
সর্ব্বেশ্বরো রাজা আর জত বিপ্রভাগে ॥
মান অভিমান জত আছে তাথে।
ধর্ম্মের প্রসাদ টিকা দিব সভাকার মাথে ॥
কহিল পণ্ডিতরাম নম সতবার।
ধর্ম্মের গাজনে পড়ে জয় জয়কার ॥

পুষ্পপাবন

আদ্যের পুষ্পগাছি নাঞি তার পাত।
আপনি নিরঞ্জন তাহে দিলা পদ্মহাথ ॥
সহস্র বাখুড়ি পদ্ম হইল শতদল।
আপনি রহিলা প্রভু কমল ভিতর ॥
কমলের সন্ধি আছে চৌদিগে ঝারা।
হেন পুষ্প ফুটিয়াছে জেন দেখি তারা ॥
আছিলেন ব্রাহ্মন মহাদেব হইলেন মালি।
পুষ্প তুলিতে গেলা কৈলাস মালঞ্চ বাড়ি

মনেতে ভাবিয়া তবে কহে পুরন্দর।
পুষ্প তুলিব কিশে স্থন মায়াধর ॥
প্রভু বলেন বিশ্বকর্ম্মা ভোগের পান খায়।
পুষ্প তুলিতে সাজি গডিয়া জগায় ॥
হাথে গুয়া নিল বিশাই শিরে বন্দে পান।
আডতি[১] আঙ্কিল[২] বিষাই প্রভুর বিগুমান ॥
ধ্যানে বসিলা বিশাই জ্ঞানে নাই টুটে।
বিশায়ের মন্ত্রের তেজে সাজি সেই খনে উঠে ॥
সাজি দেখিয়া তবে আনন্দিত মন।
হর্ষ হঞা মালঞ্চে করিল গমন ॥
সোনার আঁকুড়ি নিল রুপার লিল সাজি।
বাছিয়া তুলিব পুষ্প জত পাব আজি ॥
কুন্দ সিউলি[৩] তুলে মল্লিকা কডার।
পুষ্প তুলেন শিব ভাবি নিরাকার ॥
সেপতি মালতি তুলে কুসুর কাঞ্চন।
বাস্কনা ফুল তুলে আর জে রাঙ্গন ॥
অখণ্ড তুলসী দূর্ব্বা চম্পা নাগেশ্বর।
সুগন্ধি মরুয়া ভোচা ওড টগর ॥
শ্যামলতা পুষ্প তুলে আর সব্বজয়া।
বাগণখি পুষ্প তুলে বড দুঃখ পায়্যা ॥
আউচ আঁগার্য্যা তুলে করি নানা ছন্দ।
কুডচি পুষ্প তুলে মনেতে আনন্দ ॥
সুন্দি সালুক তুলে আর জে পারুল।
কিয়া কেতকী তুলে আর কালা ফুল ॥
অপরা পুষ্প তুলে মনের পিরিত।
কেশ(র) পলাশ তুলে মনে হরসিত ॥

১। আড়তি—আকার। মূল আড়া।
'হাসি হাসি মুখখানি অপরূপ আড়া'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

২। আঙ্কিল।

৩। শিউলি।

শ্রীফল পুষ্প তুলে আর জে ধুতুরা।
পদ্ম তুলিয়া শিব করিলেন সারা॥
তুলসী দূর্ব্বা তুলিয়া পূজিব মায়াধর।
পুষ্প তুলিয়া শিব চলিলা সত্বর॥
পুষ্প তুলিয়া শিব করিলেন সারা।
বার ফুলে সাজাইল নবরঙ্গ ঝারা॥
পুষ্প লঞা[১] জোগাইল প্রভুর বিদ্যমানে।
পুষ্প শোধন করে পণ্ডিত মন্ত্র আবাহনে॥
তুলিয়া পুষ্প তাহে গাঁথিলেন হার।
এই পুষ্পে পূজিব ঠাকুর নিরাকার॥
রামাঞি পণ্ডিৎ কহে ভাবি যুগপতি।
অধমেতে নিত্যজ্ঞান ধর্ম্মপদে মতি॥০॥
আদ্যের পুষ্পগাছি নাঞি তার পাত।
আপনি নিরঞ্জন দিলেন পদ্মহাত॥
সহস্র বাখড়ি পদ্ম হইল্যা সতদল।
আপনি রহিল্যা প্রভূ কমল ভিতর॥
কমলের শব্দি য়াছে চৌদিগে ঝারা।
হেন পুষ্প ফুটিল প্রভূর অপস্তিপ হরা॥
আছিলা ব্রাহ্মন মহাদেব হইলেন মালি।
পুষ্প তুলিতে গেলেন কৈলাস মালঞ্চের বাড়ি॥
সনার আঁকুড়ি লিল রুপার লিল সাজি।
বাছিয়া তুলেন পুষ্প জত সব আদি॥
তুলিতে লাগিলা পুষ্প বোকুল রঞ্জিত।
কেশ পলাস তুলে হয়্যা হরশিত॥
কুন্দ সিঅলি[২] মল্লিকা আঙলা তুলান[৩] রাঙ্গন।
বসন্তমোল্লিকা দনার পারুল কাঞ্চন॥

১। নঞা।

২। লিঅলি।

৩। তুলাল।

অশক কিংশক ঝিটি কিয়া কবিদার।
বাসকনা কোকনদ ভৈরব কল্লার॥
ভূঞিচাঁম্পা হলকশি তমাল সপ্তলা।
কুষদ কুমুদ তিলা কুটজ পাটলা॥
আউচ সিফল কালা পূর্ণ অজগর।
সেতরক্ত করবীর ছুআ নাগেশ্বর॥
লবঙ্গ মাধবিলতা রক্ত সতদল।
মকরা বাসুকি জয়া কনগুযুগল॥
লোহিত মল্লিকা দনার লাল[1] নিল[2] ঝিটি।
তোদতিলা আতইচ[3] কদম্ব দুবটি॥
সমলা অপরাজিতা সিয়লি অতশি।
বান্ধলি মল্লার আর ধুতুরার[4] রাশি॥
সতদল করবির কনক কেতকি।
সূর্য্যমনি শনা মদার বির্ব্বহতুকি[5]॥
অপামাগ্র জটা চন্দ্রমল্লিকা সোভন।
সেবতি মালতি জুঞি কোনোর কাঞ্চন॥
অখণ্ড তুলসী দূর্ব্বা চাম্পা নাগেশ্বর।
সুগন্ধি মরুয়া ভোচা যোড় টগর॥
পুষ্প তুল্যা মহাদেব করিলেন সারা।
সত ফুলে শাজাইল নবরঙ্গ ঝারা॥
পুষ্প লঞা[6] জগাইল গোশাঞির স্থানে।
পুষ্প শোধন কর পণ্ডিত মন্ত্র আবাহনে॥
ইথের মর্দ্ধে কন ফুল শার।
বার ফুল বাছিয়া করিল সার॥
এক ফুলে কি হইল?
সত্ব রজ তম ত্রিগন শ্রিজিল॥

১। শাল। ২। লিল। ৩। তোদতিলা আতইচ=অঙ্কুশাকার তিল ও আতা ফুল?
৪। ধুত্তবার। ৫। সদারবির্ব্বহত্তকি। বির্ব্বহতুকি=বিল্বহরিতকি? শনা মদার=স্বর্ণমন্দার।
৬। নঞা।

সেই ফুলে ধর্ম্মের পূজন করিল।
থাকিল ধর্ম্মের এক ফুল হইল দুফুল ॥
দুফুলে কি হইছিল?
দুতিয়ার চন্দ্র স্ত্রীপুরুষ বলিয়ে শ্রীজন করিল।
সেই ফুলে ধর্ম্মের পূজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের দুই ফুল হইল তিন ফুল ॥
তিন ফুলে কি হইছিল?
ডেকনা[১] নামে পৃথিবি বলিএে শ্রীজন করিল।
সেই ফুলে ধর্ম্মের পূজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের তিন ফুল হইল চারি ফুল ॥
চারি ফুলে কি হইছিল?
কপিলার চারি বাঁট উর্ত্তর দক্ষিন
পুর্ব্বপশ্চিম বলিএে শ্রীজন কবিল।
সেই ফুলে ধর্ম্মেব পূজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের চাবি ফুল হইল পাঁচ ফুল।
পাঁচ ফুলে কি হইছিল?
পাঁচ পাণ্ডব ভিম অর্জ্জুন নকুল সহদেব
জুধিষ্টির বলিয়া শ্রিজন করিল।
সেই ফুলে ধর্ম্মের পূজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের পাঁচ ফুল হইল ছ ফুল।
ছ ফুলে কি হইছিল?
ছড়সিনী নামে ভোজন হইল।
সেই ফুলে ধর্ম্মের পূজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের ছ ফুল হইল সাত ফুল।
সাত ফুলে কি হইছিল?
সাত তাল নামে পর্ব্বত বলিএে শ্রিজন করিল
সেই ফুলে ধর্ম্মের পূজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের সাত ফুল হইল আট ফুল।
আট ফুলে কি হইছিল?

১। ভেকনা। তেকনা? (ত্রিকোণ)। ডেকরা=বৃদ্ধা।

আট বাউল চণ্ডি নবিদুর্গা[1] বলিঞা শ্রীজন করিল।
সেই ফুলে ধর্ম্মের পূজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের আট ফুল হইল ন[2] ফুল।
ন[3] ফুলে কি হইছিল ?
ব্রাহ্মনকে নব[4]গুন পইতা দিল।
সেই ফুলে ধর্ম্মের পূজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের ন[5] ফুল হইল দশ ফুল ॥
দস ফুলে কি হইছিল ?
রাবণের দশ মুণ্ড বিষ বাহু শ্রিজন করিল।
সেই ফুলে ধর্ম্মের পুজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের দস ফুল হইল এগার ফুল ॥
এগার ফুলে কি হইছিল ?
একাদসি নামে ব্রত শ্রিজন করিল।
সেই ফুলে ধর্ম্মের পুজন করিল ॥
থাকিল ধর্ম্মের এগার ফুল হইল বার ফুল ॥
বার ফুলে কি হইছিল ?

বার ছাগ হইছিল। বার পাট হইছিল। বার দুর্ব্বা হইছিল। বার গুবাক হইছিল। বার তণ্ডুল হইছিল। বার উর্ত্তরী হইছিল। বার ভক্তা হইছিল। বারমতি নামে গ্রীহভরন হইছিল।

তুলিল পুষ্প গাঁথিল হার।
পুষ্প পাবন করিতে পড়ে জয় জয়কার ॥

পুষ্প-সোধন

পুষ্পপানি বরজাতানি। স্তিরিতা সর্ব্বদেবতা পুষ্পসোধন সদা স্থচি বনস্পতি বিদ্মমহি তুলসায় ধীমহি তন্নো পুষ্প প্রচোদয়াৎ ॥

১। লবি দুর্গা। নবিদুর্গা=নবদুর্গা।
২। ল ফুল=ন ফুল।
৩।৪।৫। ন।

অথ চনাপাবন

সুবর্ন্ন থলাতে আমিনি চনাত ভাজিয়া।
অষ্ট কলাই তণ্ডূল তায় দিল মিশাইয়া ॥
পশ্চিম দুয়ারে আছে বসুআ আমিনি।
চলিল ধর্ম্মের ঘরে জয়জয়ধ্বনি ॥
চারি সয় গতি সঙ্গে বসুআর গমন।
ধর্ম্মের ঘরেতে গিয়া দিলা দরসন ॥
চারি সয় গতি আইলা জয় জয় দিয়া।
সেতাই পণ্ডিত চনা দিল উছর্গিয়া॥ ১ ॥
রজতের থলাতে আমিনি চনা ত ভাজিয়া।
অষ্টকলাই তণ্ডূল তায় দিল মিষাইয়া ॥
দক্ষিণ দুআরে আছে চরিত্র আমিনি।
চলিল ধর্ম্মের ঘরে জয়জয়র্দ্ধনি ॥
অষ্ট সয় গতি শঙ্গে চরিত্রার গমন।
ধর্ম্মের ঘরেতে গীয়া দিল দরসন ॥
অষ্ঠসয় গতি আইল জয় জয় দিয়া।
নিলাই পণ্ডিত চনা দিল উর্চ্ছগিয়া ॥ ২ ॥
তাম্ব্রের থলাতে আমিনি চনা ত ভাজিয়া।
অষ্টকলাই তণ্ডূল তায় দিল মিষাইরা ॥
উদয় দুয়ারে আছে গঙ্গা আমিনি।
চলিল ধর্ম্মের ঘরে জয়জয়র্দ্ধনি ॥
বারসয় গতিসঙ্গে গঙ্গার গমন।
ধর্ম্মের ঘরেতে গিয়া দিল দরসন ॥
বারসয় গতি আইল জয় জয় দিয়া।
কংশাই পণ্ডিত চনা দিল উর্চ্ছর্গিয়া ॥ ৩ ॥
মৃত্তিকার থলাতে আমিনি চনা ত ভাজিয়া।
অষ্টকলাই তণ্ডূল তায় দিল মিষায়িয়া
গাজন দুয়ারে আছেন দুর্গা আমিনী।
চলিল ধর্ম্মের ঘরে জয়জয়র্দ্ধনী ॥

সোলসয় গতি সঙ্গে দুর্গার গমন।
ধর্ম্মের ঘরেতে গিয়া দিল দরসন ॥
সোলসয় গতি যাইল[১] জয় জয় দিয়া।
রামাঞি পণ্ডিত চনা দিল উর্দ্ধগিয়া ॥
গাইল পণ্ডিৎ রাম চনাপাবন সার।
ধর্ম্মের গাজনে দেয় জয়জয়কার ॥

অথ রথসাজন

অশোক পলাশ গোসাঞি মহুলের পাত।
স্নান সন্ধ্যা করেন গোসাঞি চম্পানদীর ঘাট ॥
উদয় করিলা প্রভু সপ্ত সমুদ্রের পার।
প্রভুর রথে সিন্দূর লাগে[২] নবলক্ষ ভার ॥
হিরা নিলা প্রবাল লাগে[৩] মুক্তা মণি[৪]।
হেন রথে উদয় করেন প্রভু দেব চক্রপাণি ॥
ধবলবর্ণে সপ্ত ঘোড়া সূর্য্যের রথ বহে।
কনকরচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
ষোল ফুলে গোসাঞির সাজিল রথখান।
কোন কোন শোল ফুল বিপ্র তাহার সুন নাম
কেয়া কেতকী পালিধা মন্দার[৫]।
অশোক কিংশোক চাঁপা নাগেশ্বর আর ॥
ওড় টগর আর কস্তুর কাঞ্চনপুষ্প পারিজাত।
অখণ্ড দূর্ব্বা কালাতুলসীর পাত ॥
শ্বেত উৎপল পুষ্প পুরাণে বাখানি।
হেন রথ সাজিয়া দিল অরুণ সাহিনী ॥

১। যাইল।
২, ৩। নাগে।
৪। মুক্তমণি।
৫। পালিধামন্দার।

স্ববর্ণের বেদি শোভা করে রথের উপর।
হেন রথে উদয় প্রভু ভানু ভাস্কর॥
সোল পাত্র ধরিল গোশাঞির রথের সিকল।
বার আদিত্য তবে বসিলা থরে থর॥
কনকপদ্মের মালা প্রভুর অঙ্গে শোভা করে।
আপনে ইন্দ্ররাজ তুলিয়া ছত্র ধরে॥
জোড়হাথে প্রভুকে পাত্র করেন গোচর।
সকল জীবজন্তুর গোসাঞির চিন্তা কর॥
অধনিকে ধন দিহ গোসাঞি অপুত্রকে পুত্র দান।
রাজপুত্রকে রাজ্য দেহ গোশাঞি ব্রাহ্মণে বিদ্যাদান॥
আর্দ্দাস করেন পাত্র জুড়ি ছুই হাথ।
উদয় করিল প্রভু চিন্তামণি নাথ॥
কেহো বলে নিকট কেহো বলে দূর।
ভাবিয়া না পায় জারে দেবতা অসুর॥
হাথে অর্ঘ্য করিয়া দানপতি সূর্য্যপানে চাহে।
সপ্তঘোড়া রথ গোশাঞির অন্তরীক্ষে বহে॥
সূর্য্যাষ্টক কহিল পণ্ডিত সূর্য্য আবাহন।
আসা পুরিয়া বর দিবেন বিরিঞ্চি নারায়ণ॥

অথ দিগডাক

শ্রীদেবনিরঞ্জন নৈরাকার॥ সর্গ মত্ত্য[1] পাতাল মদ্ধো, চতুর্দ্দিগ পূর্ব্ব পচ্ছিম উত্তর দক্ষিন্ চণ্ডিয়ান উড়িয়ান অগ্নি ইশান আদ্ধে যুদ্ধে সর্ব্ব উদ্ধমধ্যে গঙ্গার দুইকূল রুহা সহস্রকোটি সাটিসহস্র কোটি[2] সাটিসহস্র পাড়ার মদ্ধে শ্রীবর্দ্দমান। পূর্ব্বচক্র আড়াই পশ্চিমচক্র আড়াই উত্তরচক্র আড়াই দক্ষিণচক্র আড়াই জম্বুদ্বিপ ভৈরবদ্বিপ সাকদ্বিপ সাল্মলিদ্বিপ সেতদ্বিপ কুশদ্বিপ ক্রোঞ্চদ্বিপ সিংহলদ্বিপ মানিকদ্বিপ উত্তরদ্বেষ বঙ্গদ্বেষ মঘদদ্বেষ গান্ধারিদ্বেষ স্বালক্ষ উড়ুষ্যা বত্তিষ লক্ষ গৌউড[3] তেত্তিষ লক্ষ কল্লোরি নব লক্ষ বঙ্গ চোদ্দ লক্ষ

১। মত্যা। ২। সাটিসহস্রকোটি ৩। গৌডউ।

সুরঙ্গ কত জাঙ্গিকায়া পাটলিবঙ্গপুর গোরক্ষপুর নর্মদার দুই কুল খড়িখাগড়ি জলার চারি কান্দার মাণিক্যদণ্ড চক্র আড়াই নব লক্ষ বেতা বাল্যাবাগন পাড়ার মধ্যে শ্রীমর্দ্দমান। হাকণ্ড ডিরইত তামলুক ব্রজ্র মহাকাল খেল খেচঙ্গ বঙ্গ নিবঙ্গ ছোট ভোট বড় ভোট বড়গ্রাম ডিল্লি কানড়া খাগড়া খাপর। কনকনবাট মহাবাট গুজরাটি বিক্রমপুর ছোট বড় ভেট বড়গ্রাম লাঙ্গলা চৌলাঙ্গলা শ্বালক্ষ পর্ব্বত পাহাড় তল সুতল তলাতল গান্ধারী মথুরাপুরি হেমকেদার বুধকেদার লেশকেদার কেশকেদার নেপাল পশুপতি হর মে পাপং গোদাবরি নারঙ্গনি দেবগিরি অস্তগিরি রাইপুর রাডের মধ্যে তিন মণ্ডল। নঙ্কা আউনঙ্কা লঙ্গ বিলঙ্গ চলনাপাট সিন্ধুরাট কাঙুরদেষ উত্তরমধ্যে কে আছে রাহুলের সেবাই সেবা করহ। সূর্য্যভক্ত ঈশ্বরভক্ত মন্দিরভক্ত নানাপাল্যা জাতি সতি সন্যাসি দেবদাসি দেব্বি পুত্র ছত্রিশ বর্ণ সাঙ্গোই অতির্থ তির্থ গণ গর্ব্বিত গত অনুগত ভোগবটু ভোগাধিকারি সাঙ্গরাজা নারদভট্ট দেযুল্যা রাণা মসাল বালাভক্ত্যা সাস্তি দীর্ঘই সর্ব্ব চালস পাটসাঙ্গো দণ্ডসাঙ্গই মেনিপাত্র অলাচিপাত্র গন্ধপাত্র ধুপপাত্র ক্ষিরহরি জলসাভট্ট ধূলীশাভট্ট ভাণ্ডারী ভাণ্ডারলেখোগী চঙরিয়া চঙরলেখোগী কাতাইত ঘুড়াইত রামঘুড়াইত খেটির্য্যা উগরাচোহান বাহিরবিল্লার পড়িহার দেউত নিমিত্ত গায়েন বায়েন মহারাণা সাতুল্যা দ্বারি দ্বারপালক হনুমন্ত কোটাল। শ্রীশ্রীগোশ্বাঞ্ঞির স্থানকে নবদণ্ডের আগুশার। কন কন দণ্ড কালদণ্ড বেকালদণ্ড উদ্ধদণ্ড ছায়াদণ্ড বরুণদণ্ড সেতদণ্ড কনকদণ্ড নলদণ্ড নীলদণ্ড এতে নবদণ্ডের আগুশার।

অথ মনুঞ্ঞি

পাটভক্তা চক্ষে বস্ত্রমাচ্ছাদ্য জুগহস্তে মৌক্তিকতণ্ডুলং গুবাকতাম্বুলসহিতং নিত্বা ভূমৌ স্থাপয়েৎ।

কেহত আলে জলে ইতি স্তব॥ অস্ত পরে পাটভক্তা সরাত্রিং গৃহং ত্যজেৎ॥ ইতি॥ ইতিহাস দ্বারভেটা॥

মন্নুঞ্ঞিকর ধর্ম্ম হে দেবের দেবরাজ গোশাঞ্ঞি করতার।
এ তিন্ ভুবন জিনী র্রার্য্য তোমার॥

পশ্চিম দুআরে আছে পণ্ডিত সেতাই।
চিনি দিল উপহার চিন্ত গোশাঞি॥
আতপতণ্ডুল দিল কঞ্চ কদ্দদ।
চিনী চাঁপার কলা অতী মধুর॥
চিনী চাঁপার কলাই খণ্ড শঙ্কর॥
কেশূর্য্যার মূল দিল উডি পানি ফল।
অমৃত গুটিকা দিল গঙ্গার জল।
ভোজন করিলা প্রভু হয়্যা কুতুহল॥
দক্ষিণ দুয়ারে আছে পণ্ডিত নিলাই।
ভৃঙ্গারে জল দিল অনাদ্যের ঠাঞি॥
রত্ন সিংহাসনে দিল সুগন্ধি চন্দন।
সঅন করিতে প্রভু করিলী গমন॥
রত্ন শিংহাসনে ধর্ম্ম ডালিলেন গা।
চারি আমিনি জেই সেত চামবের বা।
চারিদিগে রহিলেন চারি মহারতি।
মর্দ্ধখানে রহিলেন জুগের জুগপতি॥
ইযব প্রবন্ধ জে পণ্ডিত রামে গায়।
ভক্ত লাঅেকে ধর্ম্ম হবে বর দায়॥

অথ দ্বারভেট

পাটভক্তা তণ্ডুলোপরি পঞ্চমালিকং দত্তা বস্ত্রমাচ্ছাদ্যসিরসী কৃত্বা সাংগুর ভক্তাদয় [ঃ] সর্ব্বে বাদ্য-কোলাহলং কৃত্বা ধর্ম্মালয়ং গচ্ছতি।

ব্রূয়াৎ। জোহার।
ধর্ম্মাধিকারী প্রত্যুত্তর।
হাত পা হোক লুহার।
সত্রু জাক্ খোয়ার।

বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ।
কন্ মূর্ত্তি ধ্যান কর কন্ দেবে পূজ॥

কন মুখে পূজা কর কন বেদ পড়।
সিগ্রগতি কহিল্যাম চাতুরালি ছাড় ॥
কোথা পালে তাম্ব্র বালা কেবা দিল করে।
কিরূপে জন্মিল তামা কহনা আমারে ॥

প্রত্যুর্ত্তর।

বাড়ি মোর বল্লুকার।
পূজি শ্রী নৈরাকার ॥
স্নন্য মূর্ত্তি ধ্যান করি।
সাকার মূর্ত্তি ভজি ॥

পূর্ব্বমুখে পূজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি।
সিগ্রগতি কহিলাঙ্ চাতুরালি ছাড়ি ॥
বিশ্বকর্ম্মা এই তাম্ব্র করিল নির্ম্মান।
এ কথা কহিলাঙ্ আমি তব বিগুমান ॥

প্রঃ। স্নন স্নন পণ্ডিত তোমাস্থের দেউল্যার বাট।
কত সন্ধি কত কপাট ॥
কত রত্ন জলে।
কত সেবাই সেবা করে ॥

প্রত্যুর্ত্তর। স্নন ২ পণ্ডিত আমাস্থের দেউল্যার বাট।
সোল সন্ধি দশ কপাট ॥
নব[১] রত্ন জলে।
অসংক্ষক সেবাই সেবা করে ॥

প্রঃ জত্র জিব তত্র শিব শিব প্রতি ঘটে।
শিবলিঙ্গ মাথায় কর্য়া আনে কোন পথে ॥

উঃ। জত্র জিব তত্র শিব শিব প্রতি ঘটে।
শিবলিঙ্গ মাথায় কর্য়া আল্যাম অেই পথে ॥

প্রঃ। দে নাঞি দেহারা ণাঞি চালে নাঞি খড়।
গম্ভিরায় ধর্ম্ম ণাঞি কাথে করিবে গড় ॥

উঃ। দে আছে দেহারা আছে চালে আছে খড়।
গম্ভিরায় ধর্ম্ম আছেন তাঁথে করিব গড় ॥

১। নব।

প্রঃ। সন্যাসি বলায় তোমরা সঙ্গে কর স্থিতি।
কেবা দিল পাটা ফঁটা কেবা দিল ধুতি॥
উঃ। সন্যাসি বলাই আমরা সঙ্গে করি স্থিতি।
ধর্ম্ম দিলেন পাটা ফোঁটা দানপতি দিলেন ধুতি॥
প্রঃ। সন্যাসি বলায় তুমুরা সন্যাসির বালা।
কার পূজা কর‍্যা খায় আলচালু কলা॥
কার হুকুমে খায় চারিখানি গ্রাম।
মরা কাষ্ঠে ফুল ফুটে তার কয় নাম॥
উঃ। সন্যাসি বলাই স্থন সন্যাসির বালা।
ধর্ম্মপূজা কর‍্যা খাই আলচালু কলা॥
বাজার হুকুমে খাই চারিখানি গ্রাম।
মরা কাষ্ঠে ফুল ফুটে সলা তার নাম॥
প্রঃ। (উ)। জল সাপুট খেলায় তুমুরা জলের কহ নাম।
কোন জলে তুষ্ট তুমার কৃষ্ণ বলরাম॥
কোন জলে তুষ্ট তুমার অমর নগর।
কোন জলে তুষ্ট তুমার দেব মায়াধর॥
উঃ। জল সাপট খেলাই আমরা জলের কোই নাম।
ইন্দ্রজলে তুষ্ট আমার কৃষ্ণ বলরাম॥
ইন্দ্রজলে তুষ্ট আমার অমর নগর।
ইন্দ্রজলে তুষ্ট আমার দেব মায়াধর॥
প্রঃ। সন্যাসি বলায় তুমুরা হাতে চৌষাট।
নাচিতে আইলে তোমার দুয়ারে কপাট॥
উঃ। সন্যাসি বলাই মোরা হাতে চৌষাট।
নাচিতে আইলাঙ খুল্যা দ্বারের কপাট॥
প্রঃ। তাঁত্যেতে ফুড়িল তুলা তাঁতি ভাতাইল মাড়ে।
কিসে শুদ্ধ হল্যে ভক্তা মাড় কর‍্যা কান্ধ্যে॥
উঃ। সাবিত্রী কাটিল স্থতা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান।
তে কারণে বস্ত্র কান্ধে পূজা করি নিরঞ্জন॥
নিরঞ্জন পুজ ভক্তা সভে স্থন ইতিহাস।
কেমতে করহ পূজা দুই হাতে নয়্যা খাস॥

প্রঃ। অম্বুলিপ্তমৎস্থানাং গাবীআমিষ গোরসং।
ক্ষিতিআমিষ লবণাং কথং ভক্তা নিরামিষঃ ॥

উঃ। বায়ুর্ণ শুদ্ধিতং তোয়ং আত্মনা শুদ্ধিতং পয়ঃ।
রজসা শুদ্ধিতা নারী তেন ভক্তা নিরামিষঃ ॥
আইলা ভক্তা হরষিত হয়্যা।
দণ্ড লিলেক চিলে ছুঞা।
সেবা করিবে কি নঞা ॥

উঃ। রামের হাতে গণ্ডি লক্ষণের হাতে বান্।
চিল ধরিয়া দিলেন বীর হনূমান ॥
সেবা কর ভক্তা হইয়া সাবধান।
ভক্তা ভক্তি করে পরমানন্দে দণ্ডের উপরে
পুষ্প দিঞ্যা।
সেবা কর সভে সাবধান হঞ্যা ॥

প্রঃ। সমুদ্র উছলিল পৃথ্বী ভাষিল
চৌদিগে লাগিল টাট।
সকল ভক্তার নামে নাগিল তসলা কপাট ॥

উঃ। সমুদ্র নাঞি উছাল পৃথ্বী নাঞি ভাসে
চৌদিগে নাঞি নাগে টাট।
সকল ভক্তার নামে ভাঙ্গে তসলি কপাট ॥

প্রঃ। তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে[ব]।
কোথা থুবে ফুলের সাজি কোথা পূজিবে দেব

উঃ। হয় না তিলপ্রমাণ দেউল
আকাশ প্রমাণ দে[ব]।
হৃদয়ে থুব ফুলের সাজি ভাবে পূজিব দেব ॥

প্রঃ প্রভুর সদনে আছেন পবননন্দন।
লেঙ্গু উত্তলিয়া কর প্রভূ দরসন ॥

উঃ। বিস্তর না বল্য পণ্ডিত পায়্যাছ দাছড়।
পথে কাপড় ফেল্যা বল বিরের লেঙ্গুড় ॥

প্রঃ। তোমরা কি আন্যাছ হে।
উঃ। আমরা পঞ্চমানিক সের ভোরী মুক্তা আন্যাছি।
শ্রীশ্রীধর্ম্মজীউএর চরণে দিয়া সেবা কর হে
আসিয্যা॥
শ্রীমর্দ্দযুর্‍্যন পণ্ডিতঃ॥

আমিনী

ধর্ম্ম পুজ আমিনী হইয়া একমন।
পুজিলে অভিষ্ট শির্দ্ধ করে নিরঞ্জন॥
স্নান করীঞা আমিনী সব অঙ্গে হৈল জতি।
পরিধান বস্ত্র তেজঞা পরিল সুক্ল ধুতি॥
হবীস্য কই আমিনী অঙ্গে ফোটা লিঞা।
ধর্ম্মের গাজনে আমিনী উত্তরিলা গিঞা॥
গন্ধ শোধা আমনী লিল ধুপ ধুনা।
আতপ তণ্ডুল খণ্ড কিছু ভাজা চনা॥
সঙ্খে ভরীঞা লিল নারিকেলের জল।
সিতল জল লিল কেসোরি পানিফল॥
নানা জাতি পুষ্প লিল সুজতন করি।
ভক্তি করী দিব ধর্ম্ম পাদুকা য়ুপরি[১]॥
গাইল পণ্ডিত রাম নম সত (?) সার।
হরি হরি বল সভে জয় জয়কার॥
পুজগো আমিনী ঠাকুর করতার।
তারিবেন কৃষ্ণচন্দ্র সুনগো ব্যাহার॥
সত্যযুগে ব্রহ্মা কৈল ই ঘর ভরন।
সেত পণ্ডিত নঞা করিল বরন॥
সুবর্ন্নের বারি নঞা করীল স্থাপনা।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া ঘট করিল অর্চ্চনা॥

১। যুপরি।

তলে ধান্য দিল উপরে আম্রপল্লব।
বেদমন্ত্র পড়িয়া ঘটে দিল শ্রীফল॥
সুগন্ধী চন্দ(ন) দিল পুষ্পের মালা।
সিন্দুরের রেখ দিল সুভক্ষন বেলা॥
পুজা করীতে আমিনী হইল একমন।
পদ পক্ষলিয়া করিল আচমন॥
নিয়ম করিঞা পণ্ডিত ফোটা দিল মাথে।
হরিষ হঞা সভে সনহ[১] একচিত্তে॥
শ্রীধর্ম্মের পদে করিল আবাহন।
মহাঁবাক্য করীঞা পুজা করীল তখন॥
মহাবাক্য করি আমিনি হরশিত মনে।
নানা উপহার দিল পরম জতনে॥
লৌতন বস্ত্র দিঞা ঘটে বাঁন্দিল মুড়ালা।
আনন্দে নিত্যগীত প্রভূর তপসালা॥
চারি সয় গতি নঞা দক্ষিণ দুয়ারে গিয়া
নৈবেদ্যাদি নঞা ভারে ভার।
আটশয়[২] গ[তি] হইল প্রভূর সাক্ষাতে গেল
গোসাঞি করাইল আগুসার॥
পুর্ব্বদ্বারে আমিনী জাঞা গঙ্গাকে ডাকি গিঞা।
স্থন গঙ্গা আমার বচন।
গঙ্গা বলে ভগবান কর প্রভু য়বধান[৩]
পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল আসন॥
গঙ্গা দিল খণ্ডসর্করা মধুর আদি চাঁপাকলা
কেসরি পানিফল।
বারষঅ গতি ছিল গাজান দুয়ারে গেল
আনন্দ হইলা শভাতল॥
গোশাঞের বাত্রা পাঞে দুর্গা ঘট দাসী আল্যা ধ্যাঞা
জোড়াহাথে করে নমস্কার।

১। সনহ। শব্দটি স্থনহ (শুনহ), লিপিপ্রমাদে 'সনহ'।
২। আটশয। ৩। যবধান।

দুর্গা বলেন করতার তুমি সংশারের সার
স্থন প্রভু বচন আমার ॥
সোলসয় গতি হইল প্রভুর শাক্ষাতে আইল
সভে গেল পঞ্চম দুয়ার।
গোশাঞের বাত্রা পায়া পঞ্চম দুয়ারে গিয়া
জার সঙ্গে অনেকগতি।
ভাবিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
তব পদে রহে জেন মতি ॥
আমিনীকে ছুয় না জমদূত ভাই।
সুদ্ধ শেবক করিঞা থুইল নিরঞ্জনের ঠাই।
পাটা ফোঁটা দেখ আমুনীর গলায় তুলসী।
আজি হৈতে করীঞে থুইব নিরঞ্জনের দাসী
পশ্চিম দুয়ারে আমিনী কেমন বিচার।
কান্ধে উত্তরী পাটা চন্দ্র কোটাল ॥
দক্ষিণ দুয়ারে আমিনী কেমন বীচার।
তির তরকস[১] হাথে হনুমন্ত কোটাল ॥
পূর্ব্ব দুয়ারে আমিনী কেমন বিচার।
দ্বাদশ আদীত্ত সঙ্গে সূর্য্য কোটাল ॥
গাজন দুআরে আমিনী কেমন বীচার।
বিষ্ণুর বাহন আইলা গরুড় কোটাল ॥
পঞ্চম দুয়ারে আমিনী কেমন বিচার।
প্রভুর বাহন সঙ্গে উল্লুক কোটাল ॥
গাইল পণ্ডিত রাম ধর্ম্মপদগতি।
আমিনীকে বর দিহ যুগের জুগপতি ॥১॥
পচ্ছিম দুয়ারে আমিনী কেমন বিচার।
সেত পণ্ডিত জোথা চন্দ্র কোটাল ॥
চারীসয় গতী বসুআ ঘট দাসী।
হোম জজ্ঞ করিঞা দিল তাম্বু অঞ্জুরি ॥

১। তিরর্তরকস।

দক্ষিণ দুয়ারে ভাই কেমন বীচার।
নিল[1] পণ্ডিত আর হনুমন্ত কোটাল॥
আটসয় গতি চরিত্রা ঘটদাসী।
হোম জজ্ঞ করিয়া দীল তাম্ব্র অঙ্গুরি॥
পূর্ব্ব দুয়ারে ভাই কেমন বীচার।
কংশ পণ্ডিত জোথা স্বর্য্য কোটাল॥
বারশয় গতী আইল গঙ্গা ঘট দাসী।
হোম যগ্য করিঞা দিল তাম্ব্র অঙ্গুরি॥
গাজন দুয়ারে ভাই কেমন বিচার।
রাম পণ্ডিত আছে গরুড় কোটাল॥
সোলসয় গতী দুর্গা ঘট দাসী।
হোম জগ্য করীঞা দীল আম্ব্র অঙ্গুরি॥
পঞ্চম দুয়ারে আমিনী কেমন বীচার।
গোশাঞি পণ্ডিত আর উল্লুক কোটাল॥
বিসাশয় গতি আমনী ঘট দাসি।
হোম জগ্য করিঞা দিল তাম্র অঙ্গুরি॥
গাইল পণ্ডিত রাম অনাথের বরে।
ধর্ম্মের মায়াতে কেহো স্থির হতে নারে॥
বেদ বেদ করি ব্রহ্মা পাতন্তি রোল।
কোন কোন বেদ ব্রহ্মা অবেক্ত বেক্ত কোরি বোল॥
সেই যে ব্রহ্মা জগৎপূজিত নাম।
য়োষ্ট[2] কোষ্ট নাসিকা প্রাণ সমন
উদ্যান উব্যান বাহির বন্দি।
আত্ম জ্ঞাণের অল্প[3] পাপ ছেদন।
স্থন স্থন হে ব্রহ্মা ইহাকে বোলি চতুর্বেদ।
সামবেদ বিম্বুল ভেগে রাঙ্গালাল সুবর্ন শুধির
চাঁদে স্বর্য্যে দুই পক্ষ বন্দি।

১। লিল। ২। যোষ্ট। ৩। অলপ।

য়োষ্ঠ[1] কোষ্ঠ নাসিকা প্রাণ সমন উদ্বান
উব্যান বাহিব বন্দি ॥
আত্ম জ্ঞানের অল্প[2] পাপ ছেদন।
স্থন স্থন হে ব্রহ্মা ইহাকে বোলি শ্রীপঞ্চমবেদ ॥
পঞ্চম বেদ কথন্তি শ্রীপণ্ডিত বামাঞি
হেন তত্ত্ব কহিল সাব।
স্থনহে ঠাকুব কবতাব ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

অথ মঙ্গল

জয় রে জয় জয় মঙ্গল বাদ্য হয়
মুকুতা গন্ধ অধিবাসন।
জতেক আয় সখি হরিদ্রা আমলকি
মুক্তার অঙ্গেতে লেপেণ ॥
সুগন্ধি নানা ফুলে চাঁচর কুন্তলে
বাধিল কবরিতে বেনি।
চন্দনের রেখা সিন্দুর অলকা
কোতুকে দিছেন রমনি ॥
তরায় নৃপমনি বন্ধুগণে আনি
প্রাঙ্গনে বান্দিল ছাঁদলা।
করিয়া দির্ব্ব বেদি চৌদিকে কলা উদি
খাঁচাইল বনমালা ॥
দুন্দুবি বাজে শানি খঞ্জরি বিনা বেনি
আনন্দ রাজার ভবনে।
মর্দ্ধসূর্য্য জেন জতেক ব্রাহ্মণ
বসিল আবিক আসনে ॥

১। যোষ্ঠ।
২। অলপ।

পরিয়া শুক্ল বস্ত্র   আসনে কুশ হস্ত
    নৃপতি কৈল আচমন।
সস্তিক বাচন   মাধব স্মঙরণ
    করিল সঙ্কল্প রোচন॥
ঘটে আবাহণ   পূজিল গজানন
    সূর্য্য বিষ্ণু মহেশ্বরে।
গৌরি পূজিয়া রাজা   করিল সষ্টিপূজা
    মার্কণ্ড পূজে তার পরে॥
মহি গন্ধ আদি   ক্রমে সে জথাবিধি
    ললাটে মুক্তার ছুয়ান।
সুত্র বন্ধণ করি   প্রশস্ত পাত্র ধরি
    নিমুছিয়া ফেলে পান॥
হইল সঙ্খের্দ্ধনি   ঘণ্টার ডনঢনি
    কনক সিথি[1] দিল সিবে।
অঙ্গনাগণ গিয়া   জলধারা দিয়া
    মুক্তাকে নইলেন ঘরে॥
ভবদেব বুঝি   গোর্য্যাদি মাত্রি পূজি
    ঘৃতেতে দিল বসুধারা।
জপি য়াজি শুমন্তে[2]   নান্দিমুখ তন্ত্রে
    বিভা দিতে হল্য ত্বরা॥
ব্রাহ্মণ বেদগান   অম্বর দিয়া দান
    বরণ কৈল্য নিরঞ্জনে।
জৌতুক নানা ধনে   তুসিল নিরঞ্জণে
    করিয়া গ্রন্থির বন্ধনে॥
বেষ্টিত হয়্যা[3] বরে   উর্থণ থালাকরে
    জামাতা নির্ম্মছিল রাণি।
করিয়া করপুটে   মুকুতাক পটে[4]
    চৌদিগে জয়জয়র্দ্ধণি॥

১। কনকসিথি   ২। জপিয়া জিখমন্তে।
৩। হয্যা।   ৪। মুকুতা কপটে।

গঙ্গাজল কুযে অম্বিকা অভিলাসে
করিল মুক্তা সমর্পন।
জৌতুক[1] নানা ধনে[2] তুসিল নিরঞ্জনে
করিয়া গ্রন্থির বন্ধন ॥
অরুণ ধুতি সাবি পাণি গ্রহণ করি
লর্জ্জা হোম তার পরে।
আসিয়া বামাভাগে জলধারা আগে
মুক্তাকে লঞা[3] গেল ঘরে ॥
খির ভোজনে বাসর সঅনে
রহিলেন নিরঞ্জন।
অনাদ্যে করি ধ্যান শ্রীরামাঞে গান
হরি বল বন্ধু জন ॥

আশীর্ব্বাদ

আদৌ রাজগুরুর সর্ব্বত্র কুশল হউক। এবং মহারাজার সর্ব্বত্র জয় হউক। এবং পট্টমহিষীর মনস্কামনা পূর্ণ হউক। ছোটরাজ্ঞঃ ভ্রাতৃবর্গানাং জ্ঞাতি-বর্গানাং পঞ্চপাত্রাণাং থানার দিকপতেঃ গ্রামস্য মণ্ডলস্য ভূইর ব্রাহ্মণবর্গানাং আটপ্রহরিণঃ এবং ধামাতিকর্ণী ভোগবটু পণ্ডিত দেউল্যা সন্ন্যাসী পাটভক্তা শাংস্বরভক্তা বালাভক্তা এবং গায়নবাযনাদীনাং দানপতিব মনস্কামনা পূর্ণ হউক ॥

কায়া সম্ভেদ

৺শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

নমোহং দেবোনাথং স্থন দেব
কহ গোসাঞি কায়া সম্ভেদ ॥
আমার গোতিকয় তৃদশের স্নোধিপতি।
কোনমতে কায়া হয় উৎপতি ॥

১। জৌত্তক। ২। নানাধনে। ৩। নঞা।

কোনমতে আদি বিন্দু হয় পবন সঞ্চয়।
কোথা বৈষে রোবি সোষি কোথা মন রয়॥
কোনমতে হয় দেব উৎপতি প্রলয়।
কোনমতে আদিনাথ কহ দেব কায়ার পরিচয়॥
মহাদেব কহন্তি স্থন পার্ব্বতি কায়ার নিতি।
রজ বিজ্জে স্থির হয় জেন প্রকারে॥
হে দেবি। প্রথম মাসেতে গর্ভে বিন্দু হয় নিচল।
দোজ মাসেতে গর্ভে বিন্দু ধরে নানা বর্ন॥
তেজা মাসেতে গর্ভে বিন্দু রক্ত গলা গলা।
চারি মাসেতে গর্ভে বিন্দু ফাটন্তি।
অষ্টম মাসেতে গর্ভে গলায় অষ্টাঙ্গ জোতি॥
নবম মাসেতে গর্ভে ভ্রময় আকার্স।
পৃথিবিতে পোড়িলে কায়ায় নির্ম্মানমূর্ত্তি।
দশ মাসে দশদাদিগ মুক্তি।
স্থন স্থন পার্ব্বতি কায়ার নিতি॥
পার্ব্বতি বলেন ভো দেব কহ কহ আর বিচার।
কেমন ভেদ কেমন বর্ণ কেমন সম্ভা(দ)।
মহাদেবো কহেন স্থন পার্ব্বতি সক্তি উগ্রা।
ত্রিখণ্ডকো সল পল মজা সাতপল গোজা।
আটপল বীর্য্য সোঁফাচ্ছডারক্তজাহাজ[১]।
মায়া মনুষ্যের অস্ত নাঞি পাই।
পার্ব্বতি বলেন ভূদেব মায়া মনুষ্যের অস্ত করন বিচার।

হে দেবি চারি আঙ্গল ফোপাস হয়। তিন অঙ্গুলি মন কোথন। আঠার অঙ্গুলি পিট কোচল। চোদ্দ অঙ্গুলি পছিমা মঘয়া হয়। পছিমা মঘআর মর্দ্ধে ডাহিন বামেতে জার স্থন্য কার সন্ধি। চিহ্নড়া গ্রাশিলে অঙ্গে নাঞি বিনাস।

ভো দেব মাতৃ গর্ব্বে তেজিয়া পুত্র পোড়িলে কি হয়।

১। তৃখণ্ড কোমল পল মজা সাতপল গোজা। আট পল বীর্য্য সোঁফাদাড়া রক্তজাহাজ।—আমাদের প্রদত্ত পাঠের অর্থ—ত্রিখণ্ডক ষোলপল, মজা বা মঞ্জিষ্ঠালতা সাতপল, গোজা বা অঙ্কুর (ছোলার?) আটপল। তৎপরবর্ত্তী অংশের অর্থোদ্ধার সম্ভব হয় নি।

হে দেবি। আপ হয়। তেজ হয়। হেবঙ্গ হয়। তুরঙ্গ[১] হয়। নবহংশ[২] হয়। তৃধাউৎ হয়। চোদ্দভুবন বর্ণ হয়। ইহার মোর্দ্ধেতে জার জর্ম্ম হয়। তাব পরম বুদ্ধি হয়। ইহার মোদ্ধেতে জার জর্ম্ম নাঞি, সে কায়া বিনস হয়। সডশ্চ[৩] মন নিশ্চল পবন অষ্ট অঙ্গুলি জাহাতে হৈল দেবি পবনের জর্ম্ম। মহাদেবো কহন্তি স্থন পার্ব্বতি তলপাকে কোতুলিপা বলি। কোতুলি পায়ের উপবে সেত হাড বৈষস্তি। সেতহাডের উপরে চক্র হাড় বৈশস্তি। চক্র-হাডেব উপরে অভ্যাকমলাব বৈষস্তি। অভ্যাকমলার উপরে ঋদয়মনি বৈষস্তি। ঋদয়মনির উপরে নাটিকা বৈষস্তি। নাটিকার উপরে ঘোটিকা বৈষস্তি। হে দেবি। নাককে কিজন বোলি, সঙ্খ বোলি, বঙ্কা বোলি। কর্নকে স্থরঙ্গ বোলি। চক্ষুকে গগনদেষ বোলি। গগন দেশের মদ্ধে মায় (।) পুরুষ আছন্তি, জোথি হইতে নিদ্রা য়াছাদন করন্তি। হে দেবি। মস্তকেতো সিসোফা বলি।[৪] চরণকে কাঞ্চন বোলি। নতুরকে[৫] বাহন বোলি। কাঙ্গালি ডাণ্ডাকে মেরুডাণ্ডা বলি। মেরুডাণ্ডার মদ্ধে তৃদেবা বৈসন্তি।

ভো দেব কোনরুপে কোন দেবো বৈশস্তি।

হে দেবি ব্রহ্মা বৈষস্তি ব্রহ্মরুপে।

বিষ্ণু বৈষন্তী বিশ্বরূপে। মহাদেবো বৈষস্তি কালরুপে। হে দেবি রজগুণে ব্রহ্মা। সতগুণে বিষ্ণু। তমগুণে মহাদেব। স্থন স্থন পার্ব্বতি গো কায়াসম্ভেদ ॥০॥ *

১। ওরঙ্গ। ২। লবহংশ। ৩। সডশ্চ। ৪। মস্তকে তোসি সোফা বলি।
৫। নত্তর। —নতুরা বা নত্তর শব্দটির অর্থ বুঝা যায় না।

* এরপর মূল পুথিতে একটি বিচ্ছিন্ন চরণ আছে—"রুদ্রাক্ষের জন্ম। বহস্তি পার্ব্বতি। ইতি।"—কোন কাহিনী নেই। হয়ত ছিল, কিন্তু লিপিকর এই পুথিতে তা লেখেন নি।

অর্জ্জুন কর্মকার পণ্ডিত লিপিকৃত

বামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ

ধর্ম্মপুরাণ

শ্রীহরিঃ ॥

অথ তাম্রজর্ম্ম ।

আদি অনাদি দেব হইল সঞ্চয় ।
জাহাতে উতপতি পণ্ডিত প্রলয় ॥
মনগুরু কল্পনা মায়া ।
আদি ধৃতি উপজিল কায়া ॥
আদ্যের দেবীব বজে তামা উপজিল ।
বজ সত তম ত্রিগুন হইল ।
রজগুণে ব্রহ্মা সত গুণে বিষ্ণু তমগুণে মহাদেব
কহ পণ্ডিত ভাই তামাব সন্তেদ ॥
অপবিত্র তামা পবিত্র হইল কেমনে ।
প্রবিত্র হইল তামা ব্রহ্ম হুতাসনে ॥
বাহুদণ্ডে তামা যখন ব্রহ্মা ধবিল ।
ব্রহ্মার মুখে হইতে চারি বেদ উপজিল ।
কন কন চাবি বেদ উপজিল ।
ঋক জজু স্যাম অথর্ব্ব করিয়া সার ।
সুষুম বেদ বিন্ধিয়া হইল ভব নদি পার ॥
সেত পিত লোহিত পিঙ্গল ।
হেন সক্তি আইল তামা জগতমণ্ডল ॥
চারি জুগে চারি পণ্ডিত উপজিল ।
কন কন চারি পণ্ডিত উপজিল ॥
সত্তজুগে পণ্ডিত সেতাই ।
সেত বর্ণে তামা অঙ্গে চড়াই ॥

অপবিত্র তামা পবিত্র করাই।
সত্ত জুগের ভাই সুন হে উপায়॥
ত্রেতা জুগে পণ্ডিত নিলাই[1]।
নিল[2] বর্ন্ন তামা অঙ্গে চড়াই॥
অপবিত্র তামা পবিত্র কারই।
ত্রেতা জুগের ভাই সুন যে য়ুপায়॥
দ্বাপর জুগে পণ্ডিত কংশাই।
কাংশবর্ন্ন তামা অঙ্গে চড়াই॥
অপবিত্র তামা পবিত্র কাই।
দ্বাপর জুগেব ভাই সুন হে উপায়॥
কলিজুগে পণ্ডিত রামাঞি।
বক্তবন্ন তামা অঙ্গে চডাই॥
অপবিত্র তামা পবিত্র কাই।
কলি জুগের ভাই সুন হে উপায়॥
কহিল পণ্ডিতরাম ধর্ম্মপদ সার।
তামার আগমে পড়ে জয় জয়কার॥

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণঃ॥

অথ ধান্যজন্মঃ।

রাম রাম বন্দিব গোসাঞি তোমার চরন
প্রণতি করিয়া বন্দ দেব নিরঞ্জন॥
কুকুলি কুকুণে প্রভাত বিহান।
হাঁসা ঘোড়া গোসাঞের মানিক পালান॥
ঘটক ডম্বুর করি করে।
ভিক্ষা ছলে গেলেন প্রভু দ্বারিখ্যা পুরে॥
করজোড়ে বলে দুর্গা মহাদেবের ঠাঞি।
মন দিয়া সুন প্রভু আজ্ঞের গোসাঞি॥

১। লিলাই। ২। লিল।

বৃষপিষ্ঠে মহাদেব কাঁপে থর থর।
কত ভিক্ষা মাগ প্রভু হয়্যা দিগাম্বর॥
তখন ছিলে দুই প্রাণি এখন পাঁচ সাত।
আর নাঞি আটে গোসাঞি ভিক্ষার ভাত॥
চাস চস মহাপ্রভু সুখে অন্ন ভাব।
বড় বড় মুনিগণের দ্বারে নাগ পাব॥
পুষ্কন্নির মৃনাল চাঁহি চস চাসখানি।
আয়সা নাগিলে হে ছিচিয়া দিবে পানি॥
অন্য কৃষান কান্দিব মাথায় হাত দিয়া।
আমরা দাইব ধান্য আনন্দিত হয়্যা॥
কাপাস চাস কর প্রভূ পরিবে কাপড।
দেবতা হয়্যা পরিবে কত কেঁউদা বাঘের ছড়॥
তিন সরিষা মহাপ্রভু করহ উপায়।
তেল থাকিতে কত বিগতি মাখিবে গায়॥
ইক্ষু চাস কর প্রভু পঞ্চামিত খাব।
ঘরেতে থাকিতে কত পরের দ্বারে জাব॥
খুজিয়া বাটনা গোসাঞি করহ উর্ত্তন।
এই সব দর্ব্য চাই নিরাবিঘ্ন ভোজন॥
আম্ব্র কাঠাল গোসাঞি আটনে রুহ কলা।
এই দ্রর্ব্য চাই ধর্ম্ম পূজিবার বেলা॥
এতেক বচন যদি কহিল পার্ব্বতি।
চাস চসিতে গোসাঞি করিল উৎপতি॥
তিন ভাগ বয়েষ গেল বৃদ্ধ হল্য কাল।
এমন সময়ে দুর্গা না কর জঞ্জাল॥
কোথা পাব হল্যা গরু কোথা পাব ফাল।
কোথা পাব লাঙ্গল কোথা পায়িব জুয়ালি॥
নির্ব্বুদ্ধি গোসাঞি বিবুদ্ধে গেল কাল।
দিনে দিনে হয় তুমি দুখের ছায়াল॥
তোমার হাথের ত্রিযক ভাজি গড়ায় কদালি ফাল।
আমার বাঘে তোমার বৃষে হাত নিয়া হাল॥

সেই কালে মহাদেব কেমন বুদ্ধি কৈল।
বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া তখন হুঙ্কাব পড়িল॥
ভল্লুকে চাপায়া বিসাই করিলেন গমন।
শিবের সাক্ষাতে আসি দিল দবসন॥
আস্থ আস্থ বিসাই ভোগেব গুয়া খায়।
ফাল কোদালি যোবে গড়িয়া জোগায়॥
হাথে বন্দি গুয়া বিসাই শিবে বন্দি পান।
আড়তি আঙ্গিল শিবেব বিদ্যমান॥
সেই কালেই বিস্যাই কোন বুদ্ধি কৈল।
বনের হবিন বল্যা হুঙ্কাব পড়িল॥
বনের হবিণ তখন কবিলা গমন।
বিশায়ের সাক্ষাতে আসি দিল দবসন॥
বনের হরিণ মাব্যা ছাল তুলে তখন।
বীজমন্ত্র বিষাই করিল স্মঙবন॥
মন্ত্র জপিয়া পুষ্প মারে হরিণের গায়।
প্রাণ পায়্যা হরিন কাননে চল্যা জায়॥
সেই ছালে বিশ্বকর্ম্মা জাঁতা শূল কৈল।
লিয়াই হাতুড়ি বিশাই সাঁড়াসি আনিল॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশাই মনে যুক্তি কৈল।
শিব স্মঙরিয়া বিসাই জাঁতা বস্যাইল॥
কেহ তায় কেহ পিটে হনুমন্ত টানে গুণা।
এক শত হাথ হনূ ফালের পাতনা॥
শিবে হাথে ত্রিশক ভাঁগ্যা গডান কোদালি ফাল।
দুর্গা বলে ইয়াকে চাই তিনটী গজাল॥
আনিয়া শালের মূডা দিল ফুল চাঁচ।
দুর্গা বলে ইয়াকে চাই দ্রব্য চারি পাঁচ॥
আস জুড়ি পাশ জুড়ি চাই দুই ভীতা।
সুবর্ণের জুয়ালি চাই নাঞিথ অন্যথা॥
গোটা পাটা আদি আস্যা গড়িলেন মই।

* * *

ময়ের দুপাশে চাই ছান্দন দুগাছি দড়ি।
হাল্যা চালাইতে চায়ি স্বুবর্ণের নড়ি॥
সনার নাঙ্গল হল্য রূপার হল্য ফাল।
বাঘে বৃষে মহাপ্রভূ জুড়িলেন হাল॥
শিবের কৃশেতে অনুকূল হল্যা ভীম্।
করেণ অশেষ কর্ম্ম প্রাণের প্রতিম॥
প্রথম বৈশাখ মাসে দিলেন উগাল।
দ্বিতীয়াতে মহাপ্রভূ করিল রসাল॥
তিন চাস দিয়া প্রভূ দিলা তথি মই।
শুন শুন আগো দুর্গা তুমারে কই॥
ভূমি সাধ্য হল্য শুন হেমন্তের ঝি।
বিহন ধান্যের তরে করিব কি॥
সেই কালে দুর্গা কেমন বদ্ধি কৈল।
আপনার মন সুখে সাজন করিল॥
নয়ানে কাজল পরে সিথাতে সিন্দুর।
গলায় গজমতি হার চরণে নপূর॥
শুবেশ করিয়া দুর্গা করিল সাজন।
বাসঘরে গায়া দুর্গা দিলা দরশন॥
দুর্গাকে দেখিয়া শিবের বীর্য্য পাত হল্য
সুমেরু সুমেরু বল্যা তিন ডাক দিল॥
কামেতে হইল ধান্য কামদ বল্যা[১] নাম।
এক ধান হতে হল্য এক শত নাম॥
সেই ধান নঞা শিব করিলা গমন।
কালিন্দী[২] জলাতে জায়া দিল দরশন॥
দ্বিতীয় জুগেতে প্রভু চাস চসিল।
তৃতীয় যুগেতে প্রভু ধান্য পেলাইল॥
জ্যৈষ্ট মাসেতে ভূমে বায়া দেখা দিল।
দেখিয়া শঙ্কর কৃশি হরসিত হল্য॥

১। কামদবল্যা। ২। কানিন্দী।

আষাড় মাসেতে ধান্যে দিল মই দিয়া।
শ্রাবণ মাসেতে ধান্য দিল কাড়াইয়া॥
ভাদ্রপদ মাসে ধান্য করিল নিড়ান।
আশ্বিন মাসেতে জল বান্ধে সাবধান॥
বিষুব সংক্রান্তি পায়্যা ভকত বৎসল।
ধান্য ডাকিলেন প্রভু ক্ষেত্রে প্রতি নল॥
ফুলিয়া সকল ধান্য হল্য সমতুল[১]।
ধান্য সব সঞ্চরিল মাথে করি ফুল।
ক্ষীর নাঞি বান্দে ধান্যে ভাবেন গোশাঞি।
ভাবিয়া গেলেন হর পার্ব্বতীর ঠাঞি॥
অতঃপর কোন বুদ্ধি করয়ে পার্ব্বতী।
ক্ষীর না বান্ধিল ধান্যে কি করি যুগতি॥
ক্ষীর না হইল ধান্যে সব হল্য আলু।
ক্ষীরের অভাবে ধান্যে নাই বান্ধে চালু॥
এতেক শুনিঞা দেবী করিল উপায়।
শ্রীফল নামেতে বৃক্ষ সৃজিলেন প্রায়॥
এক বর্ন্নের ফল ফুল আর বর্ন্নের পাতা
গর্ব্ভবতী করিলেন ত্রিজগতের মাতা॥
সেই বৃক্ষে তিন গুণ করিল আধান।
তিন গুণে ত্রিপত্র হইল্য উপাদান॥
সত্ব রজস্তম এই ত্রিগুণ দেবীর।
তিন পাতে তিন ধার উপজিল ক্ষীর॥
একধার পাঠাইয়া দিলেন পাতালে।
বিষ হয়্যা রহে গীয়া নাগের শয়ানে॥
আর এক ক্ষীরধার দিলেন গাভীরে।
দুগ্ধ হয়্যা সঞ্চরিল গাভীর শরীরে॥
মধ্য ক্ষীরধার ধান্যে দিল হৈমবতী।
ধান্যে ক্ষীর বান্ধিয়া তণ্ডুল হৈল তথি॥

১। সমতুল।

অল্প অল্প অগ্রহায়ণ মাসে পাকে সব ধান।
ভীমে আজ্ঞা করিলে দেব ভগবান॥
কাটহ সকল ধান্য ভীম বাছাধন।
এতেক শুনিঞা ভীম করিলা গমন॥
কাটিল সকল ধান্য হল্য আড়াই হালা।
ক্ষেত্রে রাখি বৃকোদর শিবপাশে গেলা॥
ভীমে দেখি শঙ্কর জিজ্ঞাসে হয়্যা দ্রুত।
কহ কহ বৃকোদর ধান্য হল কত॥
এত শুনি বৃকোদর সদাশিবে বলে।
আড়াই হালা ধান্য মাত্র হইল সকলে॥
ক্রুদ্ধ হয়্যা শিব বলে চাসের কিবা গুন।
মরুক মনে চাস কর্ম্মে লাগুক আগুন॥
এত শুনি অগ্নি জাল্যা দিল বৃকোদর।
পুড়িতে লাগিল ধান্য দ্বাদশ বৎসর॥
তাহার ধূমেতে পূর্ণ হইল গগন।
ধূঁয়া দেখি বৃকোদরে কহে ত্রিলোচন॥
কিশের উঠিছে ধূম কহ বিবরন।
ভীম বলে ধান্য পুড়ে শুন ত্রিলোচন॥
এতেক শুনিঞা পুণ কহে কৃপানিধি।
আড়াই হালা ধান্য কি পুড়িছে অদ্যাবধি॥
এত ধান্য তোমার হয়াছে আড়াই হালা।
পড়াতে বলিলাম আমি এক বিষম জ্বালা॥
নিভায় নিভায় ভীম নিভায় তৎকাল।
পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল্যা লোকপাল॥
জপিয়া বরানমন্ত্র জল দিল ভীম।
অর্দ্ধেক বাঁচিল ধান্য সেহত অসিম॥
নানাবর্ন্ন ধান্য বাছি লিল কীর্ত্তিবাস।
পুনশ্চ অপর বর্ষে আরম্ভিল চাস॥
গাইল পণ্ডিতরাম অনাদ্যের পায়।
জন্মিল ধান্যের বীজ শুনহ সভায়॥

প্রথম বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ার যোগে।
হরিধ্বনি করিল জতেক দেবলোকে ॥
হরিধ্বনি শুন্যা শিব দেব ত্রিলোচন।
বাকড়ির ঈশানে কৈল মুঠির স্থাপন ॥
জেঠ ধান বুনে গোশাঞি ছাচি আমল ।
এনাচিতি ফেরি ফেরি বুনে বড দেখি কালা
সিয়াড়িমুখি সনাখডকি গর্ভথোড়ে পাকা।
বাঙ্গিশাল চালি আস বুনে আনদরাখা ॥
ওলাসালি ধান্য বুনে ওলাজার গায়।
অগুবেগু ধান্য বুনে বায় গন্ধ পায় ॥
অসফুরফুরি বুনে আস গঙ্গাজল।
দল কুম্ভির বাছা বুনে দ্বিগুণ জার ফল ॥
কাল্যা মুগুর বুনে ঝড়া মারিবার তরে।
নাগর জুয়ালি ধান্য বাছা বুনিল ডাঙ্গরে ॥
এনাচিতি লালবন্দ উভে নাঞি বাড়ে।
গুড জুডালি খেজুরথুপি চাকডিয়া পডে ॥
ভূতমুড়ি কেউদমুডি ফুলকান্তি মনে।
জামাঞিলাড়ু বিষ্ণুভোগ গন্ধরাজ বুনে ॥
হেমাস্তি পাটশালি বুনে গুফলি[১] ঘিকলা।
সোলপনা চাঁপারুণ্যা লাউসালী ভোলা ॥
আস্থনৌরি চামরসালি বুনে পায়রাবস।
বামসালি সিতাসালি সভাকে শরস[২] ॥
তিলসাগরি কাল্যা জীরা বুনিঞা বিসরে।
বুনিল অমৃতসালী আমান্নেব তরে ॥
লোয়াগড়া আমফাফড়া আদি জত ধান।
বুড়া মাতা হাড্যা পাঁজরা আর কলিকান ॥
উত্তম শালী চন্দন শালী দুর্গাভোগ বুনে।
কিরন কমল বাছ্যা বুনিল জতনে ॥

১। শুকনি।

২। সভাকেশরস।

বোরমাট্যা পাটশালী বুনে রণজয়।
কয়া কালিন্দী বুনে সকল ভূমে হয় ॥
জোড়মাধব পিপিড়্যা বুনিল বাসগজা।
বুড়ামাত্রা হাতিপাঁজ ধূল্যা বুনে ভোজা ॥
বুনিল কর্পূরশালি আপন ইচ্ছায়।
হরকুলি বাদরাঙ্গি পক্ষরাজ পাখা জার গায় ॥
হাত্যদল মস্তদনাদ আজালি সিয়লি।
প্রলয় গৌতম বুনে পরমানন্দ শালি ॥
মড়িচ মই পান আশুকাল্যাস কাল্যাযুগরি।
কট্যা মট্যা ধান বুনে ভোজরাজ গৌরী ॥
জলা ধান হেমতাই নামি পাকজায়।
জে চাস করিলে গৃহস্থ দুঃখ নাঞি পায় ॥
জলাধান বাঁকুই লোটাইয়া জায়।
আথল জলের ধান্য জার বিড়া বয় নায় ॥
ক্ষীরদুদরাজ বুনে ভোজন মাপুই।
মুনিমুক্তাহার বুনে ভোজন্যে বাঁকুই ॥
অপর পর নাম আছে কত নাম নিব।
লক্ষ্মীর মহিমাগুন কহিতে নারিব ॥
মুক্তাহার ধান্য পায়্যা রাজা হরিশ্চন্দ্র।
তাহার তণ্ডুলে মুক্তা কৈল্য অনুবন্ধ ॥
শ্রীধর্ম্মপাদুকাস্তথি করিল স্থাপন।
ভরিল বার্ম্মতীঘর হয়্যা অেএকমন ॥
এমন মুক্তার অধিবাস করী পূজ।
ধর্ম্মের বিভাহ দিয়া মহানন্দে মজ ॥
নিরঞ্জন দেববর কন্যা মুক্তাদেবী।
দানপতি দান কর ধর্ম্মপদ ভাবি ॥
রচিল পণ্ডিতরাম ধর্ম্মপদগতি।
দাতাবর্গে বর দিবে জুগের জুগপতি ॥

অথ মার্কণ্ডপুরাণ

সোল সয গতি নিঞা পণ্ডিত রামাঞি জান।
সেই পথ দিয়া মার্কণ্ডমুনি জান।
ধুপধুনা ঘোর অন্ধকার।
বলেন কোপিল মুনি স্থন হে মার্কণ্ড রিষি
কোথা স্থনি জয়জয়কার।
মিথ্যায় বাদ্য বাজে মিথ্যায় আলম চড়ে
মিথ্যায় সঙ্খ বাজে মিথ্যায় দিজ করতার॥

কি বোল বলিলে দোবি, হা মার্কণ্ড রিসি, অষ্টাঙ্গ জিভ্রা তোর খোসিঞা পোড়িব , ধ্যানে জানিলা নিরঞ্জ(ন)॥

বলেন পণ্ডিত রাম স্থন প্রভু গুণধাম
তুমা পূজা কি কারণে কোরি।
ওমা নিন্দা কৈল মার্কণ্ড মুনি লর্জা পাইল রিসিপুরি॥
সম্পাৎহো করি সিকে দেখিব বিদ্যমান।
অষ্ট কুষ্ট চোল্যা জাক শ্রীমার্কণ্ডের স্থান॥
আন্তের ধবল কুষ্ঠ স্থখে জাঞা বৈষে।
কালা গলস্ত কুষ্ঠ্যা নাগিল ভালে॥
চডচড্যা কুষ্ঠে রিসি নাঞি পান স্বাস্ত।
কাঁদিঞা বিকল রিসী নাঞি পান প্রথ॥
মাংশ গোলিঞা তার অস্তি হোল্য সার।
কাদিঞা চোলিল রিসানি করিতে গোহার।
গুরুবার দিনে রিসাদি নিয়মে রোহিল।
স্থর্ক্ক বার দিনে রীশানি সজুক্ত কোরিল॥
পোহাইল রাম রাত্রি প্রর্ত্তূষ বিহান।
প্রভাতে কোরিল ঋষানি প্রাতস্নান॥
আসচাল্ কাঞ্চা দুগ্ধ নিঞা ধর্ম্ম মণ্ডপ গেল।
অেকমনে একচিত্রে নিরঞ্জনে অর্ঘ্য দিল॥
মাগ মাগ রিষানি মাগিয়া লেয় বর।
কি বর মাগিব প্রভু দেব গদাধর॥

নাঞি চাইব ধন জন নিফল ভাণ্ডার।
বারেক স্বামি দান কেহ তুর্দ্দসের পাথ ॥
তখন প্রমেশ্বর কোন কার্য্য কৈল।
সাটি হাজার ঋষিকে ডাক দিঞা আনিল ॥
ঘোর তৃণা কোর‍্যা মহারিসিকে বান্ধিঞা পেলিল।
শ্রীপত্ব হাত মার্কণ্ডের গায় বুলালেন ॥
মনয়াস[১] পূর্ণ হোল্য নিরঞ্জনের বরে।
জে মুখে ধর্ম্ম নিন্দা কৈল মহা ঋষি ॥
তীল প্রমাণ কুষ্ঠ মুখে রোহিল ধর্ম্ম শাস্ত কোরি সার।
বর দেন য়নাদি করতার ॥০॥

মার্কণ্ডপুরাণান্তর্গত

যমদণ্ড

মহিস বাহনে দেখ জম নৃপবর
চিত্রগুপ্ত জাহার করন।
হাথে লোহার ছড়ি গোছা গোছা চামদড়ি
কালবেকা দুইজন ॥
জার আয়ু টুটে তারে চিত্রগুপ্ত কহে
কাল বেকাল ধোর‍্যা নঞা জায়।
জম ধর্ম্ম দুইজন বোস্যা আছেন দেবসভায় ॥
ধর্ম্মবিচার জেবা করে পাপ পুর্ণের ফলাফল
শাস্তজুক্ত জেই জন।
অর্ণ বস্ত মোহি তিল কাঞ্চন হেম
সুরভিদুহিতা কন্যাদান ॥
পুর্ব্বজর্ম্মেতে সেই উর্ত্তম স্থানে ভোগ ভুজে
দলাঘড়া নৃপের সমান ॥

১। সলযাস।

মা বাপকে নাঞি পুষে ইষ্ট কুটুম্ব মুষে
ভূকি সো(ন্যা)সি করয়ে নৈবাস।
কাপাস বিচে উনতুলে পোখুর গোচারন ভাঁগে হালে
সন্ত জর্ম্ম সোকর গরাস॥
ধ্যারয়া রিন সুধিতে নারে ঘড়া হয়্যা[১] পিকরে
বাউরি হঞা বহে দলামাল।
পাঞা সাধু না দেই খড়ি সে হয় চামার জাতি
গলায় গবগণ্ড হয় উন জাব মাল॥
পরের জাঙ্গাল কাটে কাটা খঁচা পুঁতে বাটে
তাথে জম উভে দেই সাল।
নিঞা বিত্তি নাঞি অেড়ে ভণ্ডল বুড়ি করে
চন্দ্রসূর্য্যে চিরয়া পেলে গাল॥
চুরি ডাকা(তি) জেবা করে তাথে জম করাতে চিরে
গৃহবাসে ভেজায়ে পিঙ্গল।
ছাতা পানঞি চুরি করে গুআলে শ্রিংঙ্গার[২] করে
সমন[৩] উদরে হয়ে স্থল॥
বড়লোক হাত তুলে তাম্ব্র কুষ্ট হয়ে গালে
ঠেটা ঠঁটা হয়ে হাত পা।
সোদর ভাগিনাকে মারে চাপড়ের ঘাত।
আচম্বিতে হয় কম্প বাত॥
খুড়ুই জেঠুই হরে মাউসি মামিনি।
গুরুপত্নি ব্রাহ্মণি করয়ে বিবাস।
কুড্যা কুঠ্যা হয়ে ছাগল হোঞা ঘাস খায়।
কন্দ ছেদ হয়ে সাতবার॥
মিনি দোষে ব্যালি স্ত্রিকে দেই সাস্তি।
আখণ্ড বোরুজে পান তুলে।
কুঞিল্যা গোরুকে আগে হালে জুলে॥
য়ে[৪] সব নর্ক[৫] কুণ্ডেতে হয় স্থান॥

১। হষ্যা। ২। স্ত্রিংঙ্গার। ৩। সযন। ৪। যে। ৫। নর্ক।

রজস্বলা শস্ত্রীহরে[১] যবন্তি বালিকা[২]
তাকে জম ফেলে কুম্ভিপাকে।
পাকসালে জেবা নারি বিখারয়ে তুণ্ড[৩]।
রাড়ি ব্রাহ্মণি আসি খাবেক
ভাইকে বাড়াঞা[৪] দিবেক য(া)ঙ্গ[৫]।
তার পাপে মোরিল জান্নবি গাঙ্গ॥
বৌড়ির হাথে সাউড়ি হবেক দণ্ড।
চামার হবেক পণ্ডিত পণ্ডিত হবেক ভণ্ড।
রামাঞি পণ্ডিত কহে স্থনহ সর্ব্বজন।
কলিব মাহিত্ত এই করিল স্থনহ সর্ব্বজন

অথ ছাগজর্ম্মকথা

নারদ বলেন ব্রহ্মা কর অবগতি।
কোনমতে ছাগজর্ম্ম হয়ে উৎপতি॥
স্থনিঞা বলেন ব্রহ্মা চতুর্বদনে।
একভাবে স্থনহে নাবদ তপোধনে॥
মাস উপবাসি দুঁহে বড তপি।
মনের বিচলিতে দুহে হইলেন পাপি॥
মাস উপবাসি গেলেন সন্যাসির পাসে।
সন্যাসি যাইলা সিগ্র তাহার শম্ভাসে॥
সন্যাসি বলে মাস উপবাসি কেন যাইল ভাই।
মাস উপবাসি বলে সন্যাসি আমি কহিতে না জাই॥
সন্যাসি বলে মাস উপবাসি না করহ লাজ।
মনের ইচ্ছায় তোমার জেবা য়াছে কাজ॥
স্থনিঞা বলেন[৬] মাস উপবাসি তুমি স্তি
আমি পুরুষ
মরতে জাইয়া দুহে উপভোগ করি।

১। শ্রীহরে। ২। বালিতা। ৩। তুণ্ড। ৪। বাড়াঞা। ৫। যঙ্গ।, ৬। বলেন।

সন্ন্যাসি বলে মাস উপবাসি উ বোল লহে
তুমি মা আমি পুত্র
মরতে জাইয়া দুহেঁ উপভোগ করি ॥
জুক্তি কোরিঞা গেলা দু'হে চিত্রগুপ্তের পুরি।
চিত্রগুপ্ত বলেন কেনে আইলা দুহারি ॥
জোড়হাথে বলে চিত্রগুপ্ত শুন সাবধানে
মনেতে কল্পনা কোরিলাঞ দুইজনে ॥
কাহার বচন মোরা কেহো নাঞি রাখি।
জুক্তি করিঞা আইলাঙ তুমি হয় সাখি ॥
সুনিঞা চিত্রগুপ্ত কর্ণে হাথ দিল।
দুহাঁর মনের পাপ খণ্ডনে না গিল[১] ॥
ঝাঁপ দিয়া মর গিয়া বারানসের জলে।
ছাগ হোয়া জর্ম্ম গিয়া মরতমণ্ডলে ॥
দুই জনে হয় গিয়া ছাগলা ছাগলি।
মরতে জাইয়া কর রঙ্গ ঢামালি ॥
সপ্তম মাসেতে হইবে বলি জোগ।
মাতৃপুত্রে দুহে করিবে উপভোগ ॥
ধর্ম্মের সস্থানে জখন হবে বলিদান।
তবেশ ছাগলা[২] হব বৈকণ্ঠেতে স্থান ॥
একে একে কহিল ছাগলা নিতি কর্ম্ম।
রামাঞিপণ্ডিৎ কহেন ছাগলার জর্ম্ম ॥
নস্ত কালি নস্ত পেলি পোটে[৩] বসন্তপারুলি।
বত্তিষ দন্তে বত্তিষ সন্ধ ফুকরন্তি।
জুভায় স্বরেশ্বতি কণ্ঠেশ্বরি বুকে।
জগর্ন্নাথ চারি দাপনায় চারি দাপনায়
চারি পর্ব্বত।
উন কোটি রম্বাবালি উনকোটি লিঙ্গ।
নাভ্যে চক্র দেবতা লিঙ্গে ঘাঁটু দেবতা ॥
বোহিত্থারে বাঘসেন নেজে পবন ॥

১। নাগিল। ২। ছাগ না। ৩। চোটে।

ঘাড়ে কালিকা কর্ণে লটকা ॥
দুই চক্ষে দুই চন্দ্র সূর্য্য বসন্তা ॥
সিংহে শিংহ সম্বং ফম্বং ॥
স্ফুর বাজনা আঙ্কং উঙ্কং ॥

নমস্তুতে ইতি অজমন্ত্রে পোস্থমন্ত্রে মাইশ্বরি দেবি তুষ্ঠ মা ভবানি ইতি ছাগ উচ্ছর্গঃ ॥

সঙ্খ জর্ম্ম

সঙ্খ উপজিল পণ্ডিত সঙ্খের চার।
কহ কহ পণ্ডিত আগ্তের সঙ্খের প্রচার ॥
আদি সঙ্খ ভোরি বার্ম্মতি।
হোরিহর সঙ্খ পাপে মুক্তি ॥
জোদি হয় সঙ্খ ভবনোদি পার।
দ্বাদশ অঙ্গুলি সঙ্খের চার ॥
কমলে ভর কোরি সঙ্খ সাজন্তি পানি।
দক্ষিণাবর্ত্ত সঙ্খ সদ্ধ প্রাণি ॥
কে কোরিল গয়া কে কোরিল গঙ্গা।
খির নোদি শমুদ্রে উপজিল সঙ্খা ॥
সে শঙ্খ সঙ্খারি কাটে।
সে সঙ্খ বিকায় হাটে ॥
কোন বন্ন কন নাম?
অজয় সঙ্খ বিজয় সঙ্খ অম্বীকানি মহামনি সঙ্খ।
রামাঞী পণ্ডিৎ কহে সঙ্খের জর্ম্ম ॥
শ্রীশ্রীধর্ম্মঃ ॥

কলিমাজাল্লাল

হংশ অথবা কবুতরং নিত্বা পশ্চিমাভিমুখং কিত্বা পঠেৎ।
জাজপুর পুয়বাদি সোল শয় ঘর ভেদি
বেদি লয় কেবোল দুর্জ্জন।

দক্ষিণা মাগিতে জান জার ঘরে নাঞি পান
সাঁপ দিয়া পড়ান ভুবন ॥
বেদে করি উচ্চারণ মাল জাঠ্যালা গগন
জলের জাম্বুক অধিবাস।
কৈলাস তেজিয়া ধর্ম্ম অন্তরে জানিঞা মর্ম্ম
মায়ারূপে হইলা খনকার ॥
হইয়া জবনরূপি সিরে লিল কাল টুপি
হাথে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে[১] ভয়
খদায় হইল একনাম ॥
বিষ্ণু হল্যা পয়গম্বর ব্রহ্মা হল্যা পাকাম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম।
কার্ত্তিক হইলা কাজি গণেশ হইল গাজি
ফকির হইল মুনিগন ॥
ছাড়িয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেক
পুরন্দর হইল মলনা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সভে
উচ্চশ্বরে বাজায় বাজনা ॥
দেখিকা চণ্ডিকা দেবি তিহোঁ হৈলা হাত্তা বিবি
পদ্মা হইলা বিবি নূর।
জতেক দেবতাগন করিল দারুন পন
প্রবেশ করিলা জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড্যা ফেড্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
শেবিয়া ধর্ম্মের পায় শ্রীরাম পণ্ডিত গায়
ই বড় কৌতুক গণ্ডগোল ॥
ওলন্তের মাল পড়িছে বিহান।
কাটিছেন খনকার তর কামান ॥

১। নাগে।

স্নরৎ ঘোডাকা পিষ্ঠে জিন পালান।
বায় দিয়া বসিলেন খোদায় পরমান॥
উচ্চালন্তি কাগজ বিচারন্তি পোথা।
আদি জনম খনকার হইল কোথা॥
মারিয়া দুশমনকা সির।
বাদশা দিলেন মহামূদ বির॥
কে হিদূ কে মছলমান।
হিন্দু[১] পুজন্তি কাষ্ঠ পাশান॥
মুছলমান পুজন্তি খোদায়।
পূর্ন্ন রূপরেক নাই॥
হিজলবৰ্দ্ধ খোজ খুজিতে গেল খোজা।
তাহা পাইল বত্তিষঠো রজা॥
হাকাসমন্বা রূশুন দিয়া।
তুবঃ খনকার কোন কাম কিয়া॥
গাই বকরি জিনি লিয়া কোন কোন গাই।
সাঙলি ধবলি খইবি খোশারি।
হাঁসজভেকে মুরুগ জভেগো বকরাবকরি গাই
মুরুগকা পেট মো জো বঅদা থা[২]
উনকো জবাই কোন ঠাঞি॥
তবঃ খনকার কোন কাম কিয়া।
নূব বিবিকো মাঙ্গায় লিয়া॥
লেয় লেয় নুর বিবি পান সুপারি খায়।
বত্তিসঠো হেডা জোগান করায়॥
কোন কোন হেডা কোন কোন নাই॥
আমুবুক পাশবুক সিসির ভাঙ্গা।
বামচি করদা কমর দণ্ডা॥
আল্লা বিশমল্লা রোশন দিয়া॥
পান মুপারি খায়ে বিবি।
খানা পাকাতে মাঙ্গে ডিবি॥

১। হিন্দু। ২। মোজোবঅদাথা।

ছোটতাই বড়তাই হালনকা ডিবি।
বড বড় হাণ্ডা মাঙ্গে বিবি ॥
ছোটতাই বড়তাই হালনকা ডিবি।
সানিকি কবয়া বারকশ চেরাক চোরক ॥
তবঃ খনকাব কোন কাম কিয়া।
মনপাল কুমারকো মাঙ্গায় লিয়া ॥
লেয় লেয় মনপাল কুমার পান মুপারি খয়।
বত্তিশঠো হেড়াকা হাণ্ডি জোগান কবায় ॥
মনকে লড়ি মনকে চাক।
দিলমো মাঝে দ্বিজে পাক ॥
পাকে জাকে বনায়ে ডিবি।
পুড়িয়া ঝ,ড়িয়া করিল খুবি।
সবকশদণ্ডা হালনকা ডিবি ॥
সানকী করয়া বারকশ চেরাক চোরাক ॥
পান শোঁপারি খায়ে বিবি।
খানা পাকালে চড়ায়ে ডিবি ॥
আসমান পর খোদায় খাড়া।
হুজুরকীযে তাম মহেডা ॥
এ যব খানা খায়েনা হোয়ে।
খোদায় খনকারে হুকুম কিযে ॥
গাই হাম্বা বকরা ডাকে।
মুরুগা মুরুগি ফুকুরে বাঙ্গ ॥
মচলি চল গেয়ে পখুরি গাঙ্গ ॥
এজাল্লালি জোনা জানা।
উনকে গাজন দ্বারকি আঅনে কি মানা ॥
উনক মুখ দেখেনে বুরা।
উনক তাম্বা হুজুর না মেরা ॥
মারহ টাঙ্গা করহ দুর।
কেউ আওএ নিরঞ্জন কাপুর ॥

রামাই কহে বাবি আন।
হাবাম কো উপর হালল কো থান ॥
জেতা লোক বৈঠ কহ্ রামকা নাম ॥
আদ্দিকা পণ্ডিত রামাই কহে।
এ বাত জুদা লহে।

হংশকবুতরেণ বা দত্বা গৃহভগ্নং কুর্য্যাৎ। সঃ তণ্ডুলং হণ্ডিকাভ্যন্তরে কিত্বা হণ্ডিমুখমাচ্ছাদ্য। ইতি॥ ততো মুক্তাহণ্ডীকাং রথে অথবা কৃত্বা বাদ্যাদি-কোলাহলৈঃ জলসমীপং গত্বা। যথ। পাটভক্ত্যা শুচিরাচান্ত যথাশক্তি গণেশাদিপঞ্চদেবতা বরুণং সংপূজ্য॥ নৈবেদ্যাদি বরুণায বলিং দদ্যাৎ। মুক্তাহণ্ডীকাং গৃহীত্বা ধৃত্বা পঠেৎ,—

উত্তিষ্ঠ দেবি মুক্তে ত্বং শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ।
ব্রজ স্রোতজলেঽস্মাকং দেবি ত্বং বরদা ভব ॥
নিমজ্যাম্ভসি সংশুদ্ধে মৌক্তিকে শুভহেতবে।
পুত্রায়ুর্দ্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি ময়া জলে ॥
জদসাঙ্গমিত্যাদি।

অগাধজলে মুক্তাহণ্ডিকাং ত্যজেৎ। ইতি॥ উর্ত্তবী আযদানমন্ত্রং যথা॥

দেবগোত্রং পরিতর্য্য আত্মগোত্র প্রবেশয় ॥
ইতি॥ শ্রীঅর্য্যণপণ্ডিতঃ কর্ম্মকাবস্য পুস্তকং
লিখনমিতি।

———

শব্দার্থ-সূচী

অ

অগর—অগুরুচন্দন, সুগন্ধিচন্দনভেদ

অগোরচন্দন—অগুরুচন্দন

অঘান—অগ্রহায়ণ মাস

অঘ্র—অর্ঘ্য

অঙ্গবি—অঙ্গুরী, আংটী

অর্চ্ছবেব—পণ্ডিতেব

অনান্যঅস্তিক্ক—অনন্যচিত্ত

অন্তরীখে—অন্তরীক্ষ, আকাশে

অনুহিত—অনুষ্ঠিত

অমৃতফল—আম্র

অস্‌স—অশ্ব, ঘোড়া

অসোক—অশোকফুল

অহস্কেক—অনেক

আ

আইদ—আদি, প্রথম

আইল—আনিল, আনয়ন কবিল

আউ—আয়ুঃ, পরমায়ু

আকাস—আকাশ, ব্যোম

আকড—অঙ্কোঠ

আকুড়ি—আকর্ষী, লগী

আকুডসি—আকর্ষী, আঁকুশী

আকড়া—ওকড়া ফুল

আগমর—আগমের

আঘান—আঘ্রাণ, গন্ধ

আণ্ডর—আঁওত

আজার—অজার

আচ্ছাদন—ঢাকা

আজান—ধান্যভেদ ?

(বাঁকুড়া-বর্দ্ধমানের প্রাদেশিক ভাষা।
অর্থ—জন্মান। ক্রিয়া : গাছরোপন
সম্পর্কেই বেশী চল্‌তি।)

আডব—আডির, পাডেব

আডাম—আড়াতে, ডাঙ্গায়

আডা—এডো, কাঠেব অবলম্ব

আতপতাঁডুল—আলো চাউল

আদেস—আদেশ

আদেসি—আদেশ কবিয়া

আদ্দ—আদ্য

আদিত্য—আদিত্য সূর্য্য

আন—অন্যমত

আনাম—বাতাস। এনাম শব্দ কি ?

আঁধা—অন্ধ

আন্ধাবকুলি—ধান্যভেদ

আপাবন—সর্ব্বতোভাবে পবিত্র

আপুনি—নিজ, স্বয়ং

আপ—জল

আফুলা—অপ্রস্ফুটিত, অপক

আমপাবন—ধান্যভেদ

আরসা—শুষ্ক, রসহীন

আলাম—আলান, খোঁটা

আবকর—আভ্রকের, অভ্রের

আঁবর—অম্বর

আমলা—আমলকী
আমনি—অমনি তৎক্ষণাৎ
আমলো—ধান্যভেদ
আমিনী—প্রধান পরিচারিকা বা শক্তি
আম্বর —আম্রের, আমের
আমিস্য—আমিষ্য
আরষা—অনাবৃষ্টি, খরা
আলম্ব—নিশান
আলাচিত—ধান্যভেদ
আলালিলা—আলুলিত
আস—আশা
আসতির—ধান্যভেদ
আসআঙ্গ—
আসন—উপবেশন
আসাড়—আষাঢ়
আসিন—আশ্বিন
আসিন্যা—অস্নাত
আসীস—আসিশ

ই

ইখু—ইক্ষু
ইজার—পায়জামা
ইলামণ্ডপ—(এমন) বিস্তৃত মণ্ডপ

ঈ

ঈসর—ঈশ্বর

উ

উকুল—অকূল, সমুদ্র
উজানি—স্রোতের প্রতিকূল
উজ্জল—উজ্জ্বল
উড়ন—অঙ্গুরীয়ের যে অংশ ঊর্দ্ধমুখী
উড়াসালী—ধান্যভেদ
উড়ুক—কুরুবক, উরুবক
উতরোল—উচ্চশব্দ
উজুরোলা—
উথল—উচ্ছলিত, উৎথলে উঠা
উদয়—পূর্ব্ব
উদআস্তি—উদয়অস্তে ?
উদিআন—উদ্যান, বাগান
উপনীতি—উপস্থিতি
উরি—উদয় হইয়া (অবতীর্ণ হইয়া ?)
উড়িলেন—উদয় হইলেন।
উবু—উভয় দিক্

ঋ

ঋসানি—ঋষিপত্নী
ঋসি—ঋষি
ঋস্যানি—ঋষিপত্নী

এ

একভিতা—একদিক্, লক্ষ্যস্থান
একুএনি—একটিমাত্র
এতক—এত
এথি—এইস্থানে

ক

ককচি—ধান্যভেদ
কণ্ডর—কুমার
কঙ্কন—অলঙ্কারভেদ
কজ্জর—কার্য্যের
কথি—কোথা
কদ্দাল—কোদাল, কুদ্দাল
কনকচুর—ধান্যভেদ
কন্না—কন্যা

করি—করণিক, লেখক
কন্দে—স্কন্দে
করতা—কর্ত্তা
করতার— „
করঞ্চ—করঞ্জ
করন্তি—করে
করেন্ত— „
কাআ—কায়া
কাঙদ—ধান্যভেদ
কাণ্ডারি—(কাঁড়ি ?)
কাচন্তি—কাচ কাচা
কাচলি—পুষ্পভেদ
কাছি—দড়ি
কাজি—মুসলমান বিচারক
কাটডাল—নিরস শাখা
কাঁড়ি—কাণ্ডি
কাঁদাএ—কাটাইয়া
কার্ত্তিক—কার্ত্তিক
কানর—কর্ণের, কাণের
কামদ—ধান্যভেদ
কামিনা—কর্ম্মকার
কামিন্যা— „
কামিলা— „
কালাকাত্তিক—ধান্যভেদ
কালাকাসন্দর—কালকাসন্দা
কালামুগড়—ধান্যভেদ
কালি—সংস্কৃত কীল শব্দবৎ
কাণ্ড, কাণ্ডা—কাণ্ডে
কিআলা—কেয়াফুল
কিলেস—ক্লেশ
কিংস্থক—কিংশুক
কিসান—কৃষাণ
কুআ—(মইএতে পা রাখিবার ধাপ ?)
কুআলিনী—কলঙ্কিনী
কুঙর—কুমার
কুডী—কুষ্ঠী, কুষ্ঠরোগী
কুডচি—কুটজ
কুডে—খোড়ে
কুতহলি—কুতূহল
কুথা—কোথা
কুথাকারে—কোন্‌স্থানে
কুন—কোন্, কি
কুস্থমমালী—ধান্যভেদ
কূর—কূল, ধার
কূরুমর—কূর্ম্মের
কেওদা—কেঁদো
কেরআল—বৈঠা
কোটা—ধান্যভেদ
কোঠা—কোষ্ঠ, ঘর
কোন—কোণ
কোলর—কোলের, ক্রোড়ের
কোঙর—কুমার
কোটাল—কোতোয়াল
কোধ—ক্রোধ
কোমি—কর্ম্মী
কোস—ক্রোশ

খ

খচরা—শূন্যগামী
খমক—বাদ্য

খন্তা—মাটী খুড়িবার যন্ত্র
খরসানি—ক্ষুরশব্দ
খাঁড়—(খণ্ড, শক্রগুড়)
খাঁড়া—খন্তা, খড়্গ
খাট—খট্টা, পালঙ্ক
খামে—(স্তম্ভ, থাম)
খিআতি—খ্যাতি
খিতি—ক্ষিতি
খির—ক্ষীর
খীরকম্বা—ধান্যভেদ
খুড়া—খুল্লতাত
খুদ্দ—ক্ষুদ্র
খুধায়—ক্ষুধায়
খুবসানি—খড়রা
খুরি—ক্ষুদ্রাধার
খেজুরছড়ি—ধান্যভেদ
খেড়—খড়
খেদাড়িআ—তাড়াইয়া
খেমরাঅ—ধান্যভেদ
খেমা—ক্ষমা
খোঁটা—কীলক, গোঁজ
খোদা—ঈশ্বর

গ

গআবালি—ধান্যভেদ
গছা—গচ্ছ, গাছ ?
(গুচ্ছ, গোছা)
গটা—গোটা
গঠিআ—গড়িয়া
গতি—ধর্ম্মানুচর
গণ্ডা—গণ্ডার, শূকর
গণ্ডুসেকে—গণ্ডূষে
গন্ধলি—গাঁদাফুল
গন্ধতুলসী—ধান্যভেদ
গন্ধমালতী— „
গলিত—গলৎকুষ্ঠরোগাক্রান্ত
গঅন—গান
গাএন—গায়ক
গাঙ্গেত—নদীতে
গাজন—বৈশাখ মাসের ধর্ম্মোৎসব
গাজী—(মুসলমান ধর্ম্মবীর)
গাটি—গাটী
গামারি—গাম্ভারীবৃক্ষ
গারস্তর—গৃহস্থের
গিয়ান—জ্ঞান
গিরিথর—গিরিস্থল
গুআ—গুবাক, সুপারি
গুজুরা—ধান্যভেদ
গুনমনি—গুণমণি
গুপত—গুপ্ত
গেআনে—জ্ঞানে
গোঁঙচি—পুষ্পভেদ
গোজাল—গজাল
গোটা—টি, একটি
গোড়ি—মূল
গোতমপলাল—ধান্যভেদ
গোপাল— „
গোপালভোগ— „

ঘ

ঘটদাসী—ধর্ম্মের অনুচরীভেদ
ঘাটলি—ঘাটোয়াল
ঘাম—ঘর্ম্ম

চ

চনা-পাবন—ছোলা শুদ্ধিকরণ
চন্দ্রহাস—অস্ত্রভেদ
চন্দনমাল—ধান্যভেদ
চণ্ডা—চণ্ডী ?
চাঁন—চাঁদ, চন্দ্র
চান—স্নান
চানক—চন্দ্রক, চাঁদোয়া
চামলী—চামেলীফুল
চারিভিত—চারিদিক
চিট্যাফটা—ছিটাফোটা
চিরাই—চিরায়ুঃ, দীর্ঘায়ুঃ
চুঞা—চুঁইয়া পড়িয়া যাওয়া
চুমুক—বিম্ব ?
চূড—শিখর, চূড়া
চৌদ্দতাল—ভয়ানক শব্দ (চোদ্দ তাল ভেদ)

ছ

ছড়—ছাল
ছড়া—গুচ্ছ
ছড়ি—(মঞ্জরী শিশু ?)
ছাইয়া—আচ্ছাদন দিয়া
ছিচএ—(ছেঁচিয়া, সেচন করিয়া)
ছিছরা—ধান্যভেদ
ছিষ্টি—সৃষ্টি
ছিহথ —শ্রীহস্ত

জ

জআনা—লোকজন
জখন—যখন
জখিয়া—যোগ দিয়া
জগদাল—বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড
জগানে—যোগদান দেওয়া
জগলাদি—মদিরা ভেদ
জজ্ঞ—যজ্ঞ
জনকঝিআরি—সীতা
জন্ত্র—যন্ত্র
জলারাঙ্গি—ধান্যভেদ
জাঅ—যায়
জাই—যাই
জাইতি—(যতি ?)
জাঙ্গালে—পতিত ভূমি, উচ্চ আইল (বাঁধ)
জাক—যাহাকে
জাট—কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ
জাটল্যা—জটাজুটধারী
জাত্তির—যাত্রীর
জাত্রি—যাত্রী
জান—গমন
জানে—জ্ঞানে
জালাইআ—জ্বালাইয়া
জালিয়া—প্রজ্বলিত করিয়া
জাটি—জাটকাষ্ঠ
জাঁতা—ছাদনা
জাহ—যায়
জাহর—যাহার
জীঅ—বাঁচিয়া থাক

জীবনাস—জীবননাশক
জীত্তাপাবন—জিহ্বাপাবন
জুআলে—জোয়াল
জুই—যূথিকা
জুগ—যুগ
জুগপতি—যোগপতি
জুগাল—যোগাইল
জুগেসর—যজ্ঞেশ্বর
জুতি—জ্যোতিঃ
জুথে—যূথে
জুবতী—যুবতী
জুক্তি—যুক্তি
জেটা—জ্যেষ্ঠতাত
জেঠ—ধান্যবিশেষ
জেমন—যেমন
জৈট—জৈ্যষ্ঠ
জোজন—যোজন
জোতি—জ্যোতিঃ
জোনি—যোনি
জোনিদুয়ার—যোনিদ্বার
জোলি—নিভাধান্য
জোবন—যৌবন
জোবনী—যুবতী, যৌবনবতী

ঝ

ঝগড়া—কলহ
ঝলমল—ঝকমক
ঝাকেঝাক—দলেদলে
ঝাটি—পুষ্পভেদ
ঝারিতে—গাড়ু
ঝিঅর—কন্যা, মেয়ে
ঝিয়ারি—কন্যা
ঝিঙ্গাসাল—ধান্যভেদ
ঝিটি—ঝিন্টী
ঝিসিকানি—বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি

ট

টকভক—টগবগ শব্দ
টনা—টানা, রজ্জুবিশেষ
টলমল—হেলেদোলে
টাঙ্গন—ধান্যবিশেষ
টাডবালা—হস্তালঙ্কারভেদ
টাবা—নেবুবিশেষ
টীকাপাবন—টিপ
টুঁই—ধারি, কিনারা
টুইত—ধারি
টুপি—উষ্ণীষ
টোপলা—পুটলী

ড

ডকবুস—ডাঙ্গশ
ডকে—উচ্চে, শীর্ষে ?
ডহর—নিম্ন বা জলাভূমি
ডাঙ্গর—ডাঙ্গা বা উচ্চভূমি
ডাড়ুকা—শৃঙ্খলবিশেষ
ডাবর—পাত্রভেদ
ডাহিঞা—দহিয়া
ডুম্বুর—ডমরু
ডুরি—দড়ি, ডোর
ডেকনা—বৃদ্ধা, পরিণত বয়সের
ডেগ—লাফ দিয়া যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া
ডোর—রজ্জু

ত

ততখন—ততক্ষণ
তপসা—তপস্যা
তপসী—তপস্বী
তরল—ঢলঢল
তরাগতি—দ্রুতগতি
তরাতুরি—শীঘ্রশীঘ্র
তরাজু—পাল্লা
তসরা—ধান্যবিশেষ
তাঁউল—তণ্ডুল
তাঁউলেব—তণ্ডুলেব
তাক—তাহাকে
তাঁড়ুল—তণ্ডুল
তাতা—তপ্ত
তাবর—তাহার
তামর—তাম্রের
তামাক—তাম্রনির্মিত পুষ্পপাত্র
তামাকর—তাঁহার
তাম্বর—তামার
তাহর—তাহার
তিদসর—ত্রিদশ
তিদেব—ত্রিদিব, স্বর্গ
তিধার—তিনধারবিশিষ্ট
তিলসাগরি—ধান্যবিশেষ
তিসংখ—তিন সংখ্যা
তীথ—তীর্থ
তুমাকে—তোমাকে
তুহ্মার—তোমার
তুহ্মি—তুমি
তুরিতে—শীঘ্র
তুলিবাক—তুলিবার নিমিত্ত
তৌঙ্গা—ত্রিভঙ্গ
তেতা—(ত্রেতাযুগ)
তেত্তিস—তেত্রিশ
তুলানধান—ধান্যবিশেষ
তুলাসালি— „
ত্রিকচ—তরকোচ, তরকশ, তূণ
ত্রিদসর—ত্রিদশের
ত্রিসক—ত্রিশূল
ত্রিরাচ—ত্রিমুখ
তৃসায়—তৃষ্ণায়
তোআল—পুষ্পবিশেষ
তোজনা—ধান্যবিশেষ
তোপ—বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্র

থ

থরহর—বিষমবেগ, কম্পিত
থরেথর—শ্রেণীবদ্ধভাবে
থল—স্থল
থানা—আড্ডা
থানে—আড্ডায়
থাপন—স্থাপন
থালা—পাত্রবিশেষ
থালি—স্থালী
থাবর—স্থাবর
থিত—স্থিত
থিতি—স্থিতি
থিরথির—স্থিরস্থির

দ

দআ—দয়া
দখিন—দক্ষিণ
দখিনান্ত—দক্ষিণান্ত
দখিন্যা—দক্ষিণা
দড়ি—রজ্জু
দণ্ডর—দণ্ডের
দম্বদার—দোম্‌মাদার
দরিদ্দ—দরিদ্র
দলাগুড়ি—ধান্যবিশেষ
দর্বত্র—দ্রবীভূত হয়
দস—দশ
দসবিস—দশকুড়ি
দসমন্ত—দশমন্ত
দাইআ—দা দিয়া কর্ত্তন করিয়া
দাইলেন—দা দিয়া কর্ত্তন করিলেন
দাএ—দায়ে
দাখানি—কাটারীখানি
দাড—ধান্যভেদ
দানপতি—দানকর্ত্তা
দিকপাল—দিকরক্ষকগণ
দিজগণ—দ্বিজগণ
দিঠে—দৃষ্টিতে, দিকে
দিঢ়—দৃঢ়
দিলঅ—দিল, দান করিল
দিলন—দিলেন
দিলাক, দিলেক—দিলেন
দিব্ব—দ্রব্য (? দিব্য)
দিসপাস—কুলকিনারা
দীপক—দীবর, প্রদীপ
দুআরপাল—দ্বারপাল
দুআর—দ্বার
দুআরী—দ্বারী
দুই বটী—দুপ্পটী পুষ্প
দুআপরেত—দ্বাপরে
দুগ্‌গাভোগ—দুর্গাভোগধান্য
দুর্গন্ধিত—দুর্গন্ধযুক্ত
দুর্গন্ধি—দুর্গন্ধবিশিষ্ট
দুদুরাঅ—দুধরাজ
দুতুরাজ—ক্ষুদ্র দুধরাজ
দুলাল টগর—টগর পুষ্পভেদ
দুবটী—দোপাটী পুষ্প
দুব্বা—দূর্ব্বা
দুস্করে—দুঃসাধ্য
দুসলি—দুইটী শলকা
দুহি—দুই
দৃষ্টে—সম্মুখে
দেউল—প্রাসাদ, মন্দির
দেউল্যা—পূজাকারক, গৃহস্বামী
দেবরাঅ—দেবরাজ
দেহাবা—মঠ
দেহি—দাও
দেহু—দেহ
দোস—দোষ
দ্বাদশ অঙ্গুল সংখ—বার আঙ্গুল শাঁখ
দ্বারমোচন—দ্বারোদ্ঘাটন

ধ

ধর্ম্মপাদুকা—ধর্ম্মঠাকুরের পাদুকা
ধরন্তি—ধারণ করে
ধান্ন—ধান্য

ধামাৎ—ধর্ম্মের
ধায়ন্তি—ধাবমান হয়
ধিবকালি—বাদ্যবিশেষ
ধুন্দকার, ধুন্দুকার—অন্ধকার, শূন্যাকার
ধুনি—ধ্বনি
ধেআনে—ধ্যানে
ধেআনেত—ধ্যানেতে
ধৌতি—ধৌতকার্য্য

ন

ন—না
নঅদিব—নবদ্বীপ
নঙ্গল—লাঙ্গল
নবাহুতি—নবযজ্ঞের গৃহ
নহি—নাই
নর্ক—নরক
নাউড়ে—নাবালভূমি
নাগর জুআন—ধান্যবিশেষ
নাটসাল—নাট্যশালা
নাদন—যষ্টি
নাপালি—পুষ্পভেদ
নাম্বিআ—নামিয়া
নারিকল—নারিকেল
নাল—লালা
নাস—নাশ
নিঅম—নিয়ম
নিঅড়ে—নিকটে
নিঅমর—নিয়মে
নিঅলি—পুষ্পভেদ, নিরলী
নিছনি—ঝাড়ন
নিছিআ—নির্ম্মঞ্ছিয়া
নিজোজিত—নিয়োজিত
নিত—নৃত্য
নিত্ত—নিত্য, প্রতিদিন
নিন্নয়—নির্ণয়
নিপতি—নৃপতি
নিপবব—নৃপবর
নিন্নঅ—নির্ণয়
নিল্লক—নির্লোক
নিবন্ধিত—নির্ব্বন্ধিত
নিরখবে—দেখে
নিসাঅস—নিশ্বাসে
নিপমণি—নৃপমণি
নিরয়ে—নীরে, জলে
নিরিশন, নিরিসন—নিদর্শন
নিসাস—নিশ্বাস
নেতর—ছিন্নবস্ত্র
নেতে—নেকড়ায়
নেহ—লহ
নৈবিদ্দ—নৈবেদ্য
নৌতন—নূতন

প

পকাসিআ—প্রকট হইয়া
পচ্চিম—পশ্চিম
পঞ্চামিত—পঞ্চামৃত
পটা—তক্তা
পটল—বেগুণ
পতকা—পতাকা
পত্তুস—প্রত্যুষ

পদ্মজা—মনসা
পদীপ—প্রদীপ
পদখিন—প্রদক্ষিণ
পনতি—প্রণতি
পনাম—প্রণাম
পন্নাম— „
পরনাম— „
পরবত—পর্ব্বত
পবিত্তান—পরিত্রাণ
পরিসএ—পরিবেশন করে
পরিসরম—পরিশ্রম, পরিশ্রান্ত
পরুষ শরুপে—পুরুষ স্বরূপে
পলাস—পুষ্পবিশেষ
পবাল—প্রবাল
পর্ব্বতজিরা—ধান্যবিশেষ
পবেসে—প্রবেশে, প্রবেশ করে
পসন্ন—প্রসন্ন
পসিলাম—প্রবেশ করিল
পহড়া—প্রহরা
পহরি—প্রহরী
পহরিক—প্রহরী
পয়দল—পদাতি
পয়গম্বর—ঈশ্বরের দূত
পয়ের—জলের
পাকানা—গ্রন্থিত, জড়িত
পাকাড়—ধরা
পাকে—ঘূর্ণিতে
পাখ—(পাখী)
পাখড়—ধরা, ধরে আন
পাখড়পাখর—ধ্বনিবিশেষ
পাখালি—প্রক্ষালন করিয়া
পাঙ্গুসিআ—ধান্যবিশেষ
পাছু—পশ্চাৎ
পাটএ—মঞ্চে
পাটর—পাটের
পাটসালে—রাজসভায়
পাড়ন—পাটাতন
পাড়িল—ছাড়িল
পাতল—ধান্যবিশেষ
পাথরা—
পাতি—শ্রেণী, দল
পানি—জল
পানিঅল—অস্ত্রাদির ধার দিবার নিমিত্ত পান দেওয়া
পালোএতে—স্তূপে
পাবন—পবিত্রীকরণ
পিআল—পিয়াল (বৃক্ষবিশেষ)
পিট্‌ঠে—পৃষ্ঠে
পিঠি— „
পিঠা—পীড়ি
পিড়াঅ—বেদীতে
পিতিঠা—প্রতিষ্ঠা
পিথিবি—পৃথিবী
পীড়ি—পীঠ
পীরিত—প্রীতি
পুখরী—পুষ্করিণী
পুন্ন—পুণ্য
পুরক—পূর্ণতাকারী
পুজনা—অর্চ্চনা
পুজিবাক—পূজা করার জন্য

পুরবাদি—পুরবাসী ?
পৃতিম—প্রতিমা
পৃয়োজন—প্রয়োজন
প্রতিত্তর—প্রত্যুত্তর
প্রমুতি—প্রণতি
প্রবিত্র—পবিত্র
পেঁডির—পিঁড়ির
পেএ—পাইয়া
পেতে—পাইতে
পেম—প্রেম
পেলে—পাইলে
পোথা—পুথি

ফ

ফুল (চাঁচ)—হালকা (চাঁছা)
ফেফেরি—ধান্যবিশেষ
ফোপলা—মাঝখানে ফাঁপা

ব

বঅদা—মূল, বয়দা, বয়জা, ডিম
বকরা-বকরি—ছাগ-ছাগী
বককড়ি—ধান্যবিশেষ
বজ্জনখে—বজ্রনখে, তীক্ষ্ণনখে
বজ্রনখ—তীক্ষ্ণনখ
বড়ু—বটু, ব্রাহ্মণকুমার
বত্তিষঠো—বত্রিশটি
বদ্ধি—ধান্যভেদ
বম্ভ—ব্রহ্মা
বম্ভেত—ব্রহ্মায়
বরত—ব্রত

বরজাপানি—বজ্রপাণি
বসুমাই—বসুমতী
বাঅ—বাহিয়া যায়
বাঅতি—বাদক
বাএন—বাদ্যকর
বাখুড়ি—পাপড়ি
বাগে—বাগডোরে
বাছান—স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দ্রব্য
বাজিল—আরম্ভ হইল
বাজু—বাদ্য
বাটলা—শস্যবিশেষ
বাটাঅ—পানের বাটা, তাম্বুল পাত্র
বাতি জলে—অল্প জলে
বান—বন্যা
বাঞ্চিআ—বাঞ্ছিয়া
বার্য্যাকাশ—বায়ু বা জল ও আকাশ
বার—সভা
বার্ম্মতীঘর—বারমতি ঘর
বারমাসি—বারমাসিয়া
বারা—ব্যারি
বালি—ধান্যবিশেষ
বালির মুকুতা—বালি দিয়ে তৈরী মুক্তা
বাঁসর—বাঁশের
বাহর—বাহুতে
বাহুড়িয়া—হাত বাড়াইয়া (? ফিরিয়া)
বায়ন—বামন
বিদ্দমানে—বিদ্যমানে
বিদ্ধসালী—ধান্যবিশেষ

বির্ব্বহতুকি—বিল্ব হরিতকী ?
বিম্বক—বিম্ব, বিম্বের
বিম্বু—বিম্ব
বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা
বিহন—বীজ
বিহল্ল—স্থল ? থল্লের বিপরীত শব্দ ?
বিহরাম—বিশ্রাম
বিহানে—প্রাতঃকালে
বিড়া—বড় আঁটি বা গুচ্ছ
বিষ্টু—বিষ্ণু
বিস—বিষ
বিসনাথ—বিশ্বনাথ
বিসকর্ম্মা—বিশ্বকর্ম্মা
বিসাই— „
বিসার— „
বিসোঁরিআ—বিস্মৃত হইয়া
বীচ—বীজ
বীজে—বীর্য্যে
বীবপাক—বীরত্বপ্রকাশক ঘুবপাক
বুখি—ধান্যবিশেষ
বুড়ামাত্তা— „
বুলে—ভ্রমণ করে
বেথা—ব্যথা
বেদি—মঞ্চ, পীঠ
বেলাল—বিল্ব
বেল্যা—বেলফুল
বেহার—বিশ্রাম স্থান, বিহার
বেসাতি—হাটে প্রসারিত দ্রব্যাদি
বোদ্ধরূপে—বৌদ্ধ, বুদ্ধরূপে
বোড—বড

বোলিবাক—বলিবার নিমিত্ত
ব্যাখনায়—ব্যাখ্যা কর

ভ

ভইল—ভরিল (? হইল)
ভকত—ভক্ত
ভকিত্যা—
ভকতাগণে—ভক্তগণ
ভখিআ—ভক্ষণ করিয়া
ভজনা—ধান্যভেদ
ভট্টায়ক—রাজা, রবি, সূর্য, তপস্বী
ভঁড়ি—ভর দিয়া
ভদ্র—ভাল, উত্তম
ভমন—ভ্রমণ
ভর—ঠেকনা
ভরমণ—ভ্রমণ
ভরি—পদ, পা
ভাইসিতে—ভাসিতে
ভাটা—বিসর্জ্জন
ভাটালি—ভাটিতে
ভাদোলী—ধান্যভেদ
ভান্দমুখি—
ভান্দর—ভাদ্র
ভাণ্ডারপাল—ভাণ্ডার রক্ষক
ভাণ্ডারী—ভাণ্ডারের কর্ত্তা
ভাবৃকালি—চতুরালি
ভাস্‌স—দিশা, দিকবিদিক, শুভ, সুখশান্তি
ভিকৃখার—ভিক্ষার
ভিখা—ভিক্ষা

ভিটা—ভিত্তি, উচ্চভূমি, স্থান
ভূমিস্‌টি—ভূমিষ্ঠ
ভূমিয়া—ভ্রমিয়া
ভেক—ব্যাঙ
ভেক—বেশ, সজ্জা, ছদ্মবেশ, মূল—ভিক্ষু
ভেটহ—সাক্ষাৎকার
ভেটী—দেখিয়া
ভেরি—দুন্দুভি
ভেস্ত—স্বর্গ
ভোচা—পুষ্পভেদ
ভোক্তা—ভক্তা, ধর্ম্মভক্ত
ভোর—পূর্ণ

ম

মই—শাঁড়ে. বাঁশই, বাঁশের সোপান
মইপাল—মহীপাল, ধান্যভেদ
মঙ্গলন—মাঙ্গলিক
মঙ্গলিল—মঙ্গল করিল, ভাল করিল
মজা—মোজা
মড়া—মৃতদেহ
মতি—পুষ্পভেদ
মধুলুব্ধ—মধুলোভী
মনঞি—মনে
মনুই—মনন
মনুহর—মনোহর, সুন্দর
মণ্ডুক—ভেক, ব্যাঙ
মনয়াস—মনের আশা
মরাচণ্ডা—মরিয়াছে
মলনা—মোল্লা, মৌলবী
মলি—মলিয়া, মর্দ্দন করিয়া
মহাভক্তি—অতুলভক্তি, চরমভক্তি
মহাল্যাবে—মহাপ্লাবে, প্রবল বন্যা
মহাসএ—মহাশয়
মহাস্থন্য—অচণ্ডদিক্
মহেস্‌সর—শিব, মহাদেব
মহেস— „
মহীপাল—ধান্যভেদ
মহিতলে—মহীতলে, পৃথিবীতে
মর্ম্ম—তাৎপর্য্য
মসিলোট—ধান্যভেদ
মাইজ—মধ্য, মাঝ
মাও—মাতা
সাদামাঠা—সামান্যতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
মাড়মর—মাডমের
মাধবলতা—ধান্যবিশেষ
মানুস—মনুষ্য
মারিবু—মারিব, প্রহার করিব
মারুআ—পুষ্পভেদ
মালুঞ্চা—পুষ্পোদ্যান
মিগ—মৃগ
মিগবর—মৃগবর
মিগীক—মৃগীর
মিত্তিকা—মৃত্তিকা, মাটী
মিত্তু—মৃত্যু
মিদঙ্গ—মৃদঙ্গ, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
মিলব—মিলিবে, জুটিবে
মুক্তহার—ধান্যবিশেষ

মুক্তা—ধর্ম্মের শক্তি
মুছিঞা—মুছিয়া, মার্জ্জন করিয়া
মুঠি—মুষ্টি
মুড়াই—(মুড়িয়া দিয়া)
মুডিআ—(মুড়িয়া দিয়া)
মুরত, মুরুত—মূর্তি, রূপ
মুরুলী—মুরলী অর্থাৎ মুরলীধারী
মূলা মুক্তাহার—ধান্যবিশেষ
মেগি—ধান্যভেদ
মেটা—ধান্য
মোউরের—ময়ূরের
মোখ—মোক্ষ, নির্ব্বাণ
মোহর—আমার
মৌকলস—ধান্যবিশেষ
মোহান—মহান

য

যবস্তি—যুল, যবিষ্ঠ, একান্ত তরুণ, কিশোর
যুন—যে
যহু´—যাহার। জন্ম ?

র

রক্‌খা—রক্ষা, ত্রাণ
রকত—রক্ত, লাল
রঞ্জিৎ—(রঞ্জিত, চিত্রিত ?)
রক্তকম্বলর—পুষ্পবিশেষ
রক্তশাল—ধান্যভেদ
রজা—রাজা
রথসাল—রথশলা, রথ রাখিবার স্থান
রনজঅ—যুদ্ধজয়ী
রন্ধনী—রাধুনী, পাচিকা
রলা—খুঁটি, ছাউনি প্রভৃতির জন্য লম্বা মোটা কাঠ
রহাঅ—রহে, থাকে
রাঅগড—ধান্যভেদ
রাজদল— „
রাই—রাজা
রাউ—রাজা, ধর্ম্মরাজ
রাজত্থি—রাজত্ব
রাতিত —রাত্রিতে
রাসি—রাশি
রিসি—ঋষি, মুনি
রুএ—রোপন করিয়া
রুধির—রক্ত
রূপা—রূপ
রূপাকর—রূপার, রৌপ্যের
রূপি—রোপন করিয়া
রূশুন—রৌশন, উজ্জ্বল দীপ্ত
রেক—রেখামাত্র
রেকে—চিহ্নে, রেখায়
রেখ—রেখা
রোপন—রোপণ, স্থাপন

ল

লঙ্কার—(দক্ষিণ দিকের প্রতীক)
লক্ষ্মী—লক্ষ্মীনামক ধান্য
লতামৌ—ধান্যভেদ
লব—নব, নূতন
লহরি—ঢেউ, হলকা

লাআতে—লইতে, আনিতে
লাউসালী—ধান্যভেদ
লালকামিনি— „
লাএ—নৌকায়
লাএকে—নায়কে
লাটপাট—লটপট, ওলট-পালট
লি—লই
লিঙ্গা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
লোব—লোভ
লোহ— „

ব

বন্ন—বর্ণ
বম্ভগাঁঠি—ব্রহ্মগ্রন্থি
বরঙ্গ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
বাঅন—বেগুন
বাঁকই—ধান্যভেদ
বাঁকচুর— „
বাঁকসাল— „
বাজগদা— „
বাঁকুই—ধান্য
বাগনবিচি—ধান্যবিশেষ
বাজ—বাদ্য
বাঁঝা—বন্ধ্যা
বাদলমালা—বাদলার মালা
বামুন—ব্রাহ্মণ
বাম্ভন— „
বাঁসকাটা—ধান্যভেদ
বাঁসমতী— „
বিউনিয়—বাঁশের পাখা
বিকৃখ—বৃক্ষ
বিকল—বিশ্রী
বিচখন—বিচক্ষণ
বিছা—বৃশ্চিক
বিসরাম—বিশ্রাম
বিসেস—বিশেষ
বৃস—বৃষ
বেটিত—বেষ্টিত
বোআলি—ধান্যবিশেষ
বৈসাখ—বৈশাখ

শ

শন্ধি—সন্ধি
শিবানী—দুর্গা, কালী
শুমস্তে—সু-মন্ত্রে
শূন্ন—শূন্য
শেক, শেখ, সেখ—দলপতি, ধর্মগুরু
শ্রীধর্ম্মপাদুকা—ধর্ম্মের খড়ম বা পাদচিহ্নস্বরূপ
শ্রীপত্—শ্রীপতি

ষ

ষন্ধি—সন্ধি
ষেতু—সেতু

স

সইওর—সঙ্গের
সকরুন—সকরুণ
সর্করা—শর্করা, চিনি

সকাল—শীঘ্র শীঘ্র, অগ্রে
সর্গপুরে—স্বর্গে
সঙ্খর—শঙ্খের
সচিপ্রভা—শুচিশোভা ?
সছন্দ—সচ্ছন্দে
সজর—সর্জ্জরসের
সত—শত
সত্তি—সত্য
সতেক—একশত
সনাখড়কি—ধান্যভেদ
সনা—স্বর্ণ
সর্ণ্য—শূন্য
সন্ধি—রন্ধ্র, পথ, ছিদ্র, ভেদ করিবার কৌশল
সভা—শোভা
সভি—সবই, সমস্তই
সভে—সকলে
সমপন—সম্পন্ন
সমলা—শ্যামল, শ্যাম বা নীল বর্ণ
সম্বেদ, সম্ভেদ—সংবাদ, তত্ত্ব
সরগ—স্বর্গ
সরতর—শরৎকালের
সল্ল—বৃক্ষ
সব—শব
সবর—শবের
সয়ম্বু—স্বয়ম্ভু
সসী—শশী
সংখ—শঙ্খ
সংহারিল—গ্রহণ করিল
সাইল—শালবৃক্ষ
সাজন—সজ্জা
সাঁজা—সন্ধ্যার প্রদীপ
সাট—শ্রেণীবিভাগ
সান—স্নান
সান্তি—শান্তি
সাপটিআ—আকড়াইয়া
সারিআ—প্রস্তুত করিয়া
সারিন্যা—সারি দিয়া
সারিল—শেষ করিল
সাল—শালবৃক্ষ
সালছাটী—ধান্যভেদ
সালুক—কুমুদ কন্দ
সাবন—শ্রাবণ
স্থাপর—স্থাবর
সান্ত—শান্ত
সান্তর— „
সাংস্থর—সংসারী
সিআলি—শেফালিকা
সিকড়—মূল শিকড
সিঙ্গার—শৃঙ্গার
সিজন—সৃষ্টি
সিরজন—„
সিনান—স্নান
সিন্ধুবল—সাগরতুল্য বলশালী
সিফল, সীফল—শ্রীফল
সির—শির, মাথা
সি-শোফা—শিরোপা
সিস—শীর্ষ, বাইল
সীতাসালী—ধান্তভেদ
সুকরবার—শুক্রবার

সুকল—দানশীল
সুতরাম—ত্রস্ত
সুতি—কার্পাসবস্ত্র
সুধনি—সুমধুর ধ্বনি
সুনায়—স্বর্ণের
সুনু—শ্রবণ কর
সুন্দরি—শুন্দি, কুমুদভেদ
সুপকাস—সুপ্রকাশ
সুব—শুভ
সুবন্নদীপ—সোনার প্রদীপ
সুরৎ—চেহারা, আকৃতি, সুন্দর চেহারার
সুসর—সোসর, তুল্য
সেঅতি—সেঁউতিফুল
সেইত—সেই
সেক—তাহাকে বা সিঞ্চন
সেখ—শেখ, মুসলমানজাতির বিভাগভেদ
সেত—শ্বেত
সেথি—সেইখানে
সোরূপনারান—স্বরূপনারায়ণ
সোলপনা—ধান্যভেদ
সোলুঙ্গেতে—(ষোলই তারিখে)

হত্তুকী—হরীতকী
হফ্‌সট—মন্ত্রপূত করিয়া স্থাপন
হরি—ধান্যভেদ
হরিকালী—„
হালা—পরিমাপ বিশেষ
হাকুলি—পরিমাণ বিশেষ
হাতিপাঞ্জর—ধান্যভেদ
হাম—আমি
হালি—পরিমাণ বিশেষ
হিজলবর্দ্দ—হিজল বন্দ্‌? স্থানের নাম?
হুআ—হইয়া
হুকুলি—ধান্যভেদ
হুতার—অগ্নির
হুলুই—হুলুধ্বনি
হুলাহুতি—উলু উলু ধ্বনি
হেড়া—হাঁড়ি

গ্রন্থপঞ্জী

চর্যাপদ : হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত নূতন সংস্করণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : পঞ্চম সংস্করণ। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত।

শূন্যপুরাণ : নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

শূন্যপুরাণ : চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল : সুকুমার সেন সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ।

ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল : পীযুষ মহাপাত্র।

মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল : বিজিত দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত।

ধর্মপূজাবিধান : ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

দয়ালের গোরক্ষ বিজয় : আব্দুল করিম সম্পাদিত।

শ্যাম দাসের মীনচেতন : ঢাকা একাডেমী প্রকাশিত।

গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস : মোহম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত।

অনাদ্যের পুঁথি : পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত।

ছানসাগর : আব্দুল করিম সম্পাদিত।

চৈতন্য ভাগবত : বৃন্দাবন দাস, বসুমতী প্রকাশিত।

হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

প্রাচীন শিল্প পরিচয় : গিরীশচন্দ্র বেদান্ত তীর্থ।

রাঢ়ের সংস্কৃতি : অমলেন্দু মিত্র।

বাঙ্গালার বাউল : ক্ষিতিমোহন সেন।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা : অশোক মিত্র সম্পাদিত।

হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ : মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ।

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ : দোম আন্তনিয়ো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

গীতগোবিন্দম্ : জয়দেব।

ঋগ্বেদীয় স্তবমালা : হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।

বেদের পরিচয় : যোগিরাজ বসু।

বেদ মীমাংসা ১ম, ২য় খণ্ড : অনির্বাণ।

অনুপূর্বা/ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

বঙ্গীয় শব্দকোষ ১ম, ২য় খণ্ড : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ : আশুতোষ ভট্টাচার্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ : সুকুমার সেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব : নীহাররঞ্জন রায়।

লোকায়ত দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ : দীনেশচন্দ্র সেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

নারায়ণ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

প্রবাসী, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ।

এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, পুথি সংখ্যা : জি. ৫৪৩৮, ৫৪২৪, ৫৪৪১, ৫৪৪৯।

Calcutta Review, 1924.

Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Part I, 1894.

Asiatic Society Journal, Vol. VIII, 1942.

Origin and Development of Bengali.

Language, New Edition—S. K. Chatterjee.

History of Bengali Language & Literature—D. C. Sen.

Ancient India & Prehistoric Egypt—S. K. Roy.

Obscure Religious Cults etc.,—S.

A v ew of the History, Literature etc.,—W. Ward.

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত শূন্যপুরাণের

পরিচ্ছেদক্রম

১। সৃষ্টিপত্তন ২। জলপাবন ৩। টীকাপাবন ৪। পুষ্পতোলন ৫। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা ৬। অথ দ্বার মোচন ৭। অথ ঘর দেখা ৮। অথ দানপতির ঘর দেখা ৯। অথ দ্বার মোচন ১০। অথ চনা পাবন ১১। অথ নিয়মভাঙ্গা ১২। অথ হোম ১৩। টীকা প্রতিষ্ঠা ১৪। অথ যমপুরাণ ১৫। যমদূত সংবাদ ১৬। যমরাজ সংবাদ ১৭। অথ বৈতরণী ১৮। অথ ধর্মস্থান ১৯। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা ২০। অথ অধিবাস ২১। অথ বারমতি পূজার পদ্ধতি লিখ্যতে।—অথ বেড়া মন্নুই ২২। অথ ধুনা জ্বালা ২৩। অথ ঘোড়া সাজন ২৪। অথ বারমাসি ২৫। অথ সন্ধ্যাপাবন ২৬। অথ মন্নুই ২৭। অথ ঢেকী মঙ্গলা ২৮। অথ গাস্তারী মঙ্গলা ২৯। অথ ঘাটমুক্তা ৩০। অথ ধর্মস্থান ৩১। অথ তীর্থ আবাহন ৩২। (এই স্থানে শীর্ষনামহীন দুইটি পরিচ্ছেদ আছে, আরম্ভক্রম—'দেব নিরঞ্জনায় নমঃ' এবং 'শ্রীকামিন্যৈ দেব্যৈ নমঃ'।) ৩৩। অথ ধর্মস্নান ৩৪। অথ ধর্মসাজন ৩৫। অথ পুষ্পাঞ্জলি ৩৬। দেবস্থান ৩৭। মুক্তামঙ্গলা ৩৮। অথ ধর্মপূজা ৩৯। অথ মুক্তিস্নান ৪০। অথ দাষ ৪১। অথ নিয়মভঙ্গ ৪২। অথ চনাপাবন ৪৩। অথ টীকা প্রতিষ্ঠা ৪৪। অথ হোম যজ্ঞ ৪৫। যমপুরাণ ৪৬। অথ বৈতরণী ৪৭। অথ মুখশুদ্ধি প্রকরণ ৪৮। অথ দেবীর মনঞি।

বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট পুথি থেকে সংগৃহীত অংশ :

৪৯। অথ ধর্মস্থান ৫০। অথ যজ্ঞ ৫১। অথ তাম্রধারণ ৫২। ধর্ম-প্রণাম মন্ত্র ৫৩। অথ ছাগজন্ম ৫৪। শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা।